

একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে কিংবদন্তিসম
খ্যাতি-অর্জনকারী বীরযোদ্ধা শাফায়াত জামিল,
লড়াইয়ে মহানানে অকৃতোভ্য যে-শানুগঠি
বাস্তবজীবনে পরম মিতবাক ও নিভতচারী। তনুপরি
স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মড়াত্তকারীদের পুনরুৎসাহন,
বঙ্গবন্ধুর নির্বাচন হত্যাকাণ্ড এবং নভেম্বরের ধ্বনিবিপুল
চতুর্ভুক্ত চার জাতীয় নেতৃত্ব ও অস্থী মুক্তিযোদ্ধাদের
হত্যায় ব্যাখ্যিতচিঠিতে তিনি নিজেকে পুটিয়ে নিয়েছিলেন
আরো বেশি। আরও একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের একবাবে
সচনাকালে তাঁর 'নেতৃত্বেই ঘটেছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের
ধার্য পাচশ' সৈনিকের বিদ্রোহ, খালিমিক অভিবোধের
সেটা ছিল গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এরপর রংপুর
সিলেক্টে বিভিন্ন বগাসনে শক্তির জ্বাস হয়ে বহু
আপোরেশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন শাফায়াত জামিল,
জীবন-মৃত্যু পাঁয়ের ভূত্য করে স্বদেশের মুক্তির জন্য যে
মরণাখেলায় মোটেছিলেন তার পোষ পর্যায়ে তরুতরভাবে
আহত হয়েছিলেন তিনি। চারিত্বিক দৃঢ়ত্ব ও আস্থায়ী
মনোভাব দ্বারা যুদ্ধকেত্তে তিনি অনুপ্রাপ্তি করেছেন
আগপিত সহযোদ্ধাদের এবং হয়ে উঠেছেন একান্তরের
বাহালির বীরগাথার অন্যতম রূপকার। দীর্ঘ পঁচিশ বছর
পর তিনি বাঁচায় হয়ে বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা, তরুণ
সাংবাদিক সুমন কাষমুরারের সহযোগে তিনি সেলে
ধরেছেন বাঁচাসনের অগ্নিকরা শুরি। সেই সঙ্গে যোগ
করেছেন পঁচান্তরের নির্মাম নিষ্ঠুর হত্যালীলার বিবরণ,
যে-খটনাপথার অত্যন্ত কাই থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন
তিনি। সব মিলিয়ে শাফায়াত জামিলের অস্তু
হয়ে উঠেছে আমাদের ইতিহাসের অন্য
ও অগরিহার্য সংযোজন।

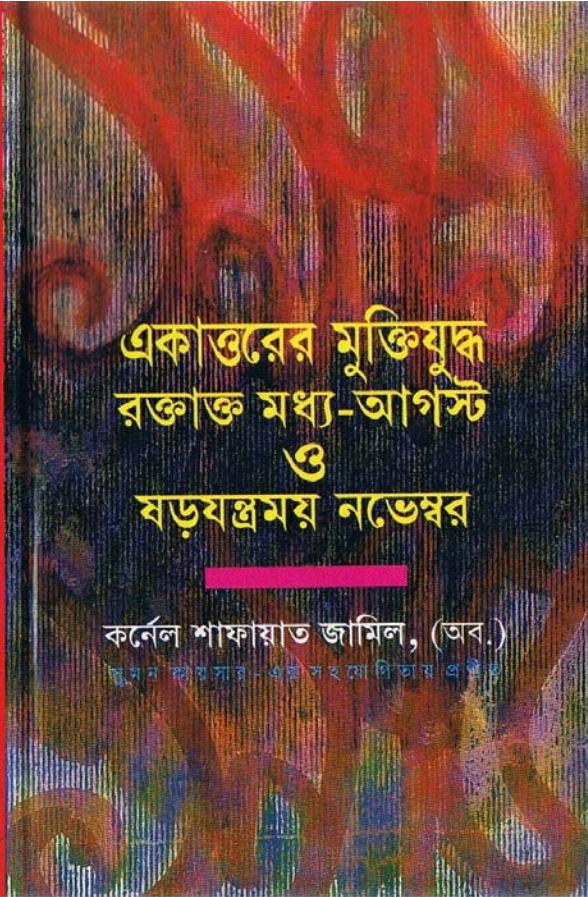
ISBN-984-465-144-

শাফায়াত জামিল
রক্তান্ত মধ্য-আগস্ট
ও
ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তান্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

কর্ণেল শাফায়াত জামিল, (অব.)

জুন মুক্ত সার - এক সহ যোগ দিতায় প্রক্ষেপ



একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
রাজাক মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

কর্ণেল শাফায়াত জামিল, অব.

সুমন কায়সার-এর সহযোগিতায় প্রণীত

Shuvo
NUS, Singapore
27.02.11

সাহিত্য প্রকাশ

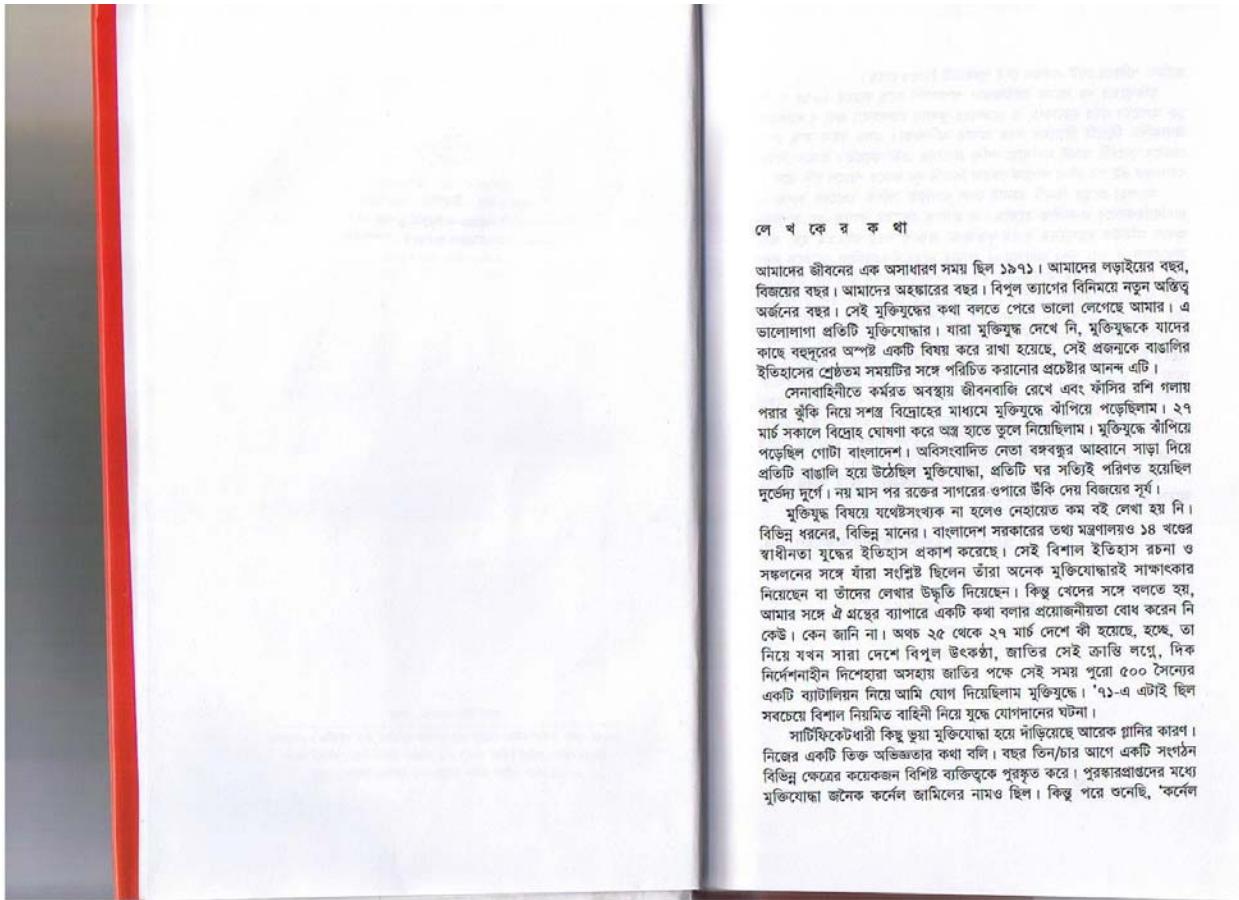


গ্রন্থ-শিল্প : অশোক কর্মকার
তৃতীয় মুদ্রণ : টেক ১৪১২, মার্চ ২০০৯
বিপ্রিয় মুদ্রণ : টেকশার ১৪০৭, এপ্রিল ২০০০
প্রথম প্রকাশ : ফলমূল ১৪০৪, মেক্সিকো সিটি ১৯৯৮
ISBN 984-465-144-1

উৎসর্গ
আমার পূর্বসূর্য ও
উত্তরাপিতামীমো

মূল্য : একশত চারি টাকা

প্রকাশক : মহিমুল হক, সাহিত্য অকাশ, ৮৭ পুরাণা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হাত বিমান : কম্পিউটার অকাশ, ৮৭ পুরাণা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা লিপ্টার, ৮৭ পুরাণা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০



লেখকের কথা

আমাদের জীবনের এক অসাধারণ সময় ছিল ১৯৭১। আমাদের পড়াইয়ের বছর, বিজয়ের বছর। আমাদের অহঙ্কারের বছর। বিশ্ব আগের বিনিয়োগে নতুন অভিযোগের বছর। সেই মুক্তিযোদ্ধার কথা বলতে পেরে তাণে লেখেছে আমার। এ ভালোপাগ্নি প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার। যারা মুক্তিযুদ্ধ সেবে নি, মুক্তিযুদ্ধকে যাদের কাজে বহুদের অশ্পষ্ট একটি বিষয় করে রাখা হয়েছে, সেই প্রজনকে বাড়িলির ইতিহাসের প্রোত্তম সময়টির সঙে পরিচিত করানোর আনন্দ পাও।

সেনাবাহিনীতে কর্মসূত অবস্থায় জীবনবাজি মেখে এবং ফালিম রশি গলায় পরামর্শ দিব নিয়ে সকল বিদ্রোহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বৌপিয়ে পড়েছিলাম। ২৭ মার্চ সকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অর হাতে তৃলে নিয়েছিলাম। মুক্তিযুক্ত বৌপিয়ে পড়েছিল পেটা নালাদেন। অবিসরণিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আহুমাৎ দিয়ে প্রতিটি বাজলি হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিটি বক সতীর পরিষেবা হয়েছিল দুর্জন দূর্গ। নব মাস পুর রক্তের ওপারে ঝুঁকি দেন বিজয়ের সূর্য।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে যাচাইস্বাক্ষর না হলেও নেহায়েত কর বই লেখা হয়ে নি। বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন মানের। বালোদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ও ১৪ বর্ষের বাধীনতা মুক্তের ইতিহাস প্রকাশ করে। সেই বিশাল ইতিহাস রচনা ও সভলনের সঙে যারা সংশ্লিষ্ট হিসেবে তাঁরা অনেক মুক্তিযোদ্ধারাই সাক্ষকরণ নিয়েছেন বা তাঁদের লেখার উপর নিয়েছেন। কিন্তু খেদের সঙে বলতে হয়, আমার সঙে ঐ ধরের ব্যাপারে একটি কথা বলার অযোজনীয়তা বেশ করেন নি কেত। কেন জানি না। অব ২৫ থেকে ২৭ মার্চ দেশে কী হয়েছে, হচ্ছে, তা নিয়ে ব্যবন সারা দেশে বিশুল উৎকর্ষ, জাতির সেই তাত্ত্বিক শর্পে, দীক নির্দেশনাহীন দিশেহারা অসহায় জাতির পক্ষে সেই সময় পুরো ৫০০ সৈন্যের একটি বাটারিয়া নিয়ে আমি যোগ দিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে। ৭১-এ এটাই ছিল সরচেয়ে বিশাল নিয়মিত বাহিনী নিয়ে যুক্ত দেশগুলিনের ঘটনা।

সাটিকিকেটধারী কিছু ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক গুলির কারণ। নিজের একটি ভিজ্ঞ অভিজ্ঞাতার কথা বলি। বছর ভিন্ন/তার আগে একটি সংগঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট বাজিত্বকে পুরষ্কৃত করে। পুরষ্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা জনক কর্মের জরিলের নামও ছিল। কিন্তু পরে তানেছি, ‘কর্মের

আমিল' পরিচয়ে কেউ একজন সেই পুরুষারটি নিয়েও গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতা পাশ্চাপাশি এছে রয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বর্ষ হত্তাকাও, ও নভেম্বরের কুখ্যাত মেলহত্ত্যা এবং ৭ নভেম্বরের তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের সময় আমার অভিজ্ঞতা। এসব ঘটনা কাছে থেকে দেজাবে দেখেছি তারই শারীরিক বর্ণনা প্রদানের চেষ্টা করেছি। আমার বিবরণ বহস্যাবৃত এই সব ঘটনা সম্পর্কে কোনো বিবৃতি সূচ করাতে পরালে খুশি হবো।

আলোচা এছে তিনোই রচনাই বহুল প্রচারিত দৈনিক 'ভোরের কাগজ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক জনাব মাতিউর বহমানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেই হয়, তাঁর অনুপ্রেরণা ও পুনঃ পুনঃ তাপ্তিশাতেই আমার মতো নীরবতায়ি লোককে সরব হতে হয়েছে। ভোরের কাগজ-এর তরঙ্গ সার্বানিক সূন্দর কায়সার উৎসাহের সঙ্গে আমাকে সহায়তা করেছে। আমি যেভাবে যে-কথাটা বলতে চেয়েছি ঠিক মেভারেই তুমে আনন্দ জন্ম তার প্রচেষ্টা হিল আন্তরিক। আমি কৃতজ্ঞ সহধরণী রাখিনা শাফায়াতের প্রতি, যিনি সার্বিক উৎসাহদানের পাশ্চাপাশি অনেক জরুরি তথ্য মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে উপর্যুক্ত করেছেন। কয়েকটি ছবি নেয়া হয়েছে মুরদুরী বান প্রীতি 'জীবনের খুড় : যুদ্ধের জীবন' এছ থেকে, সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জনাই। কয়েকটি পিটনা নেয়া হয়েছে সেজর আখতার প্রীতি 'যাববাই বিবে যাই' এছ থেকে। সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জনাই। সাহিত্য প্রকাশ-এর পরিচালক বিশিষ্ট প্রকাশক মহিমুল বকেরেকে বিশেষ ধন্যবাদ জনাই। আমার প্রকাশক বিশিষ্ট প্রকাশকের দায়িত্ব নেমার জন্য।

যাদের জন্ম এই বই দেখা সেই পাঠক সমাজের দায়া বইটি আন্ত হলেই আমার অবৰ সংশ্লিষ্টদের শুম সার্ধক হবে।

১০ মে ১৯৭৬ সন

কর্নেল শাফায়াত জামিল, অব.

মৃ তি প র

প্রথম পৰ্ব

মুক্তির জন্ম মৃক্ষ ১১

বিপ্লব ১০

তত্ত্ব হলো অভিযোগ মৃক্ষ ৩১

তৃতীয় মেলের দায়িত্ব অবৰ ৪৬

বস্তেপের মাটিতে মৃক্ষ ৫৯

সিলেট অকলে অভিযান ও ছত্রী মৃক্ষ ৬৭

বি তী য প র

তৃতীয় পৰ্ব

বড়বন্দুম নভেম্বর ১২৩

বিদ্রোহ

সন্তরের নির্বাচন ও বাঙালির সাধিকার আন্দোলন ১৯৭০-এর এগিলে চতুর্থ বেস্ট রেজিমেন্ট পোস্টিং হয় আমার। বাটালিয়ন তখন লাহোরে অবস্থান করছিল। এক মাসের মধ্যে মেজর রাকে উন্নীত করা হয় আমাকে। মে মাসে চতুর্থ বেস্ট রেজিমেন্ট কুমিল্লা কার্টনমেন্টে আসে। ডিসেম্বরের অথমদিকে নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিষ্কৃতি রাখায় হুনীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করা দায়িত্ব দিয়ে একটা কোম্পানিতে সিলেটের হিলগঞ্জে পাঠানো হলো আমাকে। নির্বাচন যথায়ীভি হয়ে গোলো। ফলাফল, আওয়ামী জীবনে নিরঙ্কুল বিজয়। অথবা তারপরও পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভাব হচ্ছে সিলেট চাইলো না পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের জনগণ সাধিকারের দাবিতে বিচুক্ত হয়ে ওঠায় পরিষ্কৃতি কর্মসূচি চুরম অবনতির দিকে যেতে থাকে। ছয় দফা এগারো দফার আন্দোলন তখন স্থাপিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন বাঙালির মুকুটইয়ীন সন্মাট। সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

১ মার্চ আমাকে এবং পাঞ্জাবি অফিসার মেজর সাদেক নওয়াজকে সঙ্গাব ভারতীয় আজ্ঞামণ প্রতিহত করা। অঙ্গুহাতে ত্রাক্ষণবাড়িয়া নিজ নিজ Battle location-এ শিয়ে অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদ্বাৰা বলছিল, ভারতে সেই পাকিস্তানের যুদ্ধ অনিবার্য। কাজেই এই অস্তুতি। এটা ছিল পাকিস্তানিদের সুপরিকল্পিত তৎপরতার অংশমাত্র। বেশিগৰ্থ বাঙালি সৈন্যদের এক জায়গায় একসাথে রাখার ব্যাপকরটাকে তারা নিরাপদ মনে করে নি। তাই বেস্ট রেজিমেন্টগুলাকে বিভিন্ন স্টেট হেট ইউনিটে ভাগ করে যুদ্ধ এবং অন্যান্য অঙ্গুহাতে বিভিন্ন সিলেট পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। চতুর্থ বেস্টের দুটো কোম্পানিকে (আমাৰ আৰ সাদেক নওয়াজেৰ) ত্রাক্ষণবাড়িয়া এবং একটিকে খালেদ মোল্লারক্ষেত্রে নেতৃত্বে ভারতীয় নকশালদের অনুপ্রবেশ বৰু কৰাৰ কথা বলে শহসেৱনগৰ পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমার যুক্তি অবস্থান ছিল ত্রাপ্যবাড়িয়া-সিলেট সড়কে তিতাস নদীর ওপর শহীদবাজপুর প্রিঞ্জ এলাকায়। মেজর সাদেক নওয়াজের অবস্থান ছিল ত্রাপ্যবাড়িয়া-কুমিল্লা সড়কে ওই নদীর উভানিসার বিজের কাছে। আমি আমর সাদেক নওয়াজ তখন যথাক্ষমে চার্চি ও ডেল্টা কোম্পানির কর্মচার। যথোরিত আমরা আমর যুক্তি অবস্থানে পিয়ে তিতাস নদীর পাড়ে ট্রেক, বাজার ইত্যাদি খুঁড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলাম। প্রস্তুতি শেষে ত্রাপ্যবাড়িয়া শহরের ওয়াপসা রেস্ট হাইটস সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নিলাম। আমরা কয়েকজন অফিসার ও জওয়ানরা ছিলাম তাৰু পেতে। তবে নিয়মিতভাবে যুক্ত অবস্থান দেবি যুক্ত অবস্থানে অবস্থান করা হচ্ছিল। সোটিশ পাওয়া মাত্রই যুক্ত অবস্থানে হওয়ার জন্য অবস্থানে প্রস্তুতি দেবি আমাদের ওপর। আমর কোম্পানিতে আমি ছাড়া বাজালি অফিসার ছিলেন সেকেত হেফটেনান্ট কৰিব (এখন মেজর জেনারেল)। সাদেক নওয়াজের কোম্পানিতে ছিলেন সেকেত হেফটেনান্ট হার্লন (এখন মেজর জেনারেল)। দু' মেস্পার্স জনাই হল একজন বাজালি ডাক্তার, সেফটেনান্ট আখতার আহমেদ (এখন অব. মেজর)। আমার জী এবং চার ও তিনি বছর বয়েসী দুই শিশুর তখন কুমিল্লা ক্যাট্টনমেটের অফিসিয়াল ফ্যামিলি কোয়ার্টারে।

মার্টের দিনগুলো

৩ মার্চ মেস্পার পরিষিক্তি ক্রমশ উভাল ও জঙ্গি হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি ক্রমেই স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে সময়ে রেডিওতে একটা দেশবাচিবের পানোন (পুরো এই আকাশে সৃষ্টি উঠেছে, আলোর আলোকময়...) সুর কিনুকশ গর্বের বাজানো হচ্ছে, যাৰ আবেদন আমর মতো অলেকেবেই রঞ্জে আগুন ধৰিয়ে দিতো। চারদিক তখন বিভিন্ন মোগানে মুখৰ। 'গৱা-মেছনা-যুনা, তোমার আমার ঠিকনা', 'বীৰ বাজালি অঙ্গ বৰ, বালাদেশ ঘারীন কৰ'— রঞ্জ গৱম কৰা সব মোগান। পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও-টেলিভিশনসহ পুরো প্রশাসন তান বস্ববকুল নির্দেশে জাহে। বালাদেশ পাকিস্তান নামক দেশটিকে অস্তিত্ব তখন ক্যাট্টনমেট এলাকার চৌহদিতেই সীমাবদ্ধ। সামৰিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জন্মতার এই আলেকেবে সম্পূর্ণ হতে না পারলেও আমরা বাজালি অফিসার ও সাধারণ তৈমিলের চলমান যটনাপুরায় ঘাসা প্রভাবিত ও আলেকেবি হচ্ছিম। দেশের পরিষিক্তি নিয়ে কৰিব, হারন, আখতারের সঙে আরাই আলেকেবা কৰতাম। এই তিনজন অফিসারের দেশপ্রেম, দার্শনীয়বোধ ও কর্তৃব্যবিষ্ট আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। তাদেশ সহযোগিতা ও প্রয়োগ সংক্ষেপে মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে আমাকে। এছাড়া হাবিলদার বেজায়েত, শহীদ, মরিদ, ইউনুন, এইনুল এবং জওয়ানদের অনেকের সার্বক্ষণিক সতর্কতা

উত্তেবের দাবি রাখে। এসব এনসিও (নন-কমিশনড অফিসার) ও জওয়ানদের অনেকেই পরে বীরত্বের সঙে যুক্ত করে শহীদ হন। কৰিব, হারন, আখতারের সঙে কথাবার্তা বলে ছিৰে কৰলাম পক্ষিতানি কৰ্তৃপক্ষ অঞ্চল সমৰ্পণের নির্দেশ দিলো। আমরা সেটা মেনে নেবো না। বৰি বিদ্রোহ কৰে বেৰিয়ে পিয়ে জনগণের পক্ষে যুক্ত যোগ দেবো। বাংলাদেশের পক্ষে লড়বো। এর মধ্যে কুমিল্লা ক্যাট্টনমেট থেকে বৰি এলো, সেখানে চতুর্থ মেস্পল মেজিমেটেকে তাক কৰে বিভিন্ন অবস্থানে মেশিনগান, মার্টের ইত্যাদি বসানো হয়েছে। আমরা সবাই এ থবৰে উপিশ্ব হয়ে পড়লাম। দু'দিন প্রপৰ কুমিল্লা থেকে রেশন আমার জন্য এনসিওদের দেতো। এছাড়া সিএওএষ্ট থেকে ফিদে আসা কিংবা ছুটি শেষে যোগ দেয়া জওয়ান বা অফিসারদের কাছ থেকে বিভিন্ন খবৰ পাওয়া যেতো। মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজের অভ্যহাতেও এনসিওদের কুমিল্লা ক্যাট্টনমেটে পাঠাতাম। একদেরকে দিয়ে কুমিল্লা ক্যাট্টনমেটে বেস্পল মেজিমেটের সৰবর্তী সতর্ক ধাককে বলে পাঠালাম। সেন্ট্রি ডিউটি দ্বিতীয় কৰার প্রয়োগ দিলাম। পাকিস্তানিরা নির্দেশ দিলে অঞ্চল সমৰ্পণ ন কৰে তেমন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ এবং প্রয়োজনে যুক্ত কৰে ক্যাট্টনমেটে থেকে বেৰিয়ে যাওয়ার ওপরায় প্রয়ার্থ দিলাম।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

মার্টের ৭ তাৰিখে ক্যাট্টনমেটে ধাকা নিরাপদ নয় ভেবে আমার বাবা ও শুভুর কুমিল্লায় এসে আমার জী ও দু'ছেলেকে ঢাকা নিয়ে গোলেন। সেমিনই রেসকোপে এভিনাসি ভাষণ দিলেন বস্ববকুল। ৮ মার্চ রেডিওতে সেই ভাষণ অন্তর্ভুক্ত আমর। বস্ববকুল ভাষণ তানে এককাল থেকে অনেকটা নিষেকজি হয়ে পড়লাম। এভেনিন সলাপোর্মশ কৰে বিদ্রোহ কৰার জন্য মানসিক দিক থেকে একৰণমধ্যে প্রস্তুত হিলাম আমার। বস্ববকুল এই ভাষণ না দিলে হচ্ছে সেমিনই কিন্তু একটা কৰে বস্বতাম। কিন্তু মি সুনিসিটিভাতে সেৱকম কোনো নির্দেশ দিলেন না। মনে মনে তাঁৰ কাছ থেকে একটা আমেশ চাইহিলা আমরা। বস্ববকুল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি কথা বললেও তা একটি বিলখিত সংজ্ঞাদের আহান বলে মনে হলো আমাদের কাছে। আমি ভাৰতীয়া, পথমে অক্রমণ কৰতে পারলে ক্ষমতাপ্রতি অনেকটা এড়াতে পাৰতাম। এখন এৱাই হচ্ছে সে সুযোগটা দেবে। তাই ক'নিনেৰ উত্তেবেন্নায় টান টান আমরা ক'জন একটু খিমিয়েই পড়লাম। তবে বস্ববকুল সেই আহান, 'তোমাদের যা কিন্তু আমি তাই নিয়ে শক্তিৰ মোকাবিলা কৰতে হৈ এবং জীবনেৰ তারে রাজায়াটি যা যা আছে সবকিছি, আমি যদি হৃদয় নিবার নাও পারি, তোমৰা বৰ্ষ কৰে দেবে... এবাবেৰ সংখায় মুক্তিৰ সংখায়, এবাবেৰ সংখায় স্বাধীনতার সংখায়'— আমাদের মধ্যে আবাৰ দ্রুত উদীপন কিবিয়ে আনলো। পৰে ভেবে

দেখেছিলাম, তৎক্ষণির উদ্যোগের কথা না থাকলেও বন্দবন্ধুর সেই ভাবে যুক্তের ইঙ্গিত ও দিক-বিন্দেশনা তো ছিল। সবকিছু মিলিয়ে তখন একটা উদ্যোগের মধ্যে সময় কঠিতে লাগলো।

‘একদিন প্রথম লে, কর্মেল সালাউদ্দিন মুহাম্মদ মেজা [পরে (জৰু) কর্মেল] ঢাকা থেকে ত্রাক্ষণবাড়িয়া এসেন। তিনি ঢাকার আমির বিজুটি অফিসের সিং ছিলেন। ত্রাক্ষণবাড়িয়াতেই তার বাড়ি। একজন আশীরের মৃত্যু-স্মৰণদ পেয়ে এসেছিলেন তিনি। লে, কর্মেল রেজার সঙ্গে পরিষ্কার নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি জানেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটা আর্ম ইউনিট ঢাকায় আসছে। এসের দেখে খারাপ কিছু একটা ঘটার আশে করে বিছু অফিসের কর্মেল (জৰু) ওসমানীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিছু ওসমানী নাকি তাদের কথার তেমন একটা আমল দেন নি। যুদ্ধ করা কথা তখনো ভাবছিলেন না তিনি। এই পরিষ্কারিতে ঢাকায় বাঞ্ছিব অফিসাররা প্রাণ অনিষ্টভাবে ভুগছিলেন। লে, কর্মেল রেজা আমাদেরকে যুদ্ধে জন্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিলেন। একজনের আমাদের ক্লেনে, তোমার কোতে (Kote—সাধারণত যে যদ বা তৌমুনে অন্ত ও পোলাবারদ রাখা হয়) চলে, সেখি অন্তর্ভুক্ত কেনন আছে। তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দেখালাম। আমার কোম্পানির যাবানীর অন্ত ও পোলাবারদ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম ত্রাক্ষণবাড়িয়া। এমনকি যারা ছিলতে ছিল তাদের অঙ্গও বাদ দিই নি। লে, কর্মেল রেজা আমাদের অঙ্গের ও সতর্কতা দেখে নেশ খুশি হলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, তোমাদেরকে ইগ্রেডশন দেয়ার মতো কেউ নেই। ওসমানী সাহেব এধরেনেই করার হবে। কারো নিম্নের অপেক্ষায় বসে থেকে না। আমিরও সময়-সূচ্যোগ মতো তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবো। লে, কর্মেল রেজা সভাই ২৯ মার্চ অন্যুষ অবস্থাতেই ঢাকা থেকে হেঁটে ত্রাক্ষণবাড়িয়া চলে এসেছিলেন। হেঁটতে হেঁটতে তার পা জীবনেরকম ফুলে শিয়েছিল। সেই হিসাবের সংজ্ঞ পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এরপর কল্পাতা ঢাকা যান। মৃত্যুরের পুরো সময়টা তিনি সেখানেই ছিলেন। ওসমানীর সঙ্গে বাস্তিশো বিরোধ থাকায় লে, কর্মেল রেজাকে মৃত্যুরে অশ্রে নেয়া থেকে বিরত রাখা হয়। যুদ্ধবজনকভাবে তার মতো একজন অভিনারকে মৃত্যুকে সম্পর্ক নিছিল হয়ে থাকতে হয়। উদ্বোধ, সালাউদ্দিন রেজাই ছিলেন একমাত্র কর্মসূত লে, কর্মেল, যিনি নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধ যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৯ মার্চ ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় চলে এসেছিলেন।

১১ মার্চ কুমিল্লা থেকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আমাদের নির্দেশ দিলেন ৩১ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের ১৭তি ট্রাকের একটা কল্পতা (পোলাবারদ ও বেশনবাহী সামরিক যানের বহর) এসকর্ট করে সিলেট পৌছে দিতে। ব্যাটালিয়নটি তখন

হিল সিলেটের বাদিমনগরে। ইতিমধ্যেই পথে বেশ কয়েকবার ভানতার বাধার সংযুক্তি হতে হতে ট্রাক কনভেটি ত্রাক্ষণবাড়িয়া পৌছেছিল। শামসুল হক নামে চতুর্ব বেন্দেরের একজন নামের সুবেদার দশজন বাজালি জওয়ানকে সঙ্গে করে কনভেটি ত্রাক্ষণবাড়িয়া নিয়ে আসেন। তাদের সঙ্গে কিছু পশ্চিম পাকিস্তান সৈনান ছিল। কনভেটিতে ছিল তেলসহ বিভিন্ন রসদ। এতোগুলো ট্রাক নিরাপদে সিলেট পৌছে দেয়ার জন্য আমাকে দেয়া হলো মাঝ একটা প্লাট টেজন সৈনা। রাত্তায় ৫/৬ মাইল পরপরই সামনে বড়ে বড়ে গাছের ব্যারিকেড পড়তে লাগলো। বন্দবন্ধুর নিদেশে অনুযায়ী জাপান পারিস্তানিদের জন্য রসদ নিয়ে দেয়া দেবে না। আমি ও আমার সঙ্গী সৈন্যরা প্রতিটি ব্যারিকেডে অনেক কটো সংঘাত কমিটির সদস্য ও সাধারণ লোকদের বেঁকালীম যে, রসদ দিতে না পারলে আমাদের বিলি করে কোর্ট মার্শিল করা হবে। সময়সত্তা আমরা অবশ্যই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াব। আর কভার এমনিষ্টেই দীর্ঘপ্রতিত চলে, তার ওপর এতোগুলো ব্যারিকেডের কাবারে ১১০ মাইল রাজ্য অভিজ্ঞ করতে ২৩ মিন লেগে গোলো। ১৬ মার্চ সিলেট পৌছে নাম পর ঠোঁৰবার পর ৩১ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার আমরা। পৌছেবার পর ঠোঁৰবার পরে ৩১ পাঞ্জাবের কর্মসূতের সঙ্গে বন্দরে নিয়ে আসা জরু ধৰণৰাদ জানেন আমার। তারপর তাদের জাহানিতে থাকার এবং আমাদের অঙ্গশৰ্প আন্দের কোতে জয় দেয়ার প্রত্বার করবেন তিনি। কিছু পারিস্তানিদের মতোর বুরাতে পেক আমি তাতে রাজি হলো না। সিনিয়র এনসিওরা আমাকে বলেছিল, আমরা একটা ‘অ্যাপেলেনাল এরিয়া’ থেকে এসেছি, তাই আমরা নিজেদের অস্ত সিলেই একটা ছোটোখাটো অঙ্গাদের বালিন রাখবো। সিওকে আমার মতামত জানিয়ে দেয়া হলো। তিনি আর এ ব্যাপারে চাপাচাপি করবেন না। পরে মনে হয়ে, এ সব পরিভ্রান্তিরা বেশি জোরাজুরি করে নি এজন্য যে, ২৫ মার্চের ভুলাকভান্ডের পরিভ্রান্তি তাতে ক্ষয়িষ্ণু হতে পারতো।

তারা চার নি বাধ হয়ে আমরা এমন একটা কিছু করি, যাতে ২৫ মার্চের আগেই পরিষ্কার বলে যায়। যাই হোক, আমাকে বলা হলো, শিগগিরই আমার পরবর্তী অর্জন আসবে। Unofficially বলা হলো, সিলেটে বিভিন্ন চাবাগনে কর্মসূত অব্যাঙালি অফিসারদের পরিবারকে এসকর্ট করে নিয়াগদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। তাদের জড়া করতে সময় শাগবে এবং সে পর্যন্ত আমাদের ৩১ পাঞ্জাবের সঙ্গেই থাকতে হবে। প্রমিন (১৭ মার্চ) আমার প্রতি নি অর্জন আছে জানতে চাইলাম। কিছু কেউই কিছু বললো না। কুমিল্লার আমাদের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের সঙ্গেও আমাকে টেলিফোনে কথা বলাতে দেয়া হলো না। শেষে কুমিল্লা বাজালি এস এম (সুবেদার মেজা) ইন্ট্রস মিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো। তার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞ দলিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমার অধীনে একজন বিশ্বস্ত জেনিও ও জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার হিসেবে কুমিল্লা ও

জয়দেবপুরে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ইন্স মিয়াকে বললাম, ‘কিছু বুঝতে পারছেন ইন্স সাহেব? এরা আমাকে কোনো অঙ্গীরও দিচ্ছে না, যেতেও দিচ্ছে না...’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘স্যার, সবই বুঝছি। আগনি কিছু বলবেন না, আমি সিও সাহেবকে বলবো তিনি দেন আমাকে ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় নিয়ে আসেন।’ অধিনায়কের ওপর একজন সুন্দরো মেজর প্রচুর প্রতাব খালিয়ে থাকেন। চতুর্থ বেঙ্গলে অবস্থানকৃত অন্যান্য বাজ্রালি অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে ইন্স মিয়া আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সিওকে চাপ দিলেন। শেষ পর্যন্ত সিও করেন খিজিন হায়াত থান কুমিল্লা ত্রিপেক্ষ কমান্ডার বিপ্রিডিজার ইকৰার শর্মিন সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে ত্রাক্ষণবাড়িয়া ফিরে আসবার নির্দেশ দেন। ১৯ মার্চ আমরা ত্রাক্ষণবাড়িয়া ফিরে এলাম। চারদিকে তখন চাপ উঞ্জেন।

কুমিল্লা ক্যাটনমেটের অস্বাভাবিক ঘটনা

যুক্ত সোহাগের করতেই হবে এরকমই মনে হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের সংযোগ করে আসছিল। আর ক্রমশই বাড়াচ্ছিল উজেজন। ত্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে আমি সব সময় কুমিল্লা ক্যাটনমেটে অবস্থানকৃত থাকি বোক্সানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। সুন্দরো আবদুল ওহাব থবর অধিনায়কদের আমাকে বুর সাহায্য করতো। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম, মেশিনগান ও মৰ্টের তাক কাছাকাছি আমাদের ইউনিট লাইনে চারদিকে উঁচু পরিষ্কা বনন করতো। চিঠ্ঠোস করেন তারা বলতো, ট্রৈনিং-এর কাজ করা হচ্ছে। পুরো মার্চ মাস ধরেই কুমিল্লা ক্যাটনমেটে এবং সেনাবাহিনীর ঘটনা ঘটিত থাকে। আমাদের ইউনিট লাইনের চারদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও জেনিও, বিশেষ করে আঠিলালির বাহিনীর পোকজন সদ্বেষে ক্ষেত্রে অবস্থান করতো। কমান্ডারসহ ত্রিপেক্ষের অধিনায়ক অফিসার প্রায়ই অশ্রদ্ধাশীভাবে ইউনিট লাইন পরিদর্শনে আসতোন। ত্রিপেক্ষে কমান্ডার ও বাল্টালিয়ন কমান্ডার সাথেই একবার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যেন, মেটা খাতাবিক পরিষ্কারভাবে হতো না। এছাড়া চতুর্থ বেঙ্গল মেজিনেটের অফিসার ও জেনিওদের সঙ্গে ত্রিপেক্ষের অফিসার ও জেনিওদের প্রতিসিদ্ধি বিভিন্ন ধরনের বেলাধুলোর প্রতিমোগিতা হতো, খাতাবিক পরিষ্কারভাবে সাধারণত যোটা ঘটে থাকে হ্যাঁ মাসে একবার কি দুবার। এসময় খেলার মাঠে নিরাপত্তার জন্য অন্য সেরিয়েটের সশস্ত্র প্রোটেকশন পার্টি নিযুক্ত করা হয়। আরো আচর্যের বিষয়, আমাদেরকে ভারতের সঙ্গে সঙ্কূচিত যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছিল, অথচ সেই জরুরি পরিষ্কারভিত্তেও অস্বাভাবিকভাবে ছুটির ওপর কোনো কড়াকড়ি আরোপ করা হয় নি। বরং চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ও ত্রিপেক্ষ কমান্ডার জওহানদেরকে

বলেন, যে যার ইচ্ছেমতো ছুটি নিতে পারো। এদিকে ১৮/১৯ তারিখে আঠিলালির খেকে একজন বাজ্রালি সৈনিক এসে খবর দেয়, চতুর্থ বেঙ্গলের ইউনিট লাইনের ওপর সেনিন রাতে পাকিস্তানিরা হামলা করবে। একথা তখন চতুর্থ বেঙ্গলের বাজ্রালি সৈন্যদের কাস্টেন মাত্রামূলী এবং এজড্যুক্টে কাস্টেন গাফফারের উলোঁগে ও নির্দেশে অঙ্গাগার থেকে যার যাব অঙ্গ বেব করে হামলা মোকাবিলার অঙ্গুত্ব দেয়। কিছু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা আব হামলা করে নি। পরবর্তী চতুর্থ বেঙ্গলের সৈন্যদের অঞ্চ ফেরত দেয়ার সময় দিনা নির্মেশে অর্থ বেব করার জন্য তাদের কোনো জরুরদাই করতে হয় নি। সিও স্বাক্ষর এ ঘটনা জেনে তাদের কুমিল্লা বলেন।

একের পর এক ও ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় সন্দিহান হয়ে পড়ি আমি। সুন্দরো ওহাবকে সিয়ে কুমিল্লা কাঠিনমেটে বলে পঠাই সবাইকে সতর্ক থাকে। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে আমার ও সাদেক নেওয়াজের বেঙ্গলানি উত্তীর্ণ অঙ্গুত্ব ও পোলাবালুর ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় নিয়ে আসি। আমার আশঙ্কা ছিল, ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় আমাদের দুই কোম্পানি সৈন্যকে পাকিস্তানিরা অতক্রিয়ে হামলা চালিয়ে আজ্ঞ সমর্পণে বাধ্য করবে। এ আশঙ্কা থেকে সহজে আক্রমণ প্রতিক্রিয়ে করার অঙ্গুত্ব নিই আমি। পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিক্রিয়ে করার জন্য আমি ও সাদেক নেওয়াজের বেঙ্গলানির জেনিওদেরকে আস্তরাফুর চারদিকে পরিষ্কা হৌড়োর নির্দেশ দিই। কারণ ক্ষেত্রে করতে হচ্ছিল বুরুই সতর্কতার সঙ্গে। কারণ পঞ্জাবি অফিসার সাদেক জেনিওস করাতে আমাৰ পজিশনির ওপর সবসময় নজর রাখতো। প্রায়ই সে আমাকে জিপোস করতো। এই সব পরিষ্কা বনন, পজিশন নেয়ার উদ্দেশ্য কি। আমি উত্তোলিত, জওহানদের ডিপিং এবং পজিশন নেয়ার অনুমতি করাতেছি। এছাড়া বিশুজ্জল জনতার সম্ভাব্য হামলা থেকে সেনাসদস্য ও অর্গ-পোলাবালুর বক্তব্য অঙ্গুহাত দেখিয়েছিলাম। কুমিল্লার সঙ্গে আমাদের ত্রাক্ষণবাড়িয়া ক্যাপ্সের যোগাযোগে মাধ্যম ছিল একমাত্র টেলিফোন এবং একটি সিপাহাল সেট। সিপাহাল সেটটি অপারেট করতে পাকিস্তানিরা। অস্বাভাবিকভাবে এই সেট দিয়ে কুমিল্লা ত্রিপেক্ষে হেব কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো, যদিও কোম্পানি পর্যায়ে ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করারই নিয়ম ছিল। এসময় আমি বুর অবস্থার মধ্যে ছিলাম। সব সময় মনে হতো, কুমিল্লায় থেকে যাওয়া জনিন্দীর বাজালি অফিসাররা যদি সময়সত্ত্বে সঠিক সিজাপ্ট নিতে বার্ষ হয়, তাহলে হ্যাতো বাটালিয়নের অর্দেক অঞ্চ-পোলাবালুর এবং সেন্য হ্যাতো হবে।

এদিকে ২৩ মার্চ ঢাকায় জনি হাতু যুব কর্মীরা ঢাকা বিশ্বদ্যালুম ও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসংস্থ বিভিন্ন জাতীয় স্বাধীন বালোচিস্তের পতাকা উত্তোলন দেয়।

২৪ মার্চ বিকেলে ঢাকা থেকে আমার স্তৰী রাশিদা হোন করলো। কুশলান্দি বিনিময়ের পর রাশিদা বললো, ‘ঢাকার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে যুক্ত

অনিবার্য। যুক্ত তোমাদেরকে করতেই হবে। সময়মতো সিকান্ত নিতে তুল করো না।' আমি বলছিলাম, নিরৱ দেবাসীর পাশে তো আমাদের দীড়ভুটেই হবে। আমি সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছি। একজন গৃহবধু এই চেতনা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। রাশিদুর সঙ্গে এরপর বেশ কিছিদিন যোগাযোগ হয় নি। দেখা হয় একেবারে মের' ২০/২২ তারিখে ভারতের আগরতলায়।

খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎ এনিমে চতুর্থ দেঙ্গু রেজিমেন্টে নিরোগস্থ হয়ে যোজন খালেদ মোশাররফ (প্রবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং শহীদ) ২৫ মার্চ কুমিল্লা কার্যালয়েন্টে এলেন। এর আগে তিনি সাক্ষাৎ পদাতিক দ্বিগেত হেড কোয়ার্টারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদ দ্বিগেত মেজরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কর্তৃক ঘৃষ্টার মোচিতেই তাকে ঢাকা দেখে কুমিল্লা বন্দপ্রিয়া আমার সঙ্গে দেখায় মোশাররফের রঙেন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। খালেদ মোশাররফকে বলা হয়েছিল, শহরসেবণার সীমান্ত দিয়ে ভাবতীয় নকশালো সূর্য পাকিস্তানের ভূখণ্ডে চুক্কে পড়তে। তাদেরকে দমন করতে হবে। শহরসেবণার যাওয়ার পথে ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় আমার সঙ্গে খালেদ মোশাররফের দেখা হয়। কুমিল্লা মেটে শহরসেবণার যেতে হলে ত্রাক্ষণবাড়িয়া হয়েই যেতে হয়। গভীর রাতে ত্রাক্ষণবাড়িয়ার উপকাঠে এসে পৌছান খালেদ মোশাররফ। শহরের ওই অংশ তখন প্রায় ব্যারিকেত। ব্যারিকেত সরাতে সরাতে ধীর গতিতে এগতিলেন তিনি। কিন্তু শহরের নিয়াম পার্শ্বে কাছে সেতুটির সামৰণ ছাটা-জন্মতার প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হলো তাকে। সম্ভাব্য পরিসেবার নেতৃত্বে কর্মক হাজার লোক রাস্তায় তয়ে পড়ে জানায়, সামৰিক বাহিনী কেননো কনসভ যেতে দেয়া হবে না। তৎকালীন সাধেন মুকুল হাতি সাজ, আলী আজমসভ করয়েকেন আজ্ঞামী শীগ ও ছাতানোতা খালেদ মোশাররফকে বলেন, খালাদেশের অনেক জায়গায় পাকসেনারা আবার উলি চালিয়েছে এবং যিলিটারিয়ার চালাচ কেন্দ্ৰীয় নির্দেশে নিষিক করা হচ্ছে। তারা আরো বলেন, পাকিস্তানী দেঙ্গু রেজিমেন্টের সৈনাদেরকে উদ্দেশ্যমুলকভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে নিছে। নেতৃত্ব তাদেরকে যেতে নিতে তথ্যীকৃতি জানান।

ব্রহ্ম পেয়ে আমি ছেটানহুলে গেলাম। উপর্যুক্ত নেতৃত্ববন্ধ জনতাকে ব্যারিকেত সরিয়ে কেলাম জন্য দেবাকাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা কিছুভুটেই রাজি হলো না। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে। আমরা তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলাম, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাহাদুরদেশেরই রেজিমেন্ট। বাঙালির প্রয়োজনের সময় এই রেজিমেন্ট পিছিয়ে থাকবে না; কিন্তু এখন আমাদেরকে

বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বান্বিতা ব্যারিকেত উঠিয়ে নিতে সম্ভত হবেন। খালেদ মোশাররফকে আমাদের ক্যাপ্টেন নিয়ে এলাম। ক্যাপ্টেন তাঁর সঙ্গে দেশের পরিষিক্তি এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হলো। রাতেন যাবারের সময় মেজর খালেদ বলেন, পাকিস্তানীরা পার্সীমেন্ট বসতে দেন না, কিন্তু হতাহত করবে না। একটা গবহত্যা ঘটানোর পরিকল্পনা চলেন। আমাদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত ঘাকতে হবে। পিভিলিয়ানের বেশে পিআইএ-এর বিমানে করে মেশ কিছু পাকিস্তানি ব্যাটারিয়ান ঢাকা এনেছে তারা। এছাড়া জাহাজে করে অস্তশুরও আনা হচ্ছে। ড্রাকেডিন হচ্ছেই এবং তারে বাঙালি সৈনাদের মধ্যে ষষ্ঠচূর্ণ টীক্র প্রতিভিজ্ঞা দেখা দেবে। তাই তারা আগে বাঙালি সৈনাদেরকে নিরস্তু করে ফেলার চেতনার এই চেতনাটা বাহ্যাদেশে সেই সময়কার চাকরিক অনেক অফিসারের চেতনারেই অনুপস্থিতি হিসে। যার ফলে মুকিযুক্তের প্রথমপর্বে (২৫ মার্চ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত) সেনাবাহিনী চাকরিকর মতো ২৫ থেকে ৩০জন অফিসার সজিহাভাবে মুক্ত যোগদান করেন। প্রৱো মুকিযুক্তের পাকিস্তানের বেশে পিআইএ-এর বিমানে করে মেশ কিছু পাকিস্তানি ব্যাটারিয়ান ঢাকা এনেছে তারা। এছাড়া জাহাজে করে অস্তশুরও আনা হচ্ছে। ড্রাকেডিন হচ্ছেই এবং তারে বাঙালি সৈনাদের মধ্যে ষষ্ঠচূর্ণ টীক্র প্রতিভিজ্ঞা দেখা দেবে। তাই তারা আগে বাঙালি সৈনাদেরকে নিরস্তু করে ফেলার চেতনার এই চেতনাটা বাহ্যাদেশে সেই সময়কার চাকরিক অনেক অফিসারের চেতনারেই অনুপস্থিতি হিসে। যার ফলে মুকিযুক্তের প্রথমপর্বে (২৫ মার্চ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত) সেনাবাহিনী চাকরিকর মতো ২৫ থেকে ৩০জন অফিসার সজিহাভাবে মুক্ত যোগদান করেন। প্রৱো মুকিযুক্তের পাকিস্তানে কর্মশূলকাত বাঙালি অফিসার বলতে ছিলেন এঁরাই। তখন বেশির ভাগ বাঙালি অফিসারেই পেস্টিং ছিলে পশ্চিম পাকিস্তানে। যুক্ত চালাকে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বালেনে কর্মক এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছুটি বা বিভিন্ন উপলক্ষে এদেশে এসেছেন, আবার চলে গেছেন এখন অফিসারের মেট সব্বো সেতু শক্তে মতো হিসে। অর্ধাং সেতুশৈলো অফিসারেরই মুকিযুক্ত যোগ দেয়ার সুযোগ ছিলো। অর্ধ যুক্ত যোগ নিয়োজিতেন উচ্চিতে ২৫/১০ জানি। এদিয়ে অফিসারের তুলনায় সাধারণ সেনাদের চেতনারেই সহ্যাত্মী চেতনা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। এই চেতনা ও দুর্দন্তির অভাবেই বহু বাঙালি অফিসার অসহায়ভাবে বালি ও পূর্বপুরুষের পুরুষ কাজাটি হলো, তা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটা ব্যবহ্য করে গেলেন তিনি। খালেদ মোশাররফ আমাকে একটা বিশেষ ক্রিকেটের ঠিক করে দিয়ে বলেন, প্রয়োজন হলে এতে টিউনিং করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যোগাযোগের একটা উপায় পেয়ে আমি খালিকটা ভরসা পেলাম।

সিও এলেন ত্রাক্ষণবাড়িয়া

পরদিন, অর্ধাং ২৫ মার্চ সকায়া, কুমিল্লা থেকে নির্দেশ এলো, আরো লোক আসছে। তাদের ধাকা-ধাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু জনতায় না করা আসছে। রাত আটটার দিকে সিও কর্নেল মালিক খিজিত হ্যাত খান কুমিল্লায় অবস্থিত চতুর্থ দেঙ্গু রেজিমেন্টের বাকি কোম্পানিগুলো নিয়ে উপস্থিত হলোন। সিওর সঙ্গে এলো কাস্টেন মতিন

(পরে ব্রিগেডিয়ার অব.), ক্যাটেন গাফফার (পরে লে. কর্নেল অব.), লে. আমজাদ সাইদ (পাকিস্তানি অফিসার) ও ডা. লে. আবুল হোসেন (পরে ব্রিগেডিয়ার)। ডা. আবুল হোসেন এসেছিল আবত্তারের বললে টেক্সোলারি টিউটিচে আবত্তারের পেসিটিং অক্টোবর নিয়ে এসেছিল সে। আবত্তারের পেসিটিং হয়েছিল আজান কশিলের একটি স্টেশনে। সিও বললেন, যুক্ত আসন্ন বলে প্রিসেত কমাতুর তাকে কুমিলা থেকে চতুর্থ বেসের পায় স্ব সৈনাকে নিয়েই পাঠিল নিয়েছেন। ক্যাটেনমেস্টেট তাম রয়েছে শধু LOB (Left out of Battle) সেনা সদস্যরা, অর্ধাং বাক্স, অসম অভাসন্ন এম, কিংবা অনুষ্ঠ এবং পাহারায় নিয়োজিত অঙ্গসংখাক সৈন্য। গাব ১৩টা দিকে সিও আমাকে শহীবাজপুরে আমার অবস্থানে ঢেলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো রঙনা হয়ে গেলাম। ১২ মাইল দূরের গন্তব্যে পৌচ্ছাম রাত ভিন্নভাবে। তারপর তিতাস দৰ্মী পাতে খোঁজা টেক্সেট অবস্থান নিলাম আমরা। কিংবু সকাল ছাঁটাই (২৬ মার্চ) ব্রাক্ষণবাড়িয়া ফিরে যাওয়ার আদেশ এলো। কি আর করা। ঘট্টাখানেক পর আবার রওনা ক্রাক্ষণবাড়িয়া দিলে। আকর্ষ ব্যাপার কিছুমাত্র যেতেই সেখলাম রাস্তার ওপর পথে আছে বিশাল একটা গাছ। পড়ে আছে কেটে ফেলে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে আর কি। অথচ ঘটা তিনেক আগেও রাতা ছিল একেবারে পরিষ্কার। বুরতে পারলাম জনতা সেনাবাহিনীর গভৰ্ণেণ্ট করার জন্যই এ কাজ করেছে। পেটে জেনেভাইম পিচে মাঝে রাতে ঢাকার পরিচালিত হতায়কের ব্বর সেই রাতে পেয়েই বঙ্গবন্ধুর নিম্নোক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনতা শেষ রাতের দিকে কয়েক ঘট্টার মধ্যে অনেকগুলো ব্যারিকেড তৈরি করে। যাই হোক, জওয়ানরা গাড়ি থেকে নেমে গাছ কেটে রাতা থেকে সরানোর পর আবার যাতা শুরু করলাম। কিছু কিছুতুর যেতে-না-যেতেই আবার ব্যারিকেড। ১২ মাইল পথে অন্তত কুড়ি জায়গায় এবত্তম ব্যারিকেড সরিয়ে এগেলো। রাতা একদম ফাঁকা। কেনো লোকজনের দেখা পাইলাম না। ব্যারিকেডের কাছে ১২ মাইল রাতা পেরোতে ঘটা তিনেক লেপে গেলো। দশটির সিকে কাম্পে পৌছে সেখলাম সাদেক নওয়াজ, ক্যাটেন গাফফার, সেক্ষেন্ট্যান্ট আমজাদ, সেক্ষেন্ট্যান্ট আবত্তার, হাবন এন্ডেরেক নিয়ে সিও এবং আছেন। আমার সঙ্গে ছিল সেকেত লেফটেন্যান্ট করিব। সিও এবং অন্যদেরকে বেশ গভীর দেখাচ্ছিলো। সিও আমাকে জানালেন, মেশে সামাবর আইন জারি করা হয়েছে। ক্যাটেন মহিনের কোম্পানিকে ব্রাক্ষণবাড়িয়া শহরে পাঠানো হয়েছে সাক্ষ আইন কার্যকর করার জন্য। তিনি আমাকে তথ্য পুলিশ লাইনে নিয়ে পুলিশদের নিরপেক্ষ করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাকে বললাম, পুলিশদের নিরপেক্ষ করতে পেলে অবেক্ষণ সেলাগুলি, রক্তপাত হবে। সিও অবশ্য ওখমাটায় চেয়েছিলেন সাদেক নওয়াজ নিয়ে ধ্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে

পুলিশদের নিরপেক্ষ করক। বর্তপাত এডানোর জন্য আমি সিও-কে পরাদিন নিয়ে নিয়ে পুলিশের কাছ থেকে অন্ত নিয়ে আসার মিথ্যে প্রতিশ্রূতি দিলাম। আমার কথায় তখনকার মতো নিবৃত্ত হলেন তিনি।

যুদ্ধের পূর্বীভাস

দুপুরের দিকে সিগনাল জেসিও নামের সুবেদার জহির তার ওয়ারলেস সেট রায়গঞ্জ ক্যানিং করার সময় কিংবু অর্ধপূর্ব ম্যালেজ ইন্টারসেন্ট করে। ম্যালেজগুলোকে কুরতুশুর মধ্যে উন্মুক্ত ও ইংরেজিতে কথাবার্তাগুলো ছিল এরকম—আজো ট্যাঙ্ক আমুনিশন দরকার... হেলিকপ্টার পাঠানোর ব্যবস্থা কর। আমাদের অনেক ক্যাম্যুলেট হচ্ছে... EBRC-এ (East Bengal Regimental Centre) অর্ধেক সৈন্য আরোহণ অথবা অন্ত ছাড়া বেরিয়ে গেছে ইত্যাদি। বেশ চিহ্নিত হয়ে পড়লাম। যুক্ত বিং তাহলে তুরু হয়ে গেলো! হাফন, ক্যাপ্টেন অব আবত্তারে নিয়ে পরিষ্কৃতি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করাতে বসনাম। ম্যালেজগুলো পেয়ে ওরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। পরিষ্কৃতি মে ও ওর্তর, সে নিয়মে সহায় একজন হলো। বিশ্ব জেসিও, এনসিওদের সঙে কথাবার্তা বলে তাদের মনোভাব সোবার ছেটা করলাম। দেবলাম আমাদের চেয়ে তারা এক ধীর এগিয়ো। জেসিও-এনসিওরা জানালো, তারা পুরোপুরি অস্তুত রয়েছে, ফেব্রু আদেশের অপেক্ষ। একটি আশ্বিন হলো। বিকেন্দ্র পাঁচটা নাগাদ দেখাতে ফেলাম শুভ স্বত লোক ঢাকার দিক থেকে পালিয়ে আসছে। নারী-পুরুষের আর শিল্পদের ঐসব দলকে জনস্তুত বলেছেই বোধহীন দৃশ্যাদির সাথিক ব্যর্ণনা দেয়া হয়। তাদের মুখ্য আতঙ্ক, অনিষ্টয়তা আর পথশুরুর ছাপ। কেউ আসবে পোর্টের্হার্ট হয়ে, অনেকে আসবে ঢাকা-ব্রাক্ষণবাড়িয়া মের লাইন ধরে ঝোঁক হাঁটাপথে। পালিয়ে আসা লোকগুলোর সঙ্গে আপে কথা বলার চেষ্টা করলাম। আর্মির পোশাক দেখে অনেকেই ভয়ে রাতা হেচে মাঠ নিয়ে হাঁটা শুরু করলো। আমার বাহ্যিক ক্ষম বলছি দেখে সাহস করে যে দু’একজন এলো, তাদের কাছ থেকে জানলাম, ঢাকার পতকাল অর্ধে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পারিবাসুনি আর্মি সামাবর মানুষের ওপর টাক্সিহ ভাবি অঙ্গশূণ্য নিয়ে হামলা করেছে। বছ লোক মারা গেছে। কথা বলার মতো মানসিক অস্থা ও অনেকের ছিল না। তারা শধু বলাইশ, আগন... তালি... ঢাকা শেখ... লাখ লাখ লোক মারা গেছে— এই রকম অসহায় কথা। এগুলোর আর সিকান নেয়ার পালা। জওয়ানদের মনোভাব এবং মধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল।

সকার দিকে জহিরের সিগনাল সেট নিয়ে শহস্রেনগরের মেজর আলেদ মোশাররফের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ঢাকাইয়া বাহ্যিক ইন্টারসেন্টে

মেসেজগুলো তনিয়ে তার মতামত জানতে চাইলাম। বললাম, পুরো ব্যাটালিয়ন এখন ত্রাক্ষণবাড়িয়ায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার শিকার হয়ে বোকজন যে ঢাকা থেকে পাঞ্জিয়ে আসছে তাও জানলাম। খালেদ মোশাররফকে বললাম আমরা তৈরি। তাকে তাড়াতাড়ি কোশ্পানি নিয়ে ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় আসার অনুরোধ করলাম। আমাদের কথাপকথনের সময় সামের নেওয়াজ, আমজাদ এবং সিও পিভিজির হায়াত বান খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন বলে বেশি কথা বলা সম্ভব হয় নি। খালেদ মোশাররফ শমসেরগুর থেকে বেশি কথা বলেন নি। সব তনে তিনি একটি মাঝে বললেন, ‘আমি রাসেনে অপেক্ষা আছি।’ মেরে খালেদের এই একটি কথা থেকেই সুবে নিয়াম কি বলতে চাইলেন তিনি। বুরুলাম, তিনি বিদ্রোহে চূড়ান্ত সিঙ্গাত নিয়ে দেলেছেন এবং আজ রাতেই ত্রাক্ষণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। ২৭ মার্চ বেলা তিনটা নামাস তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ হয় নি। শমসেরগুর যাওয়ার পর তাঁর withdrawal route অর্থাৎ পশ্চাত্পদন্তগুরে রাতা পাকিস্তানিয়া ৩১ পাঞ্জাব-এর এক কোশ্পানি সৈন্য দিয়ে বৰু করে রেখেছিল। তাই তিনি চা বাগানের ভেতর দিয়ে বিবরণ রাতা ধরে পরদিন অর্ধেৎ ২৭ মার্চ বেলা প্রায় তিনটার সিকে ত্রাক্ষণবাড়িয়া এসে পৌছান।

অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে উভেজনা

খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই জুনিয়র অফিসারেরা দ্রুত কিছু একটা সিঙ্গাত নেয়ার জন্য আমাদে চাপ দিচ্ছিল। সকার ইয়ার্টিয়া খালের বেতার সাথে খনে তারা আমার উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তঙ্গুনি অন্ত তুলে নেয়ার নির্দেশনাদের জন্য তারা আমাকে পিড়াপিড়ি করতে থাকে। আমি ব্যাটালিয়নের অন্য কয়েকজন ঘূর্ণত্বপূর্ণ জুনিয়র অফিসারের চূড়ান্ত মতামতের অপেক্ষ করছিলাম। কারণ সিঙ্গাত এহেল সামান্য ভুল কিংবা সিঙ্গাত সময়গুলোয়ের না হলে সব পত হয়ে যাবে এবং অর্জনেরীয়তাবে সোকফয় ঘটবে। বিধিবিত্ত একজন অফিসার ও জোষ্ট একজন জেসিওকে সিঙ্গাত নেয়ার জন্য সারারাত সময় নিলাম।

সকার একটু পর আমার কোশ্পানি সৈন্যদের দেখতে টেক্টে পেলাম। সামে বন্দির, আখতার, হারান ছাড়াও বেলায়েত, শহীদ, মুনীর, ইউসুফ, মইনুলসহ কয়েকজন বিশ্বিত এনসিএ। প্রিভেট অর্মিনের অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্ব ছিল। তাই সৈন্যরা কেউ অফিসারদের কাছে খোলামেলাভাবে মনের কথা বলতো না। যাই হোক, সৈন্যরা এই সময় বলে তাস খেলছিল। আমাকে দেখে তারা উঠে দাঁড়ালো। একজন আমার কাছে এসে বললো, ‘সার, বালামেলে মে কি হইতাছে তাতো জানে।

আমরাও সব বুঝি, জানি এবং বেয়াল রাখি। সময়মতো ডিসিশন দিয়া দিয়েন, না দিয়ে আমগোরে পাইছেন না। যার যার অন্ত নিয়া যামুণা।’ জওয়ানরা ও আমাদের মতো করে ভাবছে দেখে গর্বিত ও আশাপূর্বক হলাম আমি। বিস্তু কোনো মন্তব্য না করে দেবল পিঠ চাপতে দিয়ে আশ্বিত করতে চাইলাম তাকে। এভোক্ষণে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম, আরা আমাদের ইঙ্গিতের অপেক্ষার রয়েছে মাত। জাতির দুর্ভুলি, সামরিক অফিসারদের সবাই এদের মতো চেনা, সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন হচ্ছেন না, তাই সঠিক সময়ে সিঙ্গাত নিতে পারেন নি। সব হচ্ছে পক্ষে মত্ত পথেকে মত্ত ৪ থেকে ৫শ সৈন্য দিয়ে চট্টগ্রামে বিভিন্ন পথের অন্তর্ভুক্তি আমাদের দুই হাজার যোদ্ধাকে কাবু করা সহজ হচ্ছে মাত। এবং যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে না। চট্টগ্রাম মুক্তাগাঁও হিসেবে আমাদের অধিকারে থাকলে বর্ধিতিতের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার সময় প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারতো। তবু শুভপুর (কৈনী)-শীতাকুকুর এলাকাটি দখলে নাথতে পারলে এর দপ্তিপথে পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বতী চট্টগ্রাম জুড়ে বিশ্বিত মুক্তাগাঁও প্রতিষ্ঠা করা যেতো। চীভীয় ও চূর্ণ বেঙ্গল এবং তিনটি আধিশিক ব্যাটালিয়নের (গ্রাম, তৃতীয় ও অঞ্চল) সহায়তায় এটা করা অসম্ভব হিল না। আর তাহলে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনের জন্য কোনো একটি গ্রান্টের ওপর আমাদের নির্ভুল পেটো।

রাতে আমার কয়েকজন টেক্টের সামনে ক্যাপ্স চেয়ারে বসে আছি। এমন সময় দেখলাম, সিও পিভিজির হায়াত এবং এম ইন্টিস মিয়া আরো কয়েকজন জেসিওকে নিয়ে সৈন্যদের টেক্টের কাছাকাছি মোরায়ার করছেন। সৈন্যদের টেক্ট হিল আমদের থেকে খালিকটা দূরে। সিও-র গভীরিতি দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাপারটা আমার কাছে সুবিধের মনে ইচ্ছিল না। এসময় এনসিএ দেলায়েত, শহীদ, মুনীর আমাকে বললো, ‘সার আজ রাতে আমরা আশপাশের টেক্ট পাহারা দেবো। পাখারিদের মতিষ্ঠাত ভালো না। রাতে কোনো পাঞ্জাবি অফিসার অন্ত হাতে কাছে এলে সোজা ভলি ঢাপাবো।’

সে রাতে জনা দশক এন্সিও এবং জওয়ান পালা করে আমার টেক্ট পাহারা দেয়, যদিও হাবিলদাররা কখনো পাহারা দেয় না, সেটা সিপাইদের কাজ। বিস্তু আমি ওদেরকে বাবুর করতে পারলাম না। মেরে সামের নেওয়াজ এবং লে. আমজাদের সামারাত আমার তাঁবুর ১০০/১৫০ গজ দূর থেকে আমার ওপর নজর রাখে। পাঞ্জাবি অফিসার দুজন সামারাত জেলে ছিল।

চিন্তিকৃত মন নিয়েই গভীর রাতে কোনো একসময় ঘুমিয়ে পড়ি। শেষ রাতের নিকে একটা ফোন এলো। কোম্পানিগঞ্জ পিসিও থেকে একজন অপারেটর আমাদের এখানকাজ সিলিন্যর বাজলি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে

চাইছিল। আমি ফেন ধরলে সে বললো, 'স্যার, আমি একজন সামান্য সরকারি কর্মচারী। একটা খবর দেয়া অতি জরুরি মনে করে এতে ফেন করে আপনার ঘূমে বায়াত ঘটলাম। একটু আগে পাক আর্মির ১২টা ট্রাক ত্রাখানবাড়িয়ার দিকে রওনা হয়েছে। মিনিট পাঁচটা আগে তারা কোম্পনিগঞ্জ ভাগ করেছে।' দুর্বাতে পরলাম, পাকিস্তানিরা পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে অন্ত সমর্পণ করাতে আসছে।

অবশ্যে বিদ্রোহ

২৭ মার্চ তের হতেই সিও খবর পাঠালেন, তার অফিসে সকাল নটায় অফিসারদের মিটিং হবে। অবশ্য এরি মধ্যে চরম সিক্ষান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি। সোয়া সাতভায় অফিসার দিকে রওনা হলাম। সদ্বে কবির ও হারন এবং বেলাতে, শহীদ, মুনিরসহ কয়েকজন জওয়ান। সবাই সরাগ। আমাদের বের হতে দেখেই আন জওয়ানদের আয়ুনিদের বাপ্ত খুলে যার যার অন্ত লোড করা উক্ত করলো। অফিসার মেলে দিয়ে সিও, সাদেক নওগাঁজা, আমজাদ, গাফফুর, আখতার আর আবুল হোসেনকে দেখলাম। আমরা নাশ্তার টেবিলে বসলাম। ওয়েটার অর্ডার নিতে এলো। সিও নাশ্তা করিছিলেন। তার পাশে বসা আমজাদ আর সাদেকের খাওয়া শেষ। খেতে খেতে সাদেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন সিও। একটু দূরে সোফার বো আখতার আর আবুল হোসেন। এখন সময় একটা জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রে এসে সিওকে বললো, সাদেক নওগাঁজের কোম্পনিতে একটা সমস্যা হয়েছে, তাকে এক্ষনি সেখানে যেতে হবে। কথাটা শোনা মাঝ সিও তার সঙ্গে যেতে উদ্বিগ্ন হলেন। আমজাদ আর সাদেক উঠে দাঁড়ালো। আমার সঙ্গেই হলো, সিওকে সরিয়ে নিয়ে বিদ্রোহ বালাল করার প্রচেষ্টা। করা হচ্ছে না তো? দ্রুত উঠে সিওকে বাধা দিলাম আমি। বললাম, পরিস্থিতি ন জেনে এভাবে যাওয়া থিক হবে না, আগে সবাই অফিসে থাই। তারপর কথাবাৰ্তা বলে কোম্পনিতে যাওয়া যাবে। তাছাড়া কোম্পনি কমান্ডার হিসেবে সাদেক নওগাঁজ আছে, আমি আছি। তাই তার এতো ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সিও আমার কথা মেনে নিলেন। সাদেক নওগাঁজ তখন তার স্টেনগান্টটা আনে জনা রাখে যেতে চাইলো। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, চাইলে আমার স্টেনগান্টটা নিতে পারে নে। এতে আশ্চর্ষ হলো সাদেক। এরি আগে এক ফাঁকে আখতারকে সাদেকের রাখ্যে পাঠিয়েছিলাম তার স্টেনগান্টটা সরিয়ে রাখার জন। এখন সাদেক তার ঘরে পেলে আখতার ধরা পাবে যাবে। তাই কোশলে টেকলাম ওকে। আখতার সাদেকের ঘরে পিয়ে আটটা ম্যাগাজিনসহ তার স্টেনটা নিয়ে নেয়। আমি সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম না। পাক কনভ্যু আসার খবর তো পেরেছিলামই, তাছাড়া এখনকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উৎঙ্গ হয়ে উঠেছিল (পরে জেনেছিলাম,

সকালের দিকে পাক কনভ্যু ত্রাখানবাড়িয়া শহরের মাইল দূরেরে মধ্যে পৌছানোর পর সন্তুষ্ট অমাদের বিদ্রোহের খবর পেয়ে যায়)। যাই হোক, সবাইকে নিয়ে অফিসে দেলাম। অফিসটা হিস একটা তাঁবুতে। পাকিস্তানি অফিসার তিনজন তাঁবুতে তুকে ঢেয়ারে বসা মাঝই সশস্ত কবিতের আর হারন দুপাশে দাঁড়ালো এবং আমি সিও ও অন্য দুজনকে বললাম, "You have declared war against the unarmed people of our country. You have perpetrated genocide on our people. Under the circumstances, we owe our allegiance to the people of Bangladesh and the elected representatives of the people. You all are under arrest. Your personal safety is my responsibility. Please do not try to influence others."

বিদ্রোহ ঘটে গেলো। এতেক্ষণে একরকম শিল পতন নীরবতা। ইঠাং বেলাল ওয়াপার তিনজনা কোর্টোর থেকে পাজাম-পাঞ্জাবি পরা এক বৃক্ষ হাতে সেনালা বস্তু নিয়ে 'জয় বালা' বলে ঢিক্কের আর ফাঁকা গুলি করতে করতে ক্যাম্পের নিম্নে ছুটে আসছে। খুলির আওড়াজ আর 'জয় বালা' অনেই যেন সবার মধ্যে সংবিহ হিসেবে এলো। ক্যাম্পে স্থায়ী বালাদেশের পতাকা উত্তরে দিলেন জওয়ানর। সামরিক বাহিনীর কাঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে পতাকার উত্তরে দিলেন জওয়ানর। সামরিক আর মাধ্যমে সেটা কখন আর কোথাকোথেই বলে প্রকাশটা পেলো, তবে আমর মাধ্যমে সেটা কুকুরে না। বলিয়ে পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে সিও-র টেকে কঠোর পাহারায় যেতে বাইরে আসতেই আমাকে সেখানে জওয়ানরা 'জয় বালা' বেগান সিলে উঠলো। একসঙ্গে পাচ-চারশ' জওয়ানের মুখে 'জয় বালা' মোগান তনে সারা দেহ জোরাবেশ হয়ে উঠলো আমার। কয়েকজন উত্তাপে সহানে ফাঁকা গুলি ছুটে যাইছিল। আমি ঢিক্কের করে বললাম, কেউ যেন এখন একটা গুলি ও বাজে খবর না করে। বলতে গেলে গালিগালাজ করেই জওয়ানদের মধ্যে শুঙ্খল চিরিয়ে আনলাম। সামরিকভাবে ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের মধ্যে এক্ষণ্ট এহেথে করলাম আমি।

গুলির আওড়াজ আর 'জয় বালা' কখনি তনে করেক মিনিটের মধ্যেই শব্দের এবং আশ্পালের গ্রামগুলো থেকে পিল পিল করে অস্বৰ্য লোক এসে হাজির হলো ক্যাম্পে। অনেকেই হাতে বরুম, মাছ মারা কোট এইসব দেশী অন্ত। এখন কি বাকুকটা যন্তে-পঁজা তালোয়ারও দেখলাম। জনতা তথ্য পাকিস্তানি অফিসারদের জার। তাই উন্নত লোকদের হাতে পড়লে পাকিস্তানি অফিসারদের অবহু কি দাঁড়াবে সেটা সহজেই অনুমেয়। কথা নিয়েছি, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার, তাই উত্তেজিত লোকজনকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত করলাম। পাঞ্জাবি পরা বৃক্ষটি পাকিস্তানিদের হত্যা করার জন্য বন্দুক নিয়ে তেক্ষণে আসছিলেন। তাকে আমি স্টেনগান্টের বোঁচ নিয়ে ঠেকলাম। সবাইকে বললাম,

এরা POW অর্থাৎ Prisoner of War। সুতরাং এদেরকে হত্যা করা যাবে না। আমরা এদের প্রতি জেনেভা কনভেনশন অন্যায়ী আচরণ করতে বাধ্য। তারপর প্রেটেকশনের জন্য বন্দি পারিস্তানি অফিসার তিনজনকে আব্দতারের তদ্বারাধানে স্থানীয় খানা দাঙ্গতে পাঠিয়ে দিলাম। আব্দতার সিয়ে নিআই-কে বলে, 'এদের নিরাপত্তা দায়িত্ব আপনার। মেজর শাফায়াত বাবুলেন, বন্দিদের কোনো স্বত্ত্ব হলে আপনার রূপ নেই।' এর আগে কয়েকশ' সৈন্যের কঠে 'জয় বাহন।' সেগুল তখন কয়েকজন পারিস্তানি সৈন্য ও বিহারি পাঠিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিছুবুর যেতেই তারা জনতাৰ হাতে ধৰে পড়ে নিহত হয়।

বিদ্রোহে প্রাথমিক উত্তেজনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে এলে জওয়ানদের আশেপাশের প্রায়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থান নিয়ে নির্বেশ দিলাম। কাৰণ পারিস্তানি বাহিনী বিমান খালা চালাতে পারে। একজন অফিসারকে একদল জওয়ানদেহ কুমিল্লা দিক থেকে আপনাদের আক্রমণ ঢেকানোৰ দন্ত শহুরের দক্ষিণে আভোরসন খালো পাশে অবস্থান নিয়ে পাঠাইলো। এসে পৌছুলে আমি চতুর্থ বেঙ্গল গোজাইমেটের দায়িত্ব তাঁৰ হাতে অর্পণ কৰলাম।

খালেদ মোশারবেকের মিটিং
খালেদ মোশারবেক এসেই ঘোষণা কৰেছিলেন, বিকেল সাড়ে তিনটায় রেল্ট হাউসে অফিসার আৰ জেনেভার এক মিটিং হবে। বৰোৱা ধাৰণা ছিল, খালেদ মোশারবেক মিটিং সেনার পৰষ্ঠি কুমিল্লা বা চাকার উত্তেজনা মার্ট তুক হবে। সবৰ মধ্যে একজন উত্তেজনা জীবনে সমীকৃত শুল্কলব্ধ অঞ্চ সময়ের বাবধানে ঘটিছ এই বিয়াট পরিবৰ্তনে কয়েকজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কাৰো গায়ে নিয়েছেই প্ৰেল জুন উটে যায়। একজন সুবেদারতো উত্তেজনাৰ অজ্ঞান হয়ে গেলো। একজন জেসিও দেশন কথাৰতী বলতো না, কিন্তু বিদ্রোহেৰ পৰ তাৰ মুখ ধোকে কৰাব তুবাঢ়ি ছুটেতে লাগলো। অনবৰত 'স্যার, আমাদে এই কৰতে হবে, সেই কৰতে হবে'— এসৰ বলে যাইছিল। আমি নিজেও একটু অহিং হয়ে পড়েছিলাম। সভাকক্ষ উপহৃত সবাই পুৰো বাটুল ছেলে সজিত। হেল্মেটা পৰ্যন্ত ঠিকঠাক ধূতনিৰ কানা স্ট্যাপ দিয়ে আটকানো। কিন্তু মিটিংয়ে সবার উত্তেজনাৰ গমনগনে আগন্তে ঠাঠা পানি দেলে দিলেন খালেদ মোশারবেক। প্রথমে তিনি বিদ্রোহ কৰে দেবিয়ে আসার লায় সবৰ তাৰিক কৰলেন। তাৰপৰ বলদেল, প্রাথমিক ৪৮ ঘণ্টা পৰ হয়ে যাওয়ায় পারিস্তানি অৰ্থি এখন পুরোপুরি সংগঠিত হয়ে গেছে। স্ট্যাটোজিন পদেন্টেলো এৰি মধ্যে এন্দৰ দখলে চলে গেছে। এখন আমাৰ আক্রমণ কৰলো কিন্তু পারিস্তানি সৈন্য মৰা গোলে মুক্ত হোতা যাবে না। আমাদেৰ সোক ও অক্ষুবল পুৰুই সীমিত। আপত্ত এৰ বেশি

সাপ্লাই পাওয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা ও নেই—চাকা, কুমিল্লা বা চট্টগ্রামেৰ ব্বৰুও আমাৰ সামিক জৰি না। আমাদেৰ এখনকাৰ খৰে পারিস্তানি আৰ্টিকলিং নিষ্পত্তি হৈছে। কাজেই শিগ্নিৰই এখনে এয়াৰ আৰ্টিকল হবে। আমাদেৰ এখন একটাৰ কৰাৰ আছে, তা হলো সামাজিক উইগেল্যাল এবং বনসোলিডেশন। খালেদেৰ কথা অনে প্ৰায় সবাৰ মনেই বিশ্বাসৱ অঢ় বয়ে গোলো। সুজৰে জন সকলে গ্ৰহণ আৰু আপনাদেৰ ভূজ হৈবে না। একজন জেসিও উটে কিছু বলাৰ অনুমতি চেয়ে নিয়ে উত্তেজিতভাৱে বললো, 'সার, পারিস্তানি আমাদেৰ ওপৰ এই জৰুৰ চালাইছে, মা-বোনদেৰ ইজত মারিব।' আমাৰ ওপৰ আৰ্টিকল কৰতে চাই—। অনেকেই তাৰ এ কথা সহৃদৰ কৰলো।

খালেদ মোশারবেক অবিলিত কঠে বললো, 'সুবেদার সাহেব, আপনাৰ জীবনটা এখন দেশেৰ জন্য দৃঢ়ৰাবণ, আপনি চাইলৈ মৰা যেতে পাবেন, কিন্তু তাৰপৰ দেশেৰ কি হৰে? অৰ্থাৎ আপনি বেঁচে থাকলে আৱো দশটা জওয়ান তৈৰি হৈব।' খালেদ মোশারবেক আৱো বললো, 'পারিস্তানিৰা যে বিভূতাপ কৰেছে, তাৰে এখন চাকাৰ উত্তেজনা মার্ট কৰা হবে আৰাহতো পাবিল।' আমাদেৰকে এখন একটা অক্ষণ মুক্ত রাখতে হবে। লোকবন্দ বৰ্জি, প্ৰশিকণ এবং অঞ্চ সঞ্চাহেৰ মাধ্যমে শক্তি বৃক্ষি কৰতে হবে। আপত্ত পেৰিলা ওয়াৰফোর্সেৰ মাধ্যমে শক্তিৰ ক্ষয়জ্ঞালিটি ঘটাবেনোই হবে আমাদেৰ লক্ষ্য।' এব মধ্যে ভাৰতেৰ সদে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰতে হবে। ট্ৰেনিংয়েৰ জন্য সিলেক্টেৰ সীমাত্ত অঞ্চল জৰুৰি ও দেখে এসেছি আমি।' খালিকটা হতোন্ম হলেও মেজৱ খালেদেৰ কথাৰ মুক্তি থাকায় তা মেনে নিলাম। অন্যৱাও আৱ উচ্চবাচা কৰলো না।

নেতৃত্বেৰ সঙ্গে যোগাযোগ
বিকেলেৰ দিকে প্ৰাক্ষণবাটীয়াৰ এসডিও বিশিষ্ট মুভিয়াজ্বাৰ কাণ্ডী রকিবউল্লিম আহমেদ এবং এসডিপি ও আমাৰ সঙ্গে দেখা কৰে সৰ্বাধৰক সহযোগিতাৰ আৰম্ভণ দিলোন। তাৰ কিছুক্ষণ পৰ এসেছিলেন স্থানীয় আওয়ায়া লীগ নেতা আলী আজম, লুহুল হাই সাচ্চ, মাহবুব রহমান, হৃষুন কৰীৰ, জাহানীৰ গুমান প্ৰমুখ। তাৰাও আমাদেৰ সৰৱকম সহযোগিতাৰ আৰুৱাস দিলোন। তাৱা সেনাবাহিনী ও বার্জিনেতিক নেতৃত্বেৰ মধ্যে যোগাযোগ রাখাৰ অযোৱীযোগতাৰ কথা বললোন। আমাৰও এ ব্যাপারে একমত হলাম।

মিটিংয়েৰ পৰ কিছু ট্ৰিপু চলে যায় আৰগণ্ঞ ত্ৰিজে অবস্থান নিতে। খালেদ মোশারবেকে আলচা কোম্পানি দিয়ে সেকেত লেফটেন্যান্ট মাহবুবকে পাঠানো হলো শায়েতাগঞ্জে। মাহবুব বোয়াই ত্ৰিজেৰ দু'পাশে অবস্থান নেয়।

বিদ্রোহের খবর প্রাচার

সিংহর উপস্থিতিতে টুআইসি'র (2nd in Command) নিমিট্ট কোনো দায়িত্ব থাকে না। এখন থেকে আমরা মূল কাজ হলো বিভিন্ন জায়গায় মোতাবেদেন করা ট্র্যাফিসের ডাক্তারিক এবং সমর্থন সাধন করা। ২-৭ মার্ট লিলেন থেকেই পুলিশ ও তিতাস গ্যাস অফিসের ওয়্যারলেন্স এবং টেলিমেডিন অফিসের অপারেটরদের সহায়তায় সারাদেশে ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় চতুর্থ বেঙ্গলে বিদ্রোহ করার খবর ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতে লাগলো। আমরা ত্রাক্ষণবাড়িয়াকে মুক্তাফল মোহুণ করে সবাইকে এখনে আমরার আহমদ জানলাম। বললাম, আন্ত কেউ বিদ্রোহ করে থাকলে দেন যোগাযোগ করে। ছানার পুলিশ, ইপিআর, এসডিও, এসডিও এবং টেলিমেডিন অপারেটররা এই মেসেজ প্রচারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। সক্ষ্যা নাগদান এলাকা থেকে সরে পিয়ে শহরের উভয়দিকে একটি গাছপালা-শেরা জায়গায় অবস্থান নিলাম আমরা। পাশেই ছিল একটি প্রাইমারি স্কুল। আমদের সঙ্গে তখন একটা রাইফেল কোম্পানি, একটা হেড কোয়ার্টার কোম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার। এখন থেকে পুরোপুরি মুক্তাবছুয়া চলে গেলাম আমরা। বিমান আক্রমণের ত্বর্য ত্বর্য খাটিয়ে থাকা যাবে না। ট্রেক ও বাকাদে অবস্থান নিয়েই রাত কাটাতে হবে। সে রাতে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘট্টো না।

শুরু হলো প্রতিরোধ যুদ্ধ

ক্যাট্টেন আইনউনিদের আগমন

২৮ মার্চ দুপুরে দিকে ক্যাট্টেন আইনউনিদেন (এখন মেজর জেনারেল) একটা মোটর কোচিলে করে ত্রাক্ষণবাড়িয়া এসে হাজির হলো। ২৭ মার্চ রাতে কোনোভাবে আমাদের বিদ্রোহের খবর পাওয়ার পর কুমিল্লা ক্যাট্টেনমেট থেকে পালায় সে। তারপর আশপাশের কোথাও থেকে একটা মোটর সাইকেল যোগাড় করে সোজা আমাদের কাছে চলে আসে। মার সাতদিন আগে নবম ইস্ট বেঙ্গলে পোস্টিং হয় তার। বদলির সুবাদে ছুটিবে ছিল সে। এ কারণেই সিং-৩ সদৃ ত্রাক্ষণবাড়িয়া না এসে কুমিল্লা ক্যাট্টেনমেটেই রয়ে যায় আইনউনিদেন। সক্ষ্যায় তাকে আ্যাভারসন থাকে পাঠানো কোম্পানির দায়িত্ব দেয়া হলো। সে বললো, আমি এনই আবার কুমিল্লা থেকে চাই। কুমিল্লা দিয়ে বাঞ্ছলি সৈন্য ও অফিসারদেরকে সপরিবার ক্যাট্টেনমেটে হেঢ়ে যাওয়ার কথা বলেই চলে আসবো। আইনউনিদেন কিছুক্ষণের মধ্যে কুমিল্লার দিকে রওনা হয়ে গেলো। কিছু ক্যাট্টেনমেটের কাছাকাছি পৌছতেই সে দেখত পায়, বিশাল এক কনভয় এগিয়ে আসছে। তখন রাত হয়ে গেছে। দেশ কটা হেল্পলাইট গোনান পর মোটর সাইকেল দুর্যোগে আইনউনিদেন সোজা ত্রাক্ষণবাড়িয়ার দিকে ছুট দেয়। ত্রাক্ষণবাড়িয়া পৌছানোর পর সব তনে তাকে আ্যাভারসন থালে অবস্থান নিতে বলা হলো। পরদিন দুপুরে পাক বাহিনীর কনভয়ের অবসর্তা দৃঢ়ত জিপ আ্যাভারসন থালে ত্রিজের মুখে পৌছতে এপাশ থেকে আইনউনিদেনের কোম্পানির অঙ্গুলো তাদের ওপর গর্জে ওঠে। আমরা আক্রমণে একটা জিপ অচল হয়ে যায়, আরেকটা কোনো মতে পালায়। ঐ সংঘর্ষে একজন অফিসারসহ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। আইনউনিদেনের আর ক্যাট্টেনমেটে যাওয়া হলো না। এখন শক্ত-মিত্র স্পষ্টতই চিহ্নিত হয়ে গেছে। কুমিল্লা ক্যাট্টেনমেটে অবস্থানেরত অন্যান্য বাঞ্ছলি সেনাসদস্য ও স্বার পরিবারের কথা ভেবে আমরা শক্তি হয়ে পড়লাম।

ক্যান্টনমেন্ট মুক্তি

২৯ মার্চ বিকেলে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে চতুর্থ বেঙ্গলের বিজয়ের হেড কোয়ার্টারের ওপর পক অর্থি আটলারির পান ও ত্রি কমাতো ব্যাটালিয়নের সাথে পথে প্রচেষ্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের দেশের জওহার রিয়ারে দারিদ্র্যে ছিল তারা সংগঠিত হয়ে এবল বাধা দেন। দু'পক্ষের মধ্যে প্রায় ইকুটা ধরে মৃদু চলে। বাত নেমে এসে পাকিস্তানিদের আক্রমণ কিছুটা স্থিত হয়। তখন কয়েকজন জেসিও এবং এনসিও সেতুতে অবিকাশ সৈন্য তাদের পরিবারসহ ক্যান্টনমেন্টের দেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের নামের সুবেদর এম.এ. সালাম এ সময় আবারে বীরত্বে পরিচয় দেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত করে বেরিয়ে আসা সেনাকেরা অবশ্য তখনি আমাদের সদে যোগাযোগ করতে পারে নি। মে মাসের দিকে এনেই একটা বড়ো অশ বিবরবাজার একাকায় মাহবুবের সঙ্গে দেয়। জাপানিয়া যিড স্টেশনে আগে থেকেই অবস্থানত চতুর্থ বেঙ্গলের একটি প্লাটানও তাদের সদে মিলিত হয়। প্লাটানটি কমাতোর ছিলেন নামের সুবেদার এম.এ. জালিল।

বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল একত্র হলো

৩০ মার্চ টেলিফোন অপারেটরদের কাছ থেকে খবর পেলোয়, মেজর শফিউল্লাহ সেতুতে বিতীয় বেঙ্গল ২৮/২৯ তারিখে জয়দেবগুরে বিজয়ের করে ময়মনসিংহে একত্র হয়েছে। আরো জান পেলো, বিতীয় ইন্টেরকল ট্রোপে করে ঢাকা অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়েছে। এ খবর পাওয়া মাত্র একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন যোগাড় করে মাহবুবকে কিলোরগজ পাঠানো হলো। তার সদে পাঠানো এক জরুরি বাতাস খালেন মোশাররেফ মেজর শফিউল্লাহকে চতুর্থ বেঙ্গলের সদে যোগ দেয়ার অমর্ণত জানিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে ঢাকা গেলে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে নিপত্তি হয়ে যাবেন। আরো শহী সহজ করে সংগঠিত হয়ে তারপর দিকে এসেনোর অভাব করেন তিনি। ওদিকে আরেকটি ট্রেন বৈতাববাজার হয়ে নবসিংহী পৰ্যন্ত পৌছে যায়। এই ট্রেনটিকে বিতীয় বেঙ্গলের যেসব সৈন্য ছিল তারা নবসিংহী এবং তেমার কাছে পাঠানোর বিভিন্ন জায়গায় পাক বাহিনীর ওপর আমন্ত্রণ করে তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। বিতীয় বেঙ্গলের এই যোজাদের মধ্যে বেশি ভাঙ্গই ছিল ইপিআর সদস্য। পাঠানো এলাকায় বিতীয় বেঙ্গলের যে কোর্স নিয়েছিল তার কমাতোর ছিল ক্যান্টেন্ট মতিউর রহমান (এখন মেজর জেনারেল)। সে তখন বালুচ মেজিমেন্টে কর্মরত ছিল। ছুটিবে থাকা অবস্থায় ২৯/৩০ মার্চ ময়মনসিংহে বিতীয় বেঙ্গলের সদে যোগ দেন সে। যা হোক, ৩০ মার্চ নামান বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল মেজিমেন্টকে প্রাক্ষণবাড়িয়া একত্র করা সম্ভব হয়। এই

মেজিমেন্ট দুটো ছিল প্রায় অক্তত। বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গলের একজন হওয়ার ব্যাপারটি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘননা। এরপরই মুক্তিযুক্ত একটি সুসংহত সামরিক শক্তি হিসেবে সফল পরিপন্থির দিকে অগ্রসর হয়। নয় মাসের যুদ্ধের মূল অঙ্গ ছিল এই ব্যাটালিয়ন দুটো। সখলদার পাকিস্তানীর বিকলে একটি সংখণিত ও নীচেহায়ী পরিচালনায় বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে। ব্যাটালিয়ন দুটি সৈন্যদের মনোবল দৃঢ়ির পশ্চাপালি দেশবাসীর মনেও বিজয় সম্পর্কে আশাৰ সঞ্চার করে।

তেলিয়াপাড়ার হেড কোয়ার্টার

বিতীয় বেঙ্গল আসার পরই আমাদের বাহিনী হেড কোয়ার্টার হিসেবের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে স্থানান্তরিত করা হয়। আগোঞ্জ ও লালপুর ফেরিয়াটে অবস্থানৰত চতুর্থ বেঙ্গলের সেনাদলকে প্রত্যাহার করে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে পাঠানো হয়। আমের আবাস মোতাবেক করা হয় বিতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে। শায়েস্তাগঞ্জে অবস্থানৰত লে. মাহবুবের প্রেৰণাকলে লে. কর্নেল ও চার্টার্ম অভ্যন্তরে নিহত কোম্পানিকেও তেলিয়াপাড়া পাঠানো হয়। শায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের দিকে পাঠানো হয় বিতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানি। অংশে ১ এগিনের পন আমাদের অবস্থান ছিল এরকমের : শ্রাদ্ধাঙ্গবাড়িয়ায় অ্যাক্রান্সন খালে আইনভিন্সের কোম্পানি, শাহবাজপুর বিজে হারানের কোম্পানি এবং গঙ্গাসাগরের একটা প্লাইট। গঙ্গাসাগরের প্লাইনটি পাঠানোর উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি সৈন্যরা ছেন লাইন ধরে আসতে গেলে তাদের প্রতিক্রিয়া করা। অবশ্য সময় সৈন্য অর্ধে চতুর্থ বেঙ্গলের দু'কোম্পানির কিছু বেশি সৈন্য এবং বিতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানি তেলিয়াপাড়াতে একত্র হলো। এই মধ্যে একদিন চতুর্থ বেঙ্গলের সিও বালেন মোশাররফ ইপিওপলেতে (Border Outpost) অভিযান চালিয়ে বাণালি ইপিওপলের মুক্ত পাঞ্জাবীদের বন্দি করে তাদের অঙ্গশ দখলের দায়িত্ব দিলেন মাহবুবকে। মাহবুব প্রবর্তী প্রায় দু'শতাহ ধরে কৃতিত্বের সদে বিভিন্ন বিপত্তি থেকে কয়েকশো বাঙালি ইপিওপলকে মুক্ত করে। এছাড়া বেশ কিছু পাঞ্জাবিকে বন্দি করে তাদের অঙ্গওপলো নিয়ে আসে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক

এগিনের ২ তারিখে খালে আমাদের সঙ্গে তেলিয়াপাড়া সীমান্তের 'নো ম্যান্ড্যুলে' ভারতের তিপুস্বাত বিএসএফ-এর আইজি (নাম মনে নেই) এবং অগ্রভূতদলে তিসি মি. সার্কেলের মুক্তিযুদ্ধে সহায়-সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হলো। এসময় আমরা আমাদের কাছে আটক পাকিস্তানি অফিসার তিনজনের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা বন্দি তিনজনকে তাদের নিরাপত্তা

হেফাজতে রাখার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুমোদ করলাম। তারা কেন্দ্রের সঙ্গে আপোনা করে এ বাপ্তামের সিদ্ধান্ত দেখেন বলে জানাচ্ছেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিকেন্দের এহসেনের ব্যাপারে সর্বজন সচেত দিলেন। তবে কাগজ-কলমে তাদের পরিয়ে মুক্তবিদির বন্দেল লেখা হচ্ছে অনুভূতিশৈক্ষণিক হিসেবে। যেভাবেই হোক আমরা তাদের দায়িত্ব মাথার ওপর থেকে বেরডে ফেলতে চাইছিলাম। তাই ভারত তাদের নিচে রাখি ইওয়ার থাই হচ্ছে বালাম। উচ্চৰ্বা, ৩১ মার্চ ত্রাক্ষপথবাড়িয়ার এসআরপিও আমার কাছে এসে একরকম হাতজোড় করে বলেন, ‘আমি আর এসে রাখতে পারছি না। সেকেন্দেন পজারিদের ওপর এমন কিষ্ট, যেখানেই পাঠাই করেক হাজার লেক জড়ে হয়ে যায় এনের মেয়ার জন। আমি তিনি তিনি থামা হাজারে বালি করেছি বিনিদেন, সবথানে একই অবস্থা। আপনি আমাকে ওলি করুন, তত্ত্ব এদের নিয়ে যান।’

ওসমানী এলেন ঢাকা থেকে

২ এপ্রিলের পর কোনো এক সময় কর্নেল (অব.) ওসমানী ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার মতিনগর সীমান্ত পার হন। বিএসএফ-এর বিসেতিয়ার পাশে তাকে আমাদের দুই ব্যাটিয়া হেরোয়ার্টের নিয়ে আসেন। কর্নেল ওসমানীকে তো প্রথমে তোমাই যাচিল না। তাঁর সুপরিচিত গৌণও! প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা না ওসমানী। কীভাবে পোর্ক করিয়ে ছাইবেশে ঢাকা থেকে পালিয়ে এলেন, বারবার শুধু সে কথাই বলছিলেন। পার্কিংনি সৈনিকদের ভালিতে তাঁর পোর্ক মার্ফিন মৃত্যুতে পুর আলকেনস করছিলেন কর্নেল ওসমানী। সেদিন একটা ছাইটোখাটো মিটিং হয়। এ বৈঠকে আমার ওসমানীকে নির্বাচিত জনসচিত্তনির্দেশের সদস্যে একটি অস্তর্ভূতিকলীন সরকার পঠনের তাপিস দিই, যাতে আমাদের সশস্ত্র সংহ্রাম একটি বৈধতা অর্জন করে এবং আঙ্গুলিতে শীর্ষক লাভে সক্ষম হয়। মিটিংয়ে বিএসএফ-এর বিসেতিয়ার পাশে জানালেন, চাঁচামে মেজের জিয়া প্রতিযোগী যুদ্ধ শেষে রামগত্তে অবস্থান করছেন। তাঁর সেনাদল একবারে বিক্ষিণ্ণ হয়ে দেখে। পাঞ্জে বলেলেন, মেজের জিয়াকে আমাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। মিটিংয়ে জিয়াকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সে অবস্থায় চতুর্থ ও দ্বিতীয় বেসস্লের দুটো শক্তিশালী কোম্পানি সে রাতেই তাঁর সাহায্যীর পাঠানো হলো। কোম্পানি দুটো ভারতীয় ভুখেরে ওপর দিয়ে রামগত পোতে মেজের জিয়ার অক্ষম বেসস্লের অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেয়। পরে তারা কেন্দ্র-চাঁচাম সড়কের ডিজ এবং দুরিয়া এলাকায় কয়েকটি বীরবৃপ্ত যুদ্ধে অংশ নেয়। জিয়াকে নেয়া চতুর্থ বেসস্লের কোম্পানিটির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাটেন মিত্র (পরে বিসেতিয়ার অব.), দ্বিতীয় বেসস্লের কোম্পানিতির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাটেন এজাজ (এখন মেজের জেনারেল)। এই মিটিংয়ে ওসমানী তাঁর এক

অবাস্তু পরিকল্পনার কথা উঠাপন করেন। তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেসস্লকে নিয়ে ভারতের সোনামুড়া সলিগু পোমতি নদী পার হয়ে কুমিল্লা ক্যাটেনমেট আক্রমণের প্রস্তা দিলেন। ওসমানী বললেন, কুমিল্লা নদীপ-পূর্ব দিক দিয়ে গিয়ে ক্যাটেনমেট আক্রমণ এবং দখল করতে হবে। পরিকল্পনাটা অবাস্তব ছিল এজনাই নে, এতে আমাদের পক্ষে গুচ্ছ ক্ষমতি হচ্ছে। এই মুহূর্তে সদা একজন ইওয়া দুটো ব্যাটিলিয়ান আমাদের প্রধান সংবল। ক্যাটেনমেট আক্রমণ করতে পেলে ব্যাটিলিয়ান দুটোর অভ্যর্তন বিপ্রবন্ধ ইওয়ার আশ্রয় ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাটিলিয়ান দুটোর উর্ধ্বর্তন অফিসারদের প্রবল আপত্তির মুখে ওসমানীর এই অসাধ্য ও অবাস্তব প্রস্তা বাকচ হয়ে যায়।

মৃত্যুর মুখোয়াধি

৬ এপ্রিল প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। সেদিন সকালে জিপ চালিয়ে তেলিয়াগাড়া থেকে বেগুন ইসলাম, ভ্রাইটন এবং আমাদের দু'জনের দুই ব্যাটিয়া নিয়ে আসেন। জিপের জ্বালা স্টারের উভয়ে বালাদেশীর পতাকা। গাড়ি ত্রাক্ষপথবাড়িয়া শহরের প্রধান সড়কের রেলওয়ে সেক্সেল ভ্রসিংয়ের কাছে পেঁচাইয়েই আলকালে জাপি বিমানের শব্দ পেলাম, বাইরের মাথা বের করে আলকাতেই দেখি, দুটো এফ-৮৬ স্যাবর জেট ভাইত দিয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি প্রায় দে বেগুনে পারবারার আশে নিয়াম। আরি আর আমার ব্যাটিয়ান পার্কিংর্ভূতি নিয়াজ মোহাম্মদ কলেজের একটি কক্ষে চুক্কে পড়লাম। সেজুর ইসলাম ঠাই নিলো পাতের কালভাটোর নিতে। তার ব্যাটিয়ান চুক্কে পেলো লেভেল ভ্রসিংয়ের পাশের ঘষ্টি ঘরে। ভ্রাইতার যে কোথায় গেলো, বুরুলাম না। এই পরের কিছুক্ষণ মনে হলো একটা দুর্ঘট্য দেখছি। চুনা প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আমাদের অবস্থানের ওপর চলালো। মেশিনগারের ওলি আর রকেটের প্রবল আওয়াজের কানে তালা লেপে খাওয়ার অবস্থা। তবে বেঁচে গেলাম মূলত রুমাটার সামানেই একটু দূরে দেল জিনেয়ে ওপর রেলের দিনাটি মালবাহী ওয়াগনে জন। মেশিনগারের ওলি এবং রকেটে আঘাত করে এই ওয়াগন তিনটিকে। সহে সহে অঙ্গ ধরে যায় সেগুলোতে। ওয়াগন তিনটি সেখানে না ধাক্কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো সংশ্লিষ্টার ছিল না। ওয়াগন তিনটি আমার অবস্থানকে Line of fire থেকে আঢ়াল করে দেখেছিল। মিনিট পাঁচেক পর বিমানের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে থীরে স্বাই যার যার অবস্থান থেকে দেখিয়ে এলাম। স্বাইকে অবস্থায় পাওয়া গেল—একজনকে ছাড়া। অন্যারা বেরিয়ে এলেও মেজের ইসলামের ব্যাটিয়ানকে দেখেছিলাম না। হঠাৎ মনে পড়লো সে ঘটি ঘরে চুক্কেছিল। দ্রুত স্বাই

সেখানে গিয়ে দেখলাম, মেশিনগানের ওপরে একোড় ওকোড় হলে পড়ে বিলাট গর্ত। ভুল লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে। তিনের ঘটনা মেশিনগানের গুলিতে ঝুঁকেন্ত ঝুঁকেন্ত ঝুঁকেন্ত। একজন সহযোগীর মৃত্যু এবং অকস্মিক বিমান বিমান আতঙ্কের প্রচণ্ডতা সবাই হতবিহুল। কয়েক মিনিটের ঠিক লিঙে বেগানে সবৰ নয়। তুমেশ শক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে সিন গদেরে লেগে যাব আমার। সেন্টাই লিকেলে মেডিগেট যোবণ করা হলো, পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর এফ-৮৬ জেসি বিমানের ইক্ষোরসেপশনে প্রাক্ষণবাড়িয়ার বিদ্রোহী কমাত্তর নিহত হয়েছে। আমি প্রাক্ষণবাড়িয়ায় আছি এখন জানা থাকার আকার জী ও পরিবারের সবাই দুর্ভজ্ঞের পত্ত মুক্তিযোকদের হোস্রাচোমা কেউ এই গাড়তে ছিল।

ক্যাটেন হায়দার এবং সেকেতে লেফটেন্যান্ট ইমাম ও মাহবুব এগিলের প্রথম সঙ্গীরে আরো তিজন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরা হলো ক্যাটেন হায়দার (পরে সে, কর্নেল এবং শহীদ)। সেন্টাই লেফটেন্যান্ট (এখন সেজার জেনারেলে) এবং লে. মাহবুব (পরে ক্যাটেন এবং সিলেটের এক যুক্ত শহীদ)। দু' একদিন আগে পরে তারা তেলিয়াগাড় ক্ষেত্রে আসে। তিজনের কামুকা ক্যাটেনসেমেন্টে অবস্থান করার হায়দার ছিল ত্রি ক্ষাত্রীয় বাটালিয়নের অধিকারী। ওই বাটালিয়নের কামুক অবস্থার ছিল। সামরিক পরিষ্কারি আঁচ করতে পেরে ক্যাটেন হায়দার পারিস্তানিদের হাতে বন্ধন হওয়ার আগেই ক্যাটেনসেমেন্ট থেকে পালিয়ে আসে। অন্য বাণালি অফিসারটি পাকিস্তানিদের প্রতি আনুগত্যে প্রতারণা দেখিয়ে ক্যাটেনসেমেন্ট থেকে যায়। পরবর্তীকালে মুক্তিদের বিরোধিতায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয় এই অফিসারটি। পাকিস্তানি সৈনিকদেরকে টর্টোরের কালুরয়াট খাইন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখল করতে সহায়তা করে সে। অফিসারটি এ সহায়তা জিয়ার সেনাদের সঙ্গে সংযোগে আহত হয়। এই ঘটনা প্রশংসনীয় সে পাকিস্তানে পোস্টিং নিয়ে চলে যায়। অবাক করার মত নিতে সহজ হয়েছিল।

সে, লে. ইমামজুদানের মৃত্যুকে যোগ দেয়ার ঘটনাটি ছিল সেমহর্ক। সে ছিল ক্রুম্প ক্যাটেনসেমেন্টের আর্টিলারি রেজিমেন্টে। রেজিমেন্টের সিও পাঞ্জাবি লে. কর্নেল ইয়াকুব ছিলেন চরম বাণালি-বিদ্রোহী। প্রাক্ষণবাড়িয়ায় আমাদের বিদ্রোহ করার খবর পেয়ে রক্তদালুপ এই অফিসারটি তার শক্তিশালী জায়গা করে

৩৬

বাণালি সেনাসদস্যদের ওপর তুম চালানোর নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশমতে বেশ কয়েকজন বাণালি সেনাসদস্যকে একটি কক্ষে তুকিয়ে পাখিদানি সেনার নির্বিচারে তুলি চালায়। সে, লে. ইমামজুদানও এই বাণালি সেনাসদস্যদের মধ্যে ছিল। তুকিয়ে হয়ে সবাই শুটিয়ে পড়ে। ইমামজুদানদের গাড়ে তুলি লাগলেও তার মৃত্যু হয় নি। আহত অবস্থায় অন্যদের মৃত্যুদেহের নিচে তুকিয়ে থাকে নে। পরে রাত সেমে এলে সোণেন ক্যাটেনসেমেন্টের কামুক আসে ইমামজুদান। তারপর সীমাত্ত পার হয়ে বিএসএফ-এর কাছে পরিচয় দিলে তারা তার চিকিৎসার বাবস্থা করে। একটু সুষ্ঠ হলে সেখান থেকে তেলিয়াপাড়া চলে আসে ইমামজুদান।

সে, মাহবুবের পোস্টিং ছিল ক্রুম্প ক্যাটেনসেমেন্টে। ক্রুম্প ক্যাটেনসেমেন্টে অবস্থানকালে ২০ মার্জের পর পালিয়ে এসে তেলিয়াপাড়ায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় মাহবুব। পরবর্তীকালে এখন বেসেলে পোস্টিং হয় তার। নতুনদের শেয়ার্সকে সিলেটের পূর্বাংশে এক রাজাননে শহীদ হয় মাহবুব।

আগস্টকামী নেতৃত্ব

বিমান হামলার দু'তিনিমিত্ত আসের ঘটনা। ডিফেন্স পজিশনগুলো তদৱকির রান্টন কামুকে প্রাক্ষণবাড়িয়া যাওয়ার সময় সিলেট সড়কে সরাইলের কাছে হাঁচাক করে তাহেরেউল্দিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। রাতের পাশে একটা গাছকলায় দাঢ়িয়েছিলেন তিনি। ছোটেখাটো একটা জনতা তাকে খিরে দাঢ়িয়ে। তাহেরেউল্দিন ঠাকুরের সঙ্গে আমার হাজারীবাদের পরিষয়। ১৯৬১ সালে তদনীনত তারা হল ছাত ইউনিয়নের প্রান্তে তিনি জিএস আর আমি সহ-ভূগ্রী সম্পদক ছিলাম। সন্তরের নির্বাচনে সংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তারে ঠাকুর। মেখানে দাঢ়িয়ে কথা বলিছিলেন সেটাই তার নির্বাচনী এলাকা। প্রভাবতই আমি পারা পেলে নেমে সোৎসাহে তাকে ২৭ তাবির আমার বিদ্রোহ করার কথা জানালাম। ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নির্বাচনা বি. জনতে চাইলাম তার কাছ থেকে। আমাকে হতবাক করে দিয়ে তাহেরেউল্দিন ঠাকুর সীতিমতো খাশা হয়ে পিয়ে বললেন, "I don't know anything. I have nothing to do with you. Who told you to revolt? We didn't ask you to do so...you people in uniform always complicate the situation." তাহেরে ঠাকুরের মনোভাব দেখে যারপ্রনাই বিশ্বিত হলাম আমি। বৰিষ্ঠের আবাসনে চাকরির পিছতাতার পোন্তে, সিলেটের পরিবারের সিরাপতা তুচ্ছ করে দেশের জন্য নিরপ্রজনগনের জীবন রক্ষণ মুক্ত আবিষ্যে পড়লাম, আর একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এই শেখে কলে কি না Who told you to revolt? তার সঙ্গে আর কোনো কথা বলার প্রয়োগ হওয়া না আমার। তক্ষনি চলে এলাম সেখান থেকে।

৩৭

ত্রু-পুরো বৌজবুর

ও বা ৪ এক্ষিল ঢাকা থেকে ব্যারিস্টার মণ্ডুন আহমদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এলেন। জাকারিয়া চৌধুরীসহ (সাবেক মষ্টী) কর্মকর্তা তার সঙ্গে ছিলেন। আমাদের স্বীকৃতি দেখে খুশি হলেন তিনি। মণ্ডুন জানালেন, ঢাকা থেকে অনেক ভৱিষ্যৎ যুক্ত যোগ দিতে চাইছে। তিনি আবার ঢাকায় বিদেশ পিয়ে ব্রহ্মবাদিবর্ষ আগ্রহীদেরক নিয়ে অসন্তুষ্ট ছাইলেন। মণ্ডুন ঢাকায় যাবেন তবে আমার শ্রী ও দু'ছেলে বিস্তু ও কোনো কোথায় কেবলে আছে সে ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক করতে বলায় সহজে বাজি হলেন তিনি। ঢাকা থেকে মণ্ডুন ফিরলেন ৮ এক্ষিল। এসে জানালেন, আমার শ্রী রাশিদা দু' হেক্টের নিয়ে যোড়াশালে কোনো এক আগ্রহীয়ের বাড়িতে আছেন। যোড়াশালে আমাদের একজন নিকটস্থীয়া ধারকেন্দেন, তবে আমার ধারণা, রাশিদার সেখানে যাওয়ার সহজেনা স্বীকৃত কর। মণ্ডুন বালিনে বলতেন কি না সন্দেহ হলো আমার। ঢাকা শহরে চলাফেরা তখন মোটেই নিরাপদ নয়। তাই হয়তো আমার পরিবারের বৈজ্ঞানিক করতে পারেন নি। এখন চৰুকজ্জ্বর না-ও করতে পারেন না। হাঁচ করেই মনে হলো, নরসিংহীতে রাশিদার একাশীয়ের বাড়ি আছে। যোড়াশাল থেকে নরসিংহী কাউচো। তাহলে রাশিদা হয়তো নরসিংহীতেই আছেন। সেদিনই নরসিংহীতে যাওয়ার সিঙ্গার নিলাম। সকার পেরারে চারজন জওয়ান আব ব্যাটম্যানের নিয়ে রওনা হলাম। অনেক ঘোরাঘুরি করে নরসিংহীয়ে এই বাড়িতে যান পেছুলাম, তখন মধ্যরাতে পেরিয়ে পোরে। তবে কেউ দরজা পর্যবেক্ষণ করলাম, ঢাকা থেকে কেউ এসেছে কি না। বৰু দরজার ওপাশ থেকেই জানালো হলো, না কেউ আপে নি ঢাকা থেকে। একটোটা পথ এসে ওদের কোনো খবর না পেয়ে স্বীকৃত হতাশ লাগলো। হেরার সময় কাহীই নরসিংহী বাজারে দেখলাম আগুন জুলছে। প্রচুর ক্ষতির শব্দও শোনা গোলো। বুখলাম পাকিস্তানেরের কাজ। আমরা সংখ্যায় মাত্র পাঁচজন। তাই চেয়ে দেখা ছাড়া আব কিছুই করার ছিল না। পরিনি সকালের দিনেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পোকুলাম।

এ সহয় ভিত্তীয়া বেসপের একটি কোম্পানি নিয়ে আগগজের প্রতিবন্ধীর দানাতে নিয়োজিত ছিল কাস্টেন নাসির (পোরে সে, জেনারেল ও সেনাবাহী প্রধান)। নরসিংহী যাওয়ার পথে আগগজ পার হওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা হয় আমার।

৪ এক্ষিল পাক বিমানবাহীয়া আভারসন থালে আমাদের অবস্থানে হামলা চালায়। এই হামলার চতুর্থ মেলদের একজন জওয়ান শহীদ হয়। উন্নতর আহত হয় আরেকজন। বিমান হামলার পর আভারসন থালের অবস্থান আরও সুন্দৃ করা হয়।

তেলিয়াপাড়ায় গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স

এপ্রিলের ভিত্তীয় সপ্তাহে তেলিয়াপাড়া হেল্প কোর্টারে একটি বড়ো ধরনের কনফারেন্স হলো। ভিত্তীয় ও চতুর্থ ব্যাটালিয়নের সিনিয়র অফিসাররা ছাড়াও এভে কর্নেল (অব.) ওসমানী, রামগত থেকে আমা মেজর ভিয়া, ভারতীয় বিএসএ-এবং প্রধান সি, রাস্তমাতি, প্রিপেডিয়া পাতেসহ কর্মকর্তা সিনিয়র অফিসার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও কাজী রাকিনউলিন অহমের উপস্থিতি ছিলেন। কনফারেন্স মুক্তিযুদ্ধ বালাদেশের অঙ্গ, গোলাবারাদ ও খান্দামাঝী দিনে সহজেতা করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একজন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিস্তু প্রয়োজনের তুলনায় প্রায়শ়াত্ত্ব সাহায্যের পরিমাণ ছিল মেহাতেই অনুমতি। এ কনফারেন্সেই আমরা সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলি মুক্তিযুদ্ধকে অনুমতি। এ কনফারেন্সেই আমরা সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলি মুক্তিযুদ্ধকে অনুমতি। এবনই একটি অস্থায়ী সরকার গঠন অভিবাশ্যক। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আঙ্গুর্জিক স্বীকৃতির জন্য এটি অপরিহার্য ছিল। এবই ফলে ১৭ এক্ষিল কৃষ্ণিয়ার বৈদ্যনাম তলায় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে অস্থায়ী বালাদেশ সরকার গঠন করা হলো।

এসিকে কনফারেন্সে চাকাকে একটা ঘোনা ঘটলো। কোল সোয়া আটো একজন সিগনাল জেপিও একটা মেসেজ ই-স্টুরেসেন্ট করে আনলো। মেসেজটা হচে TOT (Time over Target) at 8.30। এর অর্থ বালাদেশের কোনো একটি জায়গায় সাড়ে আটটার সময় বিমান থেকে বেয়া হামলা হবে। ওসমানী সাহেব এতে খানিকটা অঙ্গির হয়ে উঠলেন। তিনি বাবুর বেগছিলেন, যে-কোনো সহয় পাকবাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে। তলে যাওয়ার জন্য ব্যত হয়ে উঠলেন তিনি। অবক তেলিয়াপাড়া একেবারে সীমান্ত ঘৰ্যা এলাকা, সেখানে পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রশুই ওঠে না। কারণ সীমান্তের অতো কাছে জারি বিমান পাঠালে যানে ভারতকে একরকম মুক্তের উক্সানি দেয়া, যেটা অস্ত এ মুক্তের পাকিস্তানিদের চাইছিল না। ওসমানীর এই ভীরতা দেখে বিদেশী অতিবাহিনের সামনে অনেকটা অপ্রস্তুত হতে হয় আমাদের।

এরপর থেকে থায় একটি দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আভারসন থালের ডিফেন্স পর্মবেক্ষণে যোতাম আমি। প্রতিরক্ষা বাবুজা জেরদার করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্যালেন আইনউলিনের সঙ্গে কথবাবৰ্তী হচ্ছে। এর মধ্যে বিপুল সীমান্ত ঘৰ্যা এলাকা, সেখানে পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রশুই ওঠে না। কারণ সীমান্তের অতো কাছে জারি বিমান পাঠালে যানে ভারতকে একরকম মুক্তের উক্সানি দেয়া। একটা হয়েছিল ভাঙ্গার লে, আখতারকে। পুরে আখতারের ট্রেইন কোম্পানিকে তেলিয়াপাড়ায় নিয়ে আসা হয়। অঞ্চ কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রেইন কোম্পানিকে আসা প্রশিক্ষণবাহীদের সংখ্যা হাজারে উন্নীত হলো। এই বিশ্বাসংযোগ লোককে সামাল দেয়া আখতারের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো।

আতঙ্গঝ-ত্রাকণবাড়িয়া পাকবাহিনীর দখলে

১৩ এপ্রিল পাকবাহিনী ত্রাকণবাড়িয়া দখলের অভিযান শুরু করে। এ উদ্দেশ্যে তারা ত্রাকণবাড়িয়া ও আতঙ্গঝ আমাদের অবস্থানগুলোতে বিমান হামলা চালায়। হেলিকপ্টারে করে আতঙ্গঝে পাওয়ার স্টেশনের মাঠে টৈন নামানো হয়। এছাড়া দেশ বিদ্র পদাতিক সৈন্য তৈরবৰবাজার-শাখুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেজে ওপর দিয়ে অবস্থান হয়। সেই সঙ্গে মেদিনী নদী দিয়ে গুমবোট এবং অ্যাসল্ট হ্যাফটের মাধ্যমেও সৈন্য সমাবেশ ঘটায় পাকিস্তানিদের। মেঘনা ভিজ পর হয়ে তারা ভিজি দেশের ছজছজয়ান সারাদিন ধরে গোলার্ধে করতে করতে অগ্রসর হয়। পাক সৈন্যদের কভার দেয়ার জন্য ছটি এবং-৮৬ ভিপি বিমান হামলা তৈর করে। এর মধ্যে পালা করে দুটি বিমান সারা দিনই আকাশে ছিল। জল-হল-আকাশপথের এই ত্রিমূলী সৌভাগ্য অভিযানের মুখে কিকেন্দে না পেনে আতঙ্গঝ ও লালপুর নিয়ে আতঙ্গঝের সৈন্যদের তাদের অবস্থান হেঁড়ে পিছিয়ে ত্রাকণবাড়িয়ার আসে। মেঘনা ভিজ ও আতঙ্গঝ সম্পর্কাবে পাকসনাদের দখলে চলে যায়। উরোখা, কয়েকদিন আগে মেঘনা ভিজ উড়িয়ে দেয়ার জন্য আমরা তাতে হাই-এক্সপ্রেসিভ স্লাপন করেছিলাম। একটি মাঝ অগ্রিম্বুলিউই নিয়ে দুটো স্প্যান উড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেশের সম্পদের এত বড়ো একটা ক্ষতি করতে আমাদের কার্যক্রম মন চাইছিল না। আর ভিজ উড়িয়ে দিয়েও আকাশ ও নো-পথে তাদের অগ্রভায়ান ঠেকানো যেতো না। ভিজ দখল করার পর পাকসনাদের এই আয়োজন দেখে হতবাক হলো যায়। সেন আমরা পশ্চাদপসরণ করার সময় ভিজিউল দিয়ে দিই নি, তা তারা ভেবে পার নি।

১৪ খেক ১৪ এপ্রিল— এই ভিনান ত্রাকণবাড়িয়া আমাদের অবস্থানে দেশ কয়েকবার বিমান হামলা হলো। পাকিস্তানিয়া আতঙ্গঝে এর মধ্যে এক প্রিণ্ডেভ মতো সৈন্য জড়ে করেছিল। ত্রাকণবাড়িয়ার সিয়েও তাদের অগ্রভায়ান অব্যাহত থাকে। ১৬ এপ্রিল সব্য নামাদ অগ্রবৰ্তী পাক সৈন্যের ত্রাকণবাড়িয়া শহরের উপরকলে এসে পৌছেলো। সে মুহূর্তে আজোড়সন খালে অবস্থানের চতুর্থ দেশের ক্যাটেন আইনউন্ডিনের কোম্পানির সেবানে থাকা আর নিরাপদ রয়েলো না। কারণ পাকবাহিনী তাদের পেছে দিয়ে থেব কাছে চলে এসেছিল। আমি তখন আভারসন খালের অবস্থানে আইনউন্ডিনের সঙ্গে। কোম্পানিটিকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে ত্রাকণবাড়িয়া-আখাউড়া রেললাইন ধরে আখাউড়ায় পিছিয়ে এলাম আমরা। আখাউড়া পৌছে তিতাস নদীর ওপর রেল ওয়ে ত্বরের দ্বারা ত্রাকণবাড়িয়ার দিবে মুখ করে পিছের তৈরি করলাম। তারিখটা ছিল ১৭ এপ্রিল। ত্রাকণবাড়িয়া থেকে পিছিয়ে আসার সময় আখাউড়া অবস্থিত তিতাস নদীর ভিজ উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কিন্তু টেকনিকাল ক্রিটির কারণে ভিজটি পুরোপুরি ধূমে না হয়ে তার

দূর্তো স্প্যান কাত হয়ে যায়। এতে করে অবশ্য ভিজটি যান ভলাচলের অবোগ্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানিদেরকে এ ভিজ পুরোপুরি ভেঙে আবার ঠিক করতে হয়েছিল। এতে তাদের যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়।

তখন থেকে আমাদের মূল ধূটি হলো আখাউড়া স্টেশন ও তার আশপাশের এলাকা। এ অবস্থান নিরাপদ রাখা এবং আইনউন্ডিনের অবস্থান জোরাবর করার জন্য গস্তাসগনে নদীর পাশে অবস্থান নিতে একটা শক্তিশালী প্লাট্ট পাঠালাম। এতে করে কুনিলুর দিক থেকে পাক সৈন্যরা হঠাত করে পেছন থেকে আইনউন্ডিনের ওপর চূড়াও হতে পারবে না।

আখাউড়া-গদাসাগর-সিদ্ধারবিলের যুদ্ধ

১২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল আখাউড়া ও গদাসাগর অঞ্চলে পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের দুর্ম যুক্ত হলো। সীমান্ত রেখা লজেরে আশৰায় পাকিস্তানিয়া এবার আর বিমান ব্যবহার করে নি। পাকবাহিনী দূরপাল্লার কামানের অবিরাম গোলার্ধণ ওর পদাতিক বাহিনী মারফত হামলা চালালো। প্রাণ লড়াইয়ের পর প্রচুর স্থাকার করে পাকবাহিনী আমাদের দুটো অবস্থানই দখলে নিয়ে নিলো। এ যুক্ত আমাদেরও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমাদের পক্ষে দশ-বারেজ শহীদ এবং ২০ জনের মতো আহত হয়। এই লড়াইয়ের পর আইনউন্ডিনের কোম্পানি ও গদাসাগরে অবস্থানেরত প্লাট্ট প্রজাতার করে আবার ত্রিপুরার আগরতলা শহরের মনতলার ‘নো ম্যানস ল্যাঙ্কে’ ক্যাম্প হাসপাতালে করলাম। যুক্ত করন পর থেকে এটাই আমাদের কোর্টের গুরু সীমান্ত অভিযানে দোর্হন। আখাউড়া পাকবাহিনীর একটা এক্ষ আখাউড়া-সিদ্ধারবিল-আজমপুর সড়ক ও সমৃজ্বাল রেললাইন ধরে অসম পর যায়। সিদ্ধারবিলে আমাদের চতুর্থ দেশের আরেকটি অবস্থান ছিল। সেখানেও পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রচুর যুক্ত হয়। টুনা দুর্দিন যুদ্ধের পর তৃতীয় দিন সিদ্ধারবিল পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। সিদ্ধারবিল যুক্তের সময় পাকিস্তানিদের নিষিক্ষণ পোলা আরাই সীমান্তে ওপরে আগস্ততলা বিমানদের পিয়ে পড়ছিল। পোলাক্ষিতে বিমানবন্দরের বেশামুক যাত্রীরা হতাহত হতে পারে—এই আশক্তায় আগরতলার প্রশাসন সিদ্ধারবিল প্রতিশ্রুত থেকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ করেন। এ কারণে সিদ্ধারবিলে অবস্থান নেয়া চতুর্থ দেশের ক্যাটেন আইনউন্ডিনের কোম্পানির সঙ্গে একত্ব করি।

বীরপ্রোট মৌলিক কামাল

ল্যাস নায়েক মৌলিক কামালের শাহাদাত বরণ আখাউড়া-গদাসাগর-সিদ্ধারবিল যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ল্যাস নায়েক মৌলিক মৌলিক

কোর্টের পরিচয় দিয়ে একজন এসে দুর্দিন পর চলে গেছে। এও যদি তাই করে? তবে তার কথাবার্তা থেকে ‘স্পষ্টতই বৃষ্টিমাস, উদ্বোক প্রকৃতই বিমান বাহিনীর একজন অফিসার।’ তিনি যদি সত্যিই কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে আসেন, তাহলে তো খুবই ভালো হব।

ফ্ল. লে. কাদেরক ক্যাপ্টেন রেখে বিকেলে আগরতলায় খালেদ মোশাররফের কাছে পরামর্শ চাইতে গেলাম। সবকিছু শেষের পর কিছুক্ষণ তিন্তা করে মেজর খালেদ বহাদুন, ‘আমাদের সম্পর্কে জানতে পাকিস্তানিদের আর কিছু বাকি আছে নাকি?’ বেজিমেট্টলো বি পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত নিয়ে দেরিয়ে এসেছে এবং তাদের সেনাসংখ্যা কতো, তাতো ওরা জানেই। নাও হচ্ছে, কি ‘আর হবে?’ খালেদ মোশাররফের কথায় ফ্ল. লে. কাদেরকে হেচে সিলাম। এবগুর কয়েকদিন মেশ টেনশনে ছিলাম। ক’দিন পরই মতিনগর ক্যাপ্টেন বেশ কিছু নামী-পুরুষ-শিখ-সফলিত এক ‘কাফেলা’ এসে হাজির হয়। এই কাফেলাটা ছিল এয়ার কোর্সের সেই সব অফিসার এবং তাদের পরিবারবর্গের। আমি এই সহযোগী ক্ষমতা না। পরে ক্যাপ্টেন এসে তাদের দেখে খুগপৎ বিনিষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট হই। অথবে আসা ফ্ল. লে. কাদেরের সঙ্গে সেদিন এয়ার কোর্সের মেস অফিসার অবকাছ ঢাকা থেকে পালিয়ে আমাদের মতিনগর এসেছিলেন, তারা হলেন এগুল একটি ক্যাপ্টেন এ. বি. খন্দকার (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), উরিং কমান্ডার বাণীয় (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল; কর্মসূত অবস্থার বিনাম দুর্ঘটনায় নিহত), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), ফ্ল. লে. বদরুল আলম (পরে কোয়াজ্জন লিভার, অব.), ফ্ল. লে. লিয়াকত আলী (পরে কোয়াজ্জন লিভার, অব.), ফ্ল. লে. সদরবেগিন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব., কোয়াজ্জন লিভার শামসুল আলম (পরে এগুল ক্যাপ্টেন, অব.), ফ্লাইট অফিসার ইকবাবুর বৰীন (পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, অব.), ফ্লাইট অফিসার সালাউদ্দিন (পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, অব.) প্রযুক্তি। এরা আসার আমাদের শক্তি অনেকটাই দেড় পেছে। আমাদের বালিনিতে অফিসারদের দলটাও একটু ভাবি হলো, যা তখন খুব প্রয়োজন ছিল। এর দু একদিন আগে—পরে ঢাকা থেকে সেনাবাহিনীর আরও ঢারজন ক্যাপ্টেন—আমিনুল হুসেন তাদের সালেক, প্রয়াত) ও আকবর (পরে লে. কর্নেল অব.) আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। ওরা ঢাকা থেকে চলে এলে খুবই ভালো হয়।

আবার পরিবারের ঝৌঝো

মে মাসের ৫/৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা কাজী আমাকে জানালো, সে ঢাকায় যাবে। আমি চাইলে সে আমার স্তৰী-পুত্রদের তার সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে। ওরা ঢাকা থেকে চলে এলে খুবই ভালো হয়।

কাজেই রাজি হয়ে গেলাম আমি। কাজীর কাছে রাখিবাকে একটা চিরকৃষ্ট লিখে দিলাম, যাতে সে নিশ্চিতে চলে আসতে পারে। মনে আছে, একটা সিগারেটের প্যাকেট হিচেড়ে তার উচ্চস্থিতের শান্ত অংশে তিনটি শব্দ লিখেছিলাম শুধু—‘কাজী চলে আসো।’ কাজী ঢাকায় কয়েক দিন ছিল। এর মধ্যে হৌজ করে জানতে পারে, দালিলা পুরানা পটেনে তার নোবের বাসায় আছে। চিঠিটা পাওয়ার পরমিনিই তোরবের কাজীর সঙ্গে রওনা হয়ে যান রাখিদা। কাইয়ুম নামে কাজীর এক বৃক্ষও তাদের সঙ্গে চললো। কাইয়ুমের উদ্দেশ্য মুক্তিযোগ দেয়া। সৌকা, বেবিটাপ্পি, রিকশা এবং হাঁটাপথে মতিনগর পৌছতে যোগ দেয়া। আমি তার ক’দিন আগে কোলকাতায় চলে পেছি। এদিকে কোলকাতার যাওয়ার আশেই ঘটেছে আরেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আগরতলা যাওয়ার পথে সোনামুড়া মেরি ঘাটে ঢাকা পথে আসা বেশ কিছু ভরণ-মুরব্বের মধ্যে দেখি আমার ছেট ভাই রবেল মার্টিনে। ওর বাস তখন তেলো-চোক হচ্ছে। আমি মতিনগর আছি জানতে পেরে অন্যদের সঙ্গে চলে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে যেন অবাক হতেও ভুলে গিয়েছিলাম। ভাই রবেলকে দেখে মোটেই আগ্রহ হচ্ছে নি। তখনকার মতো ওকে ক্যাপ্টেন পাঠিয়ে দিয়ে আমি আমার কাজে চলে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য দেশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীর লোকজন আসছিল অবাকহতভাবে। সেই সঙ্গে আমাদের বাহিনীর পুর্ণপ্রতিন নির্মানের কাছাকাছ চলতে থাকে যথাসাধ্য।

তৃতীয় বেঙ্গলের দায়িত্ব গ্রহণ

কোলকাতা যাত্রা এবং প্রবাসী সরকার ও সিইনসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ এগিলের শ্রেণিদিকে আগ্রহভূলা BDF (Bangladesh Force)-এর পূর্বসূর্যীয় হেড কোয়ার্টার হাপিত হয়। ১০ মে বি ডি এফ হেড কোয়ার্টার থেকে আমার পোস্টিং অভিযান হলো। পোস্টিং অভিযানে কোলকাতাত্ত্ব বিভিন্ন হেড কোয়ার্টারে গিয়ে C-in-C (কমান্ডার ইন চিফ) কর্মসূল (অব.) ওসমানীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হলো। তিনিই আমাদের আমার পরবর্তী দমিত্ত বুর্বিলে দেবেন। ১৫ মে চতুর্থ বেঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে আগ্রহভূলা থেকে ইউভিন এয়ার ফোর্সের বিমানে করে কোলকাতাত্ত্ব উদ্বেশ্যে রওনা হলো। সঙ্গে ঘৰ্মান্বান টাকা। চতুর্থ বেঙ্গলের সৈনিকদের বেশির ভাগেরই বাড়ি ছিল কুমিল্লা-নেয়াবাদি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে। তারা আমদের নিজেদের এলাকায় থেকেই ভৱাই করতে চাওয়ায় তাদের কাউকে সরে নিয়ে আসল এলাকায় থেকেই ভৱাই করতে চাওয়ায় তাদের কাউকে সরে নিয়ে আসল এলাকায় থেকেই ভৱাই করতে চাওয়ায় না। এসক্ষেত্রে সবে সব ছিল আরো তিনজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা—তারা, শাহেদ ও তার আর্জীয় ইকবাল এবং ব্যাটম্যান ল্যাপ নামেক মুক্তিব। বেঙ্গলকাতায় পৌছে নিউ মার্কেট এলাকার একটা হেটেলে উঠলো। প্রশংসন অভাবে এবং বেঙ্গলে একটা কুম ভাঙ্গ করলাম। শাহেদের কোলকাতায় আর্জীয়-বকলের বাসানি খাকার খবর ব্যবহৃত করে।

এনিকে কোলকাতাত্ত্ব পার্কিস্টানি ডেপুটি হাইকমিশনার বাজলি কর্মকর্তা হেসেন অবী বালাদেশ সরকারের প্রতি ইতিমধ্যে তার অনুগত প্রকাশ করে মিশ্যনে বালাদেশের প্রতাক্ত উভয়ের দিয়েছিলেন। তাঁর দণ্ডের ডেপুটি হাইকমিশনার হেসেন আলীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনি পূর্বৰাজীয় ক্রন্তী যুদ্ধের খবরাখবরের জানতে চাইলেন। আমরা মেটামুক্তি প্রতিবেদ গঠন তুলতে পেরেছি জেনে আশুর ও অনুপ্রাপ্তি হলেন তিনি। আমদের অধিগতি কথা তনে বেশ আশাবাদী মনে হলো তাঁকে। ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসেই মুক্তিবের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমি আর বন্দরকার সাহেব উঠলাম গিয়ে হোটেলে। আগেই বলেছি, ক্ষমে একটা মাত্র বিছানা ছিল। এগুল ক্যাপ্টেন

বন্দরকার পদ এবং বয়স দুর্দিক থেকেই আমার বেশ সিনিয়র। কাজেই তাঁকে বিছানায় থাকতে বলে আমি ভুমিষ্যা নিলাম। মেবেতে কাপেট বা সেই জাতীয় কিছুই নেই, কিন্তু তারই মধ্যে মুসিয়ে পড়তে সেবি হলো না; কারণ এতোদিনে এসব অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। প্রবলিন বাংলাদেশ দুতাবাসে পেলাম। সেখানকার সোকারের কাছে জানতে চাইলাম, সিইনসি কোথায় বসেন? কিন্তু সন্দেহবশত বোধহয় কেউ কিছুই বললো না। প্রবলিন বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ে স্টোর জানাচ্ছিল না মেট। এসব কেউকেটা গোছে একজন ভদ্রলোককে খুব তৎপরতার সঙ্গে জানেকোর করতে দেখলাম। আমার আচরণে তাঁকে খুব চোকশ দেখিছিল। সবাই তাঁকে খুব সমীর করছে। জান পেলো, তাঁর নাম রহমত আলী। তাঁর কাছে আমাদের পরিজ্ঞ দেবার পর তিনি জানাচ্ছেন, তাঁর আসল নাম আবীরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার)। তিনি আমাদেরকে প্রবাসী বালাদেশ সরকারের কার্যালয়ের ঠিকানা দিলেন। এগুল ক্যাপ্টেন বন্দরকার ও আমি কিছু আব্দুল্লাহ বালিঙ্গমে সেই অফিসে পেলাম। বালাদেশ সরকারের কার্যালয়ে পৌছে সিইনসি কর্মসূল (অব.) ওসমানীর কাছে পিপোর্ট করলাম আমরা। ওসমানী সাহেব আমাদের সঙ্গে খুব খুশি হলোন। বলছেন, চলো বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে চোরাক করবে।

আমাদেরকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে একটা চোকির পেপর কুসি আর সাড়ো পেঞ্জি পরা অবস্থায় বসে ছিলেন সর্বজিৎপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আরো ছিলেন তাত্ত্বিক আহমেদ এবং এম. মন্দুর আলী। এগুটিএম কামরুজ্জামান এবং বন্দরকার মোশাতাক তখন অফিসে ছিলেন না। কর্মে ওসমানী প্রবাসী বালাদেশ সরকারের তিনি স্বপ্নতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের। তিনি নেতা সেন্টের পূর্বীকাশের খুচিয়ে আমাদের লোকবল, জনগণের মনোভাব, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল, কি কি প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে খুশি করলেন। মুক্ত করতেন তাঁর।

কথারাতি শেষ হলে কর্মে ওসমানীর সঙ্গে তাঁর কক্ষে পেলাম। ওসমানী আমারকে বললেন, চতুর্থ বেঙ্গলে দু'জন মেজে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এমন অফিসার সহজে তৃপ্তি পেবেন থেকে কেকে এনেছি। তোমার পাঠানোর জন্য তোমাকে চতুর্থ বেঙ্গল থেকে কেকে এনেছি। তোমার প্রথম কাক হচ্ছে আগামী তিমাদিন আমার সঙ্গে থাকবে তুমি। পশ্চিমবঙ্গের দফিদের বিরিহাট থেকে ওক করে উত্তরে কুচিবিহারের পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর কাম্পগুলো পরিদর্শন করতে চাই আমি। তুমি আমার সাথে থাকবে।

তাদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার, কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

তাদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

তাদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

তাদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্মসূল ও সেবকদের জন্ম দরকার।

চাকরের সৃষ্টি করে।

২৫ মার্চের আগে থেকেই বালাদেশে অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্য সব ব্যাটালিয়নের মধ্যে ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদেরকে ভোট দেন আগুন হিসেবে ভারতীয় আঞ্চলিক ঠিকানার নামগুরু কাহিনী শোনানো হয়। পাকিস্তানীর পশ্চিম পর্বতজূলী কার্যকর করার ভূমিকা পেশ মেন সংগঠিত হয়ে আবাস দিতে না পারে, সেজন্তাই তাদেরকে এভাবে ছত্রবান করে দেয়া হয়। এর ফলে প্রয়োজন পরিবর্তনকারী শুরু আবাস করে তাদেরকে অঙ্গ সমর্পণ করাতে সুবিধে হয়ে, এ ব্যাপারাত্মক পাকিস্তানী বিবেচনায় ছিল। এই শীর্ষ-বন্দশ বাস্তবাদের কর্তৃত শিরী আবাস কোম্পানীকে পার্টীপনে পাঠানো হয়। সঙ্গে যাই পারিস্তানি মেজর (পরে নিহত) সৈন্য সামাজিক হস্তে হস্তে পাঠানো হয়। চার্লি কোম্পানীকে কাণ্ডপুর পরিবর্তনকারী শুরু আবাস নেয়া গ্রান্ট ও ভেল্টা কোম্পানি। এদের সঙ্গে পাঠানো হয়। মেজর নিউটনেন্ডেন (পরে নিহত), কাস্টেন মুখলেন (পরে নে, কর্মসূল অব.) এবং লে. রফিককে (পরে বন্দি ও নিহত)।

সৈয়দপুর ক্যাট্রনমেন্টে অবস্থান করছিল উল্লিখিত বেঙ্গালিন্ডেলের রিয়ার পার্টি, ব্যাটালিয়ন হেত কোয়ার্টার ও হেত কোয়ার্টার বেঙ্গালিন্ডেল কিছু সেনাসদস্য। ১৩ মার্চ প্রকসামাদের হাতে আক্রমণ হওয়ার দিন পর্যন্ত ক্যাট্রনমেন্ট আনোয়ার (পরে মেজর জেনারেল), লে. সিরাজ (পরে বন্দি ও নিহত) ও সুবেদার মেজর হারিস এদের সঙ্গে ক্যাট্রনমেন্টে অবস্থান করাইলেন। সৈয়দপুর ক্যাট্রনমেন্টে আরো ছিলেন সিও লে. কর্মসূল মজল করিম ও সোকে ইন ক্যাট্রন মেজর জেনারেল। এই দুজনই ছিলেন পারিস্তানি শিও ফজল করিম ছিলেন প্রবলভাবে বাঙালি-বিদ্রোহী।

২৫ মার্চ রাতে প্রথমের মাধ্যমে পাকিস্তানী বাঙালিদের বিরুদ্ধে অযোড্ধিত মুক্ত করার পর ঘোড়াগাটে অবস্থানের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল, বহুভূর্ণ দিকে অবসরামান ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের ওপর অতিরিক্ত আঘাত হেনে তাদেরকে নির্মূল করে দেয়া। ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের অভিজ্ঞ পারিস্তানি লে. কর্মসূল গোলাগুলি শুরু হওয়ার টিক আগ মুহূর্তে অনভিত্তি তরুণ লে. রফিককে মৃদু বন্দে আলোচনার মাধ্যমে সংজ্ঞ অবসানে আহ্বান জানান। সিংহহনদের অধিকারী এই তরুণ বাঙালি অধিকারীর সরব বিশ্বাসে পারিস্তানি কর্মসূল কাছে যাওয়ামাত্রাই পাকসেনারা তাকে জোর করে কর্মসূলের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে মুক্তির মধ্যে বংশুরের সিংহে বন্দে হয়। এই ঘটনার মুখ্য দুপক্ষের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণে শুরু হয়ে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলির এক পর্যায়ে ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট

টিকতে না পেরে রংপুরের দিকে পালিয়ে যায়। তাদের গফে অনেকে হতাহত হয়। একজন মহিলা এই যুক্তি ভূতীয় বেসলের দুর্জন সেনানী শহীদ। একজন অফিসার বলি এবং নেশ কয়েকজন আহত হয়। বৰ্দি অবস্থায় হতাহত রাখিকে পরে রংপুর সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। এই সংখরণের পর শক্তি-বিহীন চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হয়ে দেলো। সংঘর্ষের এই ঘবর সৈয়দপুর পৌছানে মাঝ সেখানে অবস্থানরত ভূতীয় বেসলের সেনাদের মধ্যে উজেজনা আনন্দে বেড়ে যায়।

৩০ মার্চ ভূতীয় বেসলের ব্যাটালিয়ন আভজ্যান্ট সিরাজকে রংপুর ব্রিগেড হেড কোর্টাৰে একটা বনহারেরে মোগ দেখানো হয়। তার সঙ্গে ১০/১২ জন সশস্ত্র হৃদ্দয় ছিল। পারিস্থিতিক পথে তাদের নির্মানকোষ হত্যা করে। অক্ষয় ঠাণ্ডা মাঝে মাঝে সে রাতেই প্রায় সবাইকে নির্মানকোষ হত্যা করে। দলটির মাঝ একজন সদস্য দৈর্ঘ্যমে বেঁচে যায়। পরে সে ভূতীয় বেসলের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পেরেছিল। উদ্বেগ, তখন রংপুর ব্রিগেডে ও কুড়পুর বিলেট মেজের পদে আসীন ছিলেন একজন বাজালি মেজের আমজন খান চৌধুরী। উদ্বেগ, তখন ১৯৭৫-এর ১৫ অক্টোবর কুমিল্লার ব্রিগেড কম্বাড় ছিলেন এবং তারই নিয়োজিত সেনা দল বসবত্ত্বের বাসবন্দের পাহাড়ার দায়িত্বে ছিল। আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে এরা সেনানী ব্যর্থ হয়। সব সম্বন্ধের দেশে এই বালাদেশে তিনি পরবর্তীকালে মেজের জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিল।

৩০ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তান ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট সৈয়দপুর ক্যাট্টন্মেন্টে অবস্থানকৰ ভূতীয় বেসলের আবাসিক অবস্থানগুলোতে কামাদের প্রচও গোলাবর্ষণ করে। সেখানকার একমাত্র বাজালি অফিসার আনোয়ার সেন্ট্রাল সেনানিবাসে অবস্থানরত ভূতীয় বেসলের বৃষ্টিন্ধনক্ষেত্র সৈন্য স্রূত সংগঠিত হয়ে এই আক্রমণ প্রতিরোধে উদ্দেশ্যে অসিত বিজেনু কুমুদ নাড়ীয়। পারিস্থিতিক সেন্ট্রাল এক পর্যায়ে কামাদের সেনানৰ্ধে পার্শ্বে উভাস্তিক থেকে Assault line বানিয়ে হামলা চালায়। ভূতীয় বেসলের সীর সেনারা আতঙ্ক ক্ষিপ্তাও দক্ষতার সঙ্গে এ হামলাও প্রতিরোধ করে। নিজেদের পক্ষে ব্যাপক হতাহত হওয়ায় এবং আক্রমণে বৃক্ষ একটা সুবিধে করতে না পারেন পাকসেনারা তখনকার মতো রখে ভাঙ দেয়। কয়েক খণ্টা পর ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট আবার কামাদের সোলার হওয়ায় আক্রমণ চালায়। এবাদের আক্রমণ আসে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এ পর্যায়ের প্রচও সংযোগে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি শীকার করে আক্রমণকারী পাকসেনা দল এক সময় পিছিয়ে যায়। তের হয়ে এলে লড়াই পিছিত হয়ে পড়ে। কিন্তু দিনের আলোয় রংপুর থেকে টাক্ক আনিয়ে নতুন করে পার হামলার আশ্বলা দেখা দেয়। এদিনে আবার ব্রিগেড হেড কোর্টারের নির্দেশে মার্টের এধম সঞ্চাহী ভূতীয় বেসলের টাক্ক-বিদ্ধগী

কামানগুলো সামরিক মহড়ার নামে সুকৌশলে ব্যাটালিয়ন থেকে সরিয়ে দিনাজপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় দিনের আলোর ক্যাট্টন্মেন্ট থেকে যুক্ত চালিয়ে যাওয়া ছিল আবহাত্যার শাখিল। নিজেদের পক্ষে প্রচৰ হতাহত এবং শক্ত পক্ষের আর ও লোকবরের কারণে আনোয়ার ভূতীয় বেসলের সেনাদেরকে কোশলগতভাবে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেয়।

ভূতীয় বেসলের সেনাদের বিকিঞ্চান গুলি চালাতে চালাতে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পিছিয়ে আসে। একদল পারিস্থিতিক কামাদের আওতান বাইরে বদরগঞ্জে অবস্থান হচ্ছে করে। অন্য দলটি অবস্থান নেব ফুলবাড়িয়ায়। ক্যাট্টন্মেন্টে এই বক্তব্যগী যুক্ত ভূতীয় বেসলের প্রায় ২০ জন শহীদ এবং ৩০ থেকে ৩৫ জনের মতো সদস্য আহত হয়। এছাড়া কয়েকজন নিহোজ হয়েছিল। পাকসেনাদের পক্ষেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এদিনের ক্যাট্টন্মেন্টের বিভার পার্টির ওপর হামলার খবর পেয়ে ঠাকুরগাঁও ও পার্বতীপুর অবস্থানের চার্লি ও আলজি কোম্পানি সৈয়দপুর ক্যাট্টন্মেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে এগিলের ২ তারিখে ফুলবাড়িতে একজন হ। বহু সদস্য বিদ্রো করে ভূতীয় বেসলের সেনাদের সঙ্গে মোগ দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এদিনকে অলঝা কোম্পানি ফুলবাড়ি চলে যাওয়ায় একদল পাকসেনা ও প্রচৰ অন্তর্ধানী বিহারি-আবাঙ্গি এলাকা দখল করে নেয়। ৪ একজন অলঝা কোম্পানি পার অবস্থানে আক্রমণ চালিয়ে পার্বতীপুর পুনর্দখল করে। এ আক্রমণে টিকতে না পেরে সেখানে অবস্থানত পাকসেনাও সম্মত বিহারিরা বেসলের পালিয়ে যায়। এই যুক্ত ভূতীয় বেসলের একজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হয়।

প্রায় একই সময় চার্লি কোম্পানি ভূয়িয়েবন্দরের পাক অবস্থানে প্রচৰ আক্রমণ চালায়। চার্লি কোম্পানির আক্রমণের তীব্রতার কারণে পাকসেনাদের প্রথমবারের মতো যুক্তক্ষেত্রে টাক্ক ব্যবহার করতে হয়। এ যুক্ত চার্লি কোম্পানির বেশ কয়েকজন হতাহত হয়ে গড়লে আক্রমণ বৃক্ষ করে তারা এক পর্যায়ে পিছিয়ে আসে। চার্লি কোম্পানি এবার অবস্থান নেব চৰখাইয়ের কাছে খেলাধুলিতে।

এপ্রিলের ভূতীয় সঞ্চাহ নাগাদ প্রায় গোটা ভূতীয় বেসল চৰখাই-গোলাখাটিতে অভিযন্তাগত অবস্থায় হচ্ছে করে তাহাতে হতাহতে কারণে ব্যাটালিয়নের সদস্য সংখ্যা অনেক হাল পেয়েছিল। বিচিন্তা হয়ে পুরুষ সেনাসদস্য ব্যাটালিয়নের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে থাকে। অফিসারদের মধ্যে একমাত্র আনোয়ার তখন ব্যাটালিয়নে। আশীর্বাদ ও মুখ্যমন্ত্রী তখন নির্বোজ এবং নিজামউল্লিন শহীদ।

তৃতীয় বেঙ্গল খোলাহাটি ধাকার সময় সন্ধিবত ৯ এপ্রিল আনোয়ার রংপুর ক্যান্টনমেন্ট অক্ষমদের উদ্দেশ্যে বন্দরগঞ্জে রেকি (পর্মবেক্ষণ ও অনুসন্ধান) করতে যায়। তার সঙ্গে ছিল মাঝ কয়েকজন অভিযোগী। এ সময় ভুল করে হাঁটাং সে জিপসহ ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট আর ইপিআর বাহিনীর চামড়া সরঞ্জামাদি (Web Equipment) দুটোই কালো রংজে ছিল বলে এই বিভাগটি সৃষ্টি হয়। মুক্তির মধ্যে দু'গুচ্ছই নিজেদের ভুল স্বীকৃতে পারে। তবে হৃদয়ে যায় ভুল বিনিময়। মাঝ কয়েকজন যোদ্ধাদের আনোয়ার বালি হওয়ার সমূহ সহজেন্দ্র থেকে ঘৰণণপ যুক্ত করিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ যুবে আনোয়ার ভুলবিন্দি হয়। পরে কৌশলে পাকিস্তানিদের এ শক্তিশালী অবস্থান অক্ষমদের কাছে আনোয়ার ও তার সহযোগীরা সেনিন্ট খোলাহাটিকে অবস্থানের তৃতীয় বেঙ্গলে ছিলে নিয়ে আসে। তারে এ এলাকার ম্যাপসহ জিপসার্টিটি শক্তপক্ষের হাতে পড়ে যায়। ম্যাপটিতে তৃতীয় বেঙ্গলের বিভিন্ন কোম্পানির অবস্থান চিহ্নিত ছিল বলে বিভান্ন আক্ষেতের আশীর্বাদ সেনিন্ট তৃতীয় বেঙ্গলকে দুই ভাগে ভিজিয়ে দেয়। এক অংশ চলে যায় চৰখাই-ফুলবাটি এলাকায়, অন্য অংশ অবস্থান নেয় হিলি এলাকায়। উত্তরে, এই ঘটনার দিন দুয়েক আগে আলুফা কোম্পানি বন্দরগঞ্জে একটি বড়ো ধরনের আয়োবুশ করে, যাতে পাকিস্তানদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়।

এপ্রিলের ১৩ থেকে ১৪ তারিখে চৰখাইয়ে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদল ও ইপিআর-এর বাঙালি সদস্যরা বেল লাইন ধরে অবসরমান শর্জনসনাতের বড়ো দলের মোকাবেলায় ব্যাপক আক্ষেতের আয়োবুশ হাপন করে। পাকিস্তানের বেল লাইন ধরে হিলির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বেল লাইনের দু'পাশের গামগুলোতে আওন লাগাতে লাগাতে অবস্থান হচ্ছিল তারা। আয়োবুশের ফাঁদে আসামীর পকিস্তানের প্রচৰ গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে বহু পকিস্তানে হতাহত হলে আক্ষেতের জন্য তারা পার্শ্বগুরুর দিকে পশ্চাদপ্রস্তর করে। এ যুক্ত মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন হতাহত হয়।

১৪ এপ্রিল আলুফা কোম্পানির প্লাটান কমাত্তার নামের শুবেদার (পরে ক্যাটেন অব.) ও হুবাবকে খোড়ায়টি-হিলি রোডে পাকিস্তানদের অক্ষিক্ষা অবস্থানে হৈতে করতে পাঠানো হয়। অগ্রসরমান এই সেনাদলগুলির অলঢ়ে পৌঁছাবিবি-হিলি রোডে ধরে আসা আরেকটি শক্তিশালী শক্ত-সেনাদল অক্ষিক্ষা তাদেরকে পেছে দিক থেকে হামলা করে বলে। তৃতীয় বেঙ্গলের সামনের এবং একটু সেনান্বিতভাবে পেছনের শক্ত-অবস্থান থেকে অবিরাম সেনানগান আর মার্টির ফয়ার হতে থাকে। একমাত্র রাস্তা ছাড়া কভার নেয়ার জন্য কোনো উচু আড়াল নেই। রাস্তার দু'পাশে বিস্তৃত ধানবেত। এ অবস্থানে সারাদিন

যুক্তের পর বাতের অক্ষকারে ওহাবের প্লাটানটি পশ্চাদপ্রস্তর করতে সক্ষম হয়। এই সংঘর্ষে তৃতীয় বেঙ্গলের একজন শহীদ ও ১৩জন আহত হয়। ওহাব আহতদের সবাইকে তাদের মৃল প্রতিরক্ষা অবস্থানে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আলুফা ও চার্লি কোম্পানির যৌথ সেনাদল মোহনপুর ব্রিজ এলাকার শক্ত অবস্থানে আক্রমণ করে। এ হামলার দু'গুকেই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তৃতীয় বেঙ্গলের দু'জন এনসি ও নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। এই অভিযানের দু'একটিন পর আলুফা কোম্পানি দিনাজপুরের রামগুরির এলাকায় পাক অবস্থানে রেইচ করে এবং সাফল্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষে প্রস্তুত করে আসে।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তৃতীয় বেঙ্গল মিতি বাহিনীর পরামর্শদাতা আক্রমণ-এক্ষণ্ড আক্রমণ এভিয় নিয়ে সেইচ আলুফা, মোত মাইন স্লাপন ও ব্রিজ ডেমোলিশনের মতো ক্ষুকিপূর্ণ কাজ করতে থাকে। উদ্দেশ্য, পরামর্শক হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে তাদের সদাবেল চিঢ় ধরানো এবং যাতায়াত বাধাপ্রস্ত করা। এ করমই একটা আক্ষেতে মে মাসের মাঝামাঝি পাঁচবিবি-জয়পুরহাট রাস্তার ওপর এক মাইন লিকেরেণে পাকবাহিনীর একটি পাড়ি বিরক্ষত হলে একজন ওপর একজন ও ১৩জন সৈন্য নিহত হয়।

চৰখাই ধানকালীন এপ্রিলের শেষে মিতি বাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় বেঙ্গলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বেঙ্গলে তখন রয়েছে একজন অফিসারসহ বিভিন্ন রায়ের ৪১১ জন সেনাদস্য। পরবর্তীকালে মিতি বাহিনীর পরামর্শ দুটো কোম্পানি স্থানান্তরিত হয় ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা রায়গঞ্জে। আনোয়ারের দুই কোম্পানি হিল-বালুরঘাট এলাকায় থেকে যায়। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আনোয়ারের কোম্পানি দুটোর অধিনায়ককৰ্ত্ত গহর্ণের মাধ্যমে আমি বালুরঘাটের কামারপাড়া নামের একটা জায়গায় তৃতীয় বেঙ্গলের পুর্ণষ্ঠনে হাত দিই।

কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে সীমান্ত ক্যাট্প পরিদর্শন বালিগঞ্জ লে. নূরপুরীর (পরে লে. কর্নেল, অভিযানের অভিযোগে বরবাটো) সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। কেলকাতায় দুন্দুবী যেখানে অবস্থান করছিলো, আমাকে সেখানে ধাকার অভ্যরণ জানায়। সে তখন ক্যাটেন ডালিম (পরে মেজর, অব.) ক্যাটেন নূর (পরে মেজর, অব.) ও ক্যাটেন মতিউর রহমান (পরে কর্নেল এবং ১৯১-র চাট্টাম অভ্যরণে নিহত) এদের সঙ্গে সভ্যক একটা কুলে ঠাই নিয়েছিল। একটিন সুরক্ষিতের ওখানে সেলাম। ক্যাটেন ডালিম, নূর, মতি এবং এরা সবাই কদিন আগে পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে পকিতজন থেকে পালিয়ে এসেছে। সার রাত গফ্টজৱ হলো। খুব খুশি হলাম। আরো তিনজন

অফিসারকে পাওয়া গেলো। নবী এ সময় আমাকে অনুরোধ করলেন তাকে সঙ্গে নিনে। নিয়ে নিলাম তাকে। সঙ্গে আরো ডিনজন। কানেলি ওসমানী, ছাইভার ও আমার ব্যাটম্যান। শুন হলো প্রায় আড়াইশো মাইলের ঘাটা। পথে বেশ কয়েকটি ক্যাম্পে থামলাম আমরা। ওসমানীকে এ সময় বেশ অসহিষ্ণু মনে হতে লাগলো। কোনো বড় ধরনের সময়া দেখলেই তিনি শুধু বলছিলেন, ‘আমা পক্ষে এতে সমস্যার সমাধান সন্তুষ্ট নয়। আই উল রিজাইন’। সুন্দর সফরে তিনি আরু কৃতিবাবুর পদস্থাপনের হস্তেন। প্রায় সব কঠি ক্যাম্পের ক্যাম্পার এবং কোনো কোনো জয়গায় হাসানীয় সামোদের সঙ্গে দুর্ব্বিবাহ করলেন ওসমানী। বসিরহাটের কাছে একটি ক্যাম্পে ক্যাটেন জলিলের (পরে মেজর অব., জাসদ সেতা) সঙ্গে দেখা হয়। ওসমানী জলিলকে সৈতানিক করলেন। তাঁর এছেন আচরণ আমাকে লজিত না করে পারলো না। জলিলের অপরাধ ছিল, বিরশালে পাকবাহিনীর আচরণকা হামলার বেশ বিচু অশ্রশঙ্খসহ তাঁর একটি শশ ঢুবে যায়। ক্যাটেন জলিল চুপচাপ ওসমানীর বক্সবাকুর মাথা পেতে নিলো। আমার তখন যুক্তের আর কোলকাতার ফরাকটা বেশি করে মনে পড়ছিলো। মনে হলো, ওসমানী সশরীনে যুক্তের থাকলে হয়তো জলিলকে এভাবে দেখাবেন এবং তিরকার করতে পারতেন না।

বন্দী ক্যাম্পে দেখা হলো প্রথম বেঙ্গলের ক্যাটেন হাফিজউলিদের (পরে মেজর অব.) সঙ্গে। সব রাতে মিলিয়ে প্রায় দুশূল সেনাসদস্যকে নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিল সে। প্রসঙ্গত বলেই হয়, প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ২৫ মার্চে আগে দেকেই ট্রেনিংয়ের কারণে ক্যাটেনমেটের বাইডে ছিল ব্যাটালিয়নটি। ৩ মার্চ তাদেরকে ক্যাটেনমেটে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রথম বেঙ্গল সেই মতো ফিরে এলে পাকিস্তানি পদাতিক ও পোলপাজ বাহিনী দিয়ে তাদেরকে দেখাও করে অন্ত সমর্পণ করানো চেষ্টা করে। প্রথম বেঙ্গলের বাঞ্ছিন সিও অন্ত সমর্পণের জন্য তৈরি হয়ে যান। এ পরিষিদ্ধিতে ক্যাটেন হাফিজের নেতৃত্বে রেসিও-এনসিওরা বিদ্রোহ করে অন্তসহ রেখিয়ে আসে। তারপর ঐ শব্দুয়োক সেনিক ছেট ছোট এস্টোরু যুদ্ধ করতে করতে বনীৰা সীমান্তে একে হয় এবং নে মাঝসূল ল্যাঙ্কে ক্যাম্প ছাপন করে। আশপাশের বিওপিগুলো থেকে বেশ কিছু বাঙালি হিপিআর তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যশোর সেনানিবাসে ক্যাটেন হাফিজের নেতৃত্বে প্রথম বেঙ্গল বিদ্রোহ করার পর বাঙালি সিওসহ অনেকে আশেপাশে করে, কেউ পালিয়ে যায়। এছাড়া যুক্ত করেকজন বাঙালি সৈন্য হাতাহত হয়।

যাই হোক, জরুর আরো উভয়ে এগোলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত এসে

পৌছলাম বাগড়োগরা এয়ারফিল্ডে। এয়ারফিল্ডের কাছাকাছি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আওগানী শিল্পের সামনে সিরাজ সহেরে সঙ্গে দুর্ব্বিবাহ করলেন কর্মেল ওসমানী। এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হলে অতি কঠোর আরু সেটা সামাজ নিয়ে। কমাত্তর ইন চিফ কর্মেল ওসমানীর এহেম কার্যকলাপ ও আচরণে অত্যন্ত নিরাম হলাম আমি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মুক্তিবুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সদেহ জাগলো। হিংরতাহীন মানবিকতাবে অবাস্ত একজন সেকেবে মুক্তিবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে বসানো করতো মুক্তিযুক্ত হয়েছে, এবং এক জাগলো। ডিনজনের এই সফরে মুক্তিযুক্ত, অপারেশন, যুদ্ধক্ষেত্র, অঙ্গুশ্চল, অঙ্গুশ্চল ও রসদের সংস্থান সম্পর্কে বলতে দেখে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি ওসমানী। দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আইনের ফেলে MPML (Manual of Pak Military Law) কতোটুকু গ্রহণযোগ্য তার বাদ দেয়া উচিত, সারা পথ সেই আলোচনাতেই মেতে রইলেন তিনি। যুক্ত কেবল তত্ত্ব, বিজ্ঞ কঠোর পর্যায়ে রয়েছে তাঁর কোনো টিক-টিকানা নেই, অর্থ সেনাবাহিনীর আইন নিয়ে এসি চিত্তার অব নেই তার। সবচেয়ে আচরণে বিষয় ভারতের মতো নিরাপদ জয়গাতেও পাকিস্তানি কমাত্তে হামলার ভয়ে সারাক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে রইলেন তিনি।

তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়কত্ব লাভ ও পরিবারের সঙ্গে দেখা ভুক্তপ্রামাণ্যে জয়মরিহাট ক্যাম্পে দেখা হয় ক্যাটেন নজরুলের (পরে কে, কর্মেল ওসমানী ভাসে। এবার ফেরার পালা। পিরতি পথে বালুরঘাটের বালুপাড়ায় পাঠি থামালো। সেখানে ক্যাটেন আনোয়ার ১৮৭ জন সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সিইসি ওসমানী আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাসদস্যদের উদ্দেশ্যে ‘দরবার’ করে ব্যাটালিয়নটির অধিনায়কত্ব আমার ওপর অর্পণ করলেন। এরপর তিনি বালুরঘাট থেকে ইতিয়ান এয়ারফোর্সের বিমানযোগে বোর্ডিংকার্তার উদ্দেশ্যে বেগুনা হাতে পেলেন।

দিন দুয়োক পর থবর পেলাম, আমার শ্রী ও দুই ছেলে কাজীর সঙ্গে মতিনগর ক্যাম্পে পৌছানোর পর সেখানে একবাত থেকে আগরতল চলে গেছে। সেখানে ওরা মেজর খালেদ মোশারেহের পরিবারের সঙ্গে কোনো একটা সরকারি কোয়ার্টারে রয়েছে। এ থবর পাওয়ার পর ডিনজনের ছুটি নিয়ে কোলকাতার গেলাম। সেখান থেকে বেসামুরিক বিমানে করে আগরতলায় থিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলাম। পরদিনই আবুর ইতিয়ান এয়ারফোর্সের একটা ‘ফেয়ার চাইত’ পরিবহন বিমানে করে সপরিবারে বোর্ডিংকার্তার উদ্দেশ্যে যাও করি। একই প্রেম ছিলেন জোহরা তাজউদ্দিন ও তোফায়েল আহমেদ। তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে পরিচয় হলো। বাগড়োগরাতে যাতাদিবাতি সময় প্রায় দুঁর্ঘটন আলাপে ঘনিষ্ঠতা আরো

বাড়লো। তার নেতৃত্বালত আচরণে মুক্ত হই আমি। ১৯৬৯ সালে পকিস্তানের ডেরা ইসমাইল বাঁশহরে ঘাকাকালে বাজাগির প্রধানিকার আন্দোলনে তোফায়েল আহমদের উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হিলাম। এ.আ.র.এস, দেহাত সম্পাদনায় রাজ্যালয়েভিটি থেকে প্রকাশিত 'ইস্টার উইঁ' পত্রিকাটি বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতৃত্ব দেওকালয়ে আহমদের সংবাদী ভূমিকা ভালোভাবেই তুলে ধরতো। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যর্থনারের অন্ততম নায়কের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগছিলো। বেলাকাত্তার পৌছাই রান্ডিমা ও দু'ছেলেকে পক্ষিমবঙ্গ রাজ্যসভার হাবিবুল্লাহ বাসায় রাখলাম। ওর সঙ্গে রামিনের আশীর্যতা ছিল। আরপর সেখান থেকে সরাসরি বালুরঘাটে চলে গেলাম।

তৃতীয় বেসলের পুনর্গঠন ও করেকটি অপারেশন

বালুরঘাট পৌছানোর পরে পর্বতী তিনি সঞ্চার তৃতীয় বেসলের পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো। শিলিঙ্গি থেকে মালদহ পর্বত প্রতিটি ক্যাম্প থেকে শত শত ইপিআর, পুলিশ আর ট্রেনিংক্লাশ মুক্তিযোৱার সময়ে এগারোটো সদস্যের তৃতীয় বেসল গড়ে তুললাম। এই বিন্দুটিমেটে তা, মেজর এমএইচ টোপুরী (পেরে প্রিণ্টেজির) আমাকে বিশেষভাবে সহায় করেন। তিনি আপে থেকেই বাঙালপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। ট্রেনিংয়ের সঙ্গে কিছু কিছু প্র্যাকটিকাল ওভারল করানো হলো। সিনাজপুর, হিলি ও মণ্ডাতে বিভিন্ন পাক অবস্থানে প্রাপ্তুন পর্যায়ে প্লাট্টিং এবং রেইচ চালানো হয়। এসব অভিযানে লে. নবী, লে. (অব.) ইন্দ্ৰি এবং যথেষ্ট সফলতার পৰিস্থিত দেখে। বেশ কঠি অভিযানে তারা পাকবাহিনীর বাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্যাটেন আনোয়ার মুক্ত আহত হওয়ায় ক্যাম্প থেকেই পুনর্গঠন কাজে বাস্ত ছিল। লে. (অব.) ইন্দ্ৰিস ছিল পাক সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত সেকান্দিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। মুক্তিদুর্বেল আপে করিত ছিল উত্তরবঙ্গের একটি নিকটলোক। যুক্ত তত্ত্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব-প্রযোজিত হয়ে খুক্ক মেঝ দেয় ইন্দ্ৰিস। বাঙালপাড়া ক্যাম্পের মুক্তিযোৱা ও ইপিআর-দের সঙ্গে মেঝ করেকটি রাজক্ষয়ী লড়াইয়ে অংশ নেয় সে। বাঙালপাড়ায় এসে তৃতীয় বেসলের দায়িত্ব নেয়ার পর এই অভিসারিটির শীরস্ত্রের কথা বলে তাকে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়ার আমরণ আনাই। আমার অমরুল এহশ করে সন্দে তৃতীয় বেসলে যোগ দিল লে. ইন্দ্ৰিস। পৰবৰ্তীকালে সে নবীর সঙ্গে সিনাজপুর শহর এলাকায় বেশ করেকটি অভিযান পরিচালনা করে। জনেন্দ্ৰ মাধীয়ামিক আমরা যখন বালুরঘাটে হেডে মেঘালয়ের সীমান্ত এলাকায় চলে যাই তখন যাওয়ার সময় ইন্দ্ৰিস তাকে হেডে দেয়ার অনুরোধ জানায়। বালুরঘাটে থেকেই যুক্ত চালিয়ে যেতে আগুই প্রকাশ করে সে। আমি আর তাকে ধরে রাখি নি। পরে উনেছি, মুক্তিদুর্বেল বাকি

সময়টাতেও সে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় নিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা-বিবোধীরা ইন্দ্ৰিসের ওপর দু'বার হামলা চালায়। প্রথমদফায় বেধডুক মারবোর কবরার পর তুরকুর আহত ইন্দ্ৰিসকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু কপাল জোরে সেবাবের ঘটে বেঁচে যায় সে। বিভিন্নবাবে যাকে প্রচাষ্টা বার্ষ না হয় সেটা নিশ্চিত করতে ঘাতকো ইন্দ্ৰিসকে তুলি করে হত্যা করে।

এ সময় ডা. মেজর এম. এইচ. টোপুরী নামে একজন অফিসার বালুরঘাট এলাকার একটি ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। তাকে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়ার অসম্ভব জানালে সেখানে রাজি হলেন। এরপর তাকে সীমান্ত এলাকার ক্যাম্পগুলো পুনর্গঠনের সময় তিনি আমার সঙ্গে থাকতেন। পরবর্তীকালে তেলচালা যাওয়ার সময়ে মেজর টোপুরীকে আমারের সঙ্গে নিয়ে যাই। তেলচালা পৌছে সেবাবে কয়েকদিন থাকার পর তিনি বালুরঘাটে লেটেলচাল যাবে মেঝে চালানে। সেবাবে টোপুরী বেসলে তার পরিচয় বালুরঘাট এলাকার রয়েছে। এছাড়া এ এলাকার ক্যাম্পগুলোর চিলিঙ্গে দায়িত্ব থাকতে পারেন তিনি। তাকে আর আটকে রাখলাম না। ডা. মেজর টোপুরী বালুরঘাট চলে গেলেন। তার কাঁপাণা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প থেকে এলো ব্যবসনসহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওয়াহিদ।

গাড়ো পাহাড়ের তেলচালাটা

১৭ জুন পশ্চিম সিনাজপুর রায়গঞ্জ মেঝে অংশে থেকে দুটো বিশেষ ত্রেন করে তৃতীয় বেসলের পৰবৰ্তী গঙ্গা মেঘালয়ে তেলচালার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তেলচালার ভৌগোলিক অবস্থান ময়মনসিংহের উত্তর-পশ্চিমে গারো পাহাড়ের পাদদেশে। দু'দিন পর পৌছাটি মেলস্টেটার পৌছালাম। সেবাবে থেকে ৭০ থেকে ৭২টি বিশেষাধিক ট্রাকে করে আরো একদিন চালার পর প্রক্ষপণ নদী বরাবর মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তেলচালায় পৌছালাম। জায়গাটি পৌছাটি থেকে দুশো মাইল পশ্চিমে। হেট হেট পাহাড় অব থন জঙ্গলে ভৱিত এলাকাটি সাধ, কুন শুরোর আর বাদের আবগু। এখন থেকে এটাই আমাদের ঘাঁটি। করেকটি পাহাড় পরিষ্কার করে ক্ষেপানিগুলোর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আগে থেকেই জো মেজারি অধিনায়ক মেজর জিয়ার তার হেত কোর্টে নিয়ে সেবাবে অবস্থান করছিলেন। জিয়ার সঙ্গে ছিল জেড মেজারের প্রিনেস মেজর ক্যাটেন অলি আহমদ (পেরে কলেল অব.) এবং ডি.ফিল্ড, ক্যাটেন সাদেক (এবন প্রিণ্টেজির)। জেড ফোর্সের অন্য একটি ব্যাটালিয়ন প্রথম বেসল ক্যাটেন হাফিজের সেভ্যু বন্দী থেকে এসে পৌছুলো। নিন দশকে পর জেড ফোর্সের তৃতীয় ব্যাটালিয়ন অষ্টম বেসল ক্যাটেন আমিনুল হকের (পেরে প্রিণ্টেজির অব.) সেভ্যু চট্টামানের বামগড়

পাহাড় থেকে নীর্ঘ ভারতীয় চূখ্যও পাড়ি দিয়ে তেলচালায় আমাদের পাশাপাশি অবস্থান নেয়। ২৫ জন নাগদ তেড় ফোর্স বাংলাদেশের প্রথম পদাতিক প্রিমেট হিসেবে সংগঠিত হয়। তিনটি ব্যাটালিয়নের যার যার অবস্থানে ট্রেনিং চলতে থাকে। একটি পদাতিক বাহিনীর যেসব অঙ্গ ও গোলাবারুদ খাকা দরকার, তার সবই তেড় ফোর্সের কাছে হিলো। হিলো না কেবল যোগাযোগের উপকরণ আর ম্যাপ। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো সিগন্যাল সেট বা ম্যাপ দেয় নি। হাতে তাদের ওপর আমাদের নির্ভুল করে রাখার উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়েছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের তিনটি ব্যাটালিয়নের আলাদা আলাদা সার্টেডিক নাম দিয়েছিল। তাদের নথিপত্রে আমাদের পরিচিতি ছিলো ১ Arty (প্রথম বেঙ্গল), 2 Arty (ভূটীয় বেঙ্গল) এবং ৩ Arty (ষষ্ঠম বেঙ্গল)। ২৫ জুনই পর্যন্ত তেলচালায় সর্বাধিক মুকের ট্রেনিং জাতে থাকে। প্রাণ সারাদিন ট্রেনিং চলে। রাতে প্রচও মশার কামড় আর শুয়োর, সাপ ইত্যাদির উৎপাতে জীবন অভিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো আমাদের। বাংলাদেশের ভেতরে ঢোকার জন্য মনে মনে সবাই অঙ্গুর হয়ে উঠেছিলো।

স্বদেশের মাটিতে মুক্তফলের প্রতিরক্ষা

তেলচালার প্রশিক্ষণ পর্য শেখ হলো ২৮ জুলাই।

জেড ফোর্স অধিনায়ক মেজর জিয়া সেন্দিন ভূটীয় বেঙ্গলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আগামী মু'এক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে যাচি আমরা। শহরের বিপর্যে সমৃক্ষ-মুক্ত হিল হতে হবে আমাদের। আমি আশা করি ভূটীয় বেঙ্গলের সদস্যরা শহু হিন্দেন তাদের প্রশিক্ষণের বাস্তব অনোগ দেখাবে। আমাদের লক্ষ্য হবে যতো তাড়াতাড়ি সরব দেশকে থাহিন করা। আমার বিশ্বাস জেড সেন্দিনের প্রতিটি সদস্য এ লক্ষ্যে তাদের নিষেকে কৃত্তিত হবে না। জয় বাংলা।'

সেন্দিন হিলে আমাদেরকে অপারেশনের নির্দেশ দেয় হলো। নির্দেশে

বলা হলো, প্রথম বেঙ্গল ৩১ জুলাই শেখ রাতে কামালপুরের শক্তিশালী পাকিস্তানি অবস্থানের আক্রমণ করে দখলে নিয়ে নেবে। ভূটীয় বেঙ্গলের নির্দেশে হিলে আমাদের কামালপুরের প্রশিক্ষণের বাস্তব অনোগ দেখাবে। আমাদের লক্ষ্য হবে যতো তাড়াতাড়ি সরব দেশকে থাহিন করা। আমার বিশ্বাস জেড সেন্দিনের

প্রতিটি সদস্য এ লক্ষ্যে তাদের নিষেকে কৃত্তিত হবে না। জয় বাংলা।

কামালপুরে প্রথম বেঙ্গল পাক অবস্থানে প্রচও আক্রমণ চালিয়েও অবস্থানটি দখল করতে পারে নি। পাকবাহিনীর প্রচ মার্টার আক্রমণ এবং ভূটীয় প্রতিযোগের প্র প্রথম বেঙ্গল হিলে আসে। এই মুক্তে প্রথম বেঙ্গলের ৬৭ জন শৈল শহীদ এবং বেশ কিছু শৈল আহত হয়। একটি কোম্পানির কমাত্তার ক্যাটুন সালাইটিনি যমতাজ মুক্তে শহীদ হন। অন্য কোম্পানির কমাত্তার ক্যাটুন হাফিজ আহত অবস্থায় সেন্দালের সাথে ফিরে আসে। পাকিস্তানিদের তরফেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের পক্ষে হতাহতের সঠিক সংখ্যা আমরা জানতে পারি নি, তবে মুক্তের তিনদিন প্রও পাকবাহিনীকে হেলিকপ্টারে করে হতাহতদের সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। এনিকে অষ্টম বেঙ্গল নকশী-গজানী এলাকার অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানিদের অনেক

ফয়সাল করলেও জায়গাটা দখলে আনতে পারে নি। এ যুক্তে অষ্টম বেঙ্গল মেশিনগেটের বেশ ক্ষমতিই হয়। আক্রমণে নেতৃত্বদানকারী অফিসার ক্যাট্টেন অবিন আহমেদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল) গুলিবিহু হয়। যুক্তফোর্মে আহত অবস্থায় পড়ে থাকলে এক পর্যায়ে শুরুগুপকের হাতে তার বাদি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন ব্যাটালিয়ন কমাত্তর ক্যাট্টেন অবিনুল হক (পরে প্রিপোজিয়ার অব অব) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দু'জন জেসি ও এবং এনসি'র সহায়তায় ক্যাট্টেন অবিনুলকে উজ্জ্বল করে। এ অভিযানেও ব্যর্থতার মূল কারণ পাকবাহিনীর পাতাও মৰ্টেল অক্ষরণ। তাছাড়া এ ধরনের যুক্ত জীবী হতে হলে যথেষ্ট প্রশংসন ও অভিযন্তার অযোজন, কিন্তু আমাদের সেটা ছিল না। সর্বোপরি, কোম্পানি কমাত্তর ক্যাট্টেন অবিন আহত হওয়ার সৈন্যরা মনোভাব হারিয়ে ফেলেছিল।

এব্রে আমার অর্থাৎ ভূটীয় বেঙ্গলের অভিযানের কাথায় আসা যাক। ৩১ জুলাই দুপুরে কামালপুর বিশ্বপি'র কাছে হ্যারেট শাহ কামালের (রা.) মজার হয়ে আমার বালাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করি। সেখান থেকে তিনটি হেট-বড়ো নদী প্রেরণে তবে আমাদের গন্তব্যস্থল বাহাদুরাবাদ ফেরিয়াট। প্রায় পঞ্চিশ মাইলের পাঁচি। আমার সঙ্গে আলফা ও ডেল্টা কোম্পানি, মার্ট'র প্রাইন এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার। আলফা কোম্পানির কমাত্তর ক্যাট্টেন আনোয়ার, ডেল্টার কমাত্তর লে. দুর্গবী। কান্দা-পানি থেকে ইটাংপথে আমার সবুজপুর ধাটে পৌছালাম। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ধাটা দেড়েকের মধ্যেই ডাঙবালকে নৌকা যোগাড় হয়ে পোকে। কিছুই হেটে ও পরে নৌকায় অঘসর হয়ে বাত তিনটির দিকে খুব সারবাধানতাৰ সঙ্গে পুরনো প্রকাপুত্র নদী পার হলাম। এই সময়ে মিনাট পৰপৰাই পাকবাহিনীর ঘাটটো বার্জের ওপৰ থেকে বিভিন্ন দিকে সার্চলাইটের আলো ফেলে মেশিনগানের গুলি ছুটতো। আমাদের প্রান ছিল নে, নদীর ডেল্টা কোম্পানি বাহাদুরাবাদ ধাট সংগ্ৰহ বাৰ্জ ও সেলের ধোঁয়া বাসিতে পাক মেশিনগান ও হেট'র অবস্থানগুলোতে হামলা চালিয়ে সেগুলোকে ধূঃস কৰাৰে এবং ধাটে অবস্থানত বার্জগুলোকে ছুবিয়ে দেবে। আনোয়ার তার আলফা কোম্পানি নিয়ে নদীৰ বিয়াৰে প্রোটেকশনেনে দায়িত্ব ধোকাবে। আনোয়ারের সঙ্গে আহিংস থাকবো। নদীৰ পাতে রাখা নৌকাগুলো এবং পশ্চাদপসরণের রাস্তা নিরাপদ রাখা আনোয়ারের অন্যত দায়িত্ব। তেৱে পাঁচটাৰ সিলে নদীৰ কোম্পানি পাকসেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালালো। আচমকা আক্রমণে প্রথমটোয়া হত্তচলিত হয়ে পোকে মিনিট দশেকের মধ্যে পাকবাহিনী নিজেদের উছিয়ে নিয়ে আমাদের অবস্থানে মেশিনগান ও মার্ট'র চালানো শুরু কৰে। পাকবাহিনীদের তিনটি বাৰ্জ অবেজো কৰে দেয়া হলো। দুটো যাঁৰীবাহী বাসিতে বিশ্বাসৱাত অজ্ঞাতসংবৰ্ধক পাকিষ্টানি সৈন্য গোলাগুলিৰ মধ্যে পড়ে

নিশ্চিতভাবেই হতাহত হয়েছিলো। শাস্তিভূমিৰ জন্য বাবহৃষ্ট দুটো ইঞ্জিনও ক্ষতিগ্রস্ত কৰা হলো। আবক্ষণ্টের এই অপারেশন পাকবাহিনীৰ হতাহতেৰ সংখ্যা জানা যায় নি। আমাদেৰ পক্ষে কয়েকজন বুলেটবিক্ষ কৰা হলো। এদেৰ মধ্যে একজন হিলেন বৰীয়ান নায়ে সুবেদৰ ভুঁতু মিয়া। মুকুর্ম অবস্থায় তাকে স্টেচারে কৰে ভাৰতীয় সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উঁঠেখা, ভুঁতু মিয়া ইপিআর-এৰ একজন জেনেল হিলেন। তাৰ পোসিং ছিল দিনাজপুরেৰ একটি বিশ্বাপতি। বৰষবৰ্ষৰ আহানে অনুপ্রাপ্তি হয়ে ২৫ মার্চ রাতে তিনি ভাৰ বিশ্বপিৰ বাঙালি ইপিআরদেৱ সহায়তাৰ অবাঞ্চলি ইপিআর সদস্যদেৱ নিষ্ঠিয় কৰে সিয়ে বাংলাদেশেৰ পক্ষাকা উঠিয়ে দেন। পৰবৰ্তীকালে বাঙালপাড়ায় আমাৰ ব্যাটালিয়নে যোগ দেন তিনি।

অপারেশন শেষে নদী পার হয়ে আমুৰা একটি নিৰাপদ জায়গায় একজ হলাম। সিকান নিলাম এন্টেন ডেলোলায় দিয়ে ন গিয়ে বালাদেশেৰ ভেতৱে আমো কিছিদিন পাকবো। আমো ব্যৱহৃতি অভিযান চালিয়ে পাকবাহিনীৰ সহায়ত্ব কৰে তাৰে ভাদৰে মনোলৈ চিত্ত ধৰালৈ চেষ্টা কৰাব। বালাদেশে যে মুক্তিশূল চলছে, সেটা ও স্বাধীনকে জানান দেয়া দৰকার। আমুৰা দেওবুনগঝ চিনিকল ও মেলস্টেশন সংলগ্ন পাকবাহিনীৰ ধাটিত্তলো আক্রমণ কৰাৰ সিক্ষণ নিলাম। সেনিনই ১২টা নৌকায় কৰে পুৱনো ব্রহ্মপুত্ৰ ধৰে রণনা হলাম। পাঁচটাৰ থেকে হাজাৰ মৃণি একেকটা নৌকা। এসময় সেজোনালজ ও বাহাদুরাবাদ ধাটেৰ মাঝামাঝি জায়গায় মেলেওয়া ডিজুটি ধৰণ কৰাৰ জন্য নামেৰ স্বেচ্ছাৰ কৰম আলীৰ নেতৃত্বে একটা প্রাইম পালন কৰে। এদিনেৰ পথে একটি পাকদেৱ বালিদেৱ বেশ সমদৰ কৰে আমাদেৱ আগ্যায়নেৰ ব্যৱহাৰ কৰলো। আমো সাড়ে চারশো সৈন্যকে খাওয়ানোৰ জন্য গুৰু জৰাই কৰলো তাৰা। দুপুৰেৰ বাওয়া তে হলাই, সেই তাৰা বাবেৰ খাবাৰও দিয়ে দিল। পৰিৱ আবাসীয়া গুৰু জৰাই কৰায় তামেৰকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম। তাৰা টাকা তে দেয়েই না, উলটো বানিকটা রেগে পোকে। আবাসীয়াৰ বললো, ‘আমুৰা অস্ত হাতে যুক্ত কৰতে পাৰিছি না, আপনাদেৱে যে সাহায্য কৰাই, সেটোই আমাদেৱ মুক্তিশূল।’ আমাদেৱ এই শাস্তি থেকে ব্রহ্মত কৰাৰে না।’ সক্ষয় সেই আম থেকে আবাব রণনা হলাম। সেওয়ানশেঞ্জে শাইল দেড়েক সামনে এসিয়ে গিয়ে থামলাম আমুৰা। আমে থেকেই ঠিক কৰা ছিল নদী তাৰ কোম্পানি নিয়ে দেওয়ানগঝ ষেন্টেশন সংলগ্ন পাকসেনাদেৱ অবস্থানে হামলা কৰাৰে। চিনিকলোৰ বেষ্ট হাউসে অবস্থানৰত পাকসেনাদেৱ ওপৰ আক্রমণ কৰাৰে আনোয়াৰ। আৰ হেড কোয়ার্টাৰ কোম্পানি নিয়ে আমি যাটোৱ নিৰাপত্তা দায়িত্ব দেনো। কথা ছিল নদীৰ কোম্পানিৰ হামলায় গুলিৰ শব্দ

তন্ত্রেই আমোয়ার সুগার মিলের রেস্ট হাউস এলাকা আক্রমণ করবে। শহীর কোম্পানি স্টেশনে পাকসেনেদের অবস্থানে সফল অপারেশন করার পর সকাল নটার দিকে ঘাটে খিলে আসে। ওনিকে সুগার মিলে হামলা চালিয়ে আমোয়ার তার কোম্পানি নিয়ে আগৈর এক দিনেছিল। আমোয়ারের আলফা কোম্পানির বেশির ভাগ সৈনাই নদী পার হয়ে কাছের একটি ধামে অবস্থান নিয়েছিল। এসব মাধ্যর ওপর পাকিস্তানি বিমান হেলিকপ্টার চতুর দিকে তুর করায় নবীর কোম্পানি নদী পার হয়ে কাছাকাছি আকেচটি ধামে অবস্থান নেয়। এখানেও পাকিস্তানির পিছাপিছিতে তাদের অভিযোগ রাখে করতে হলো। তারা আমাদের না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। রাতে সরুজপুর ঘাট এলাকার ধামটিকে খিলে এগুমার। পরের দিন বাহাদুরবাদ ঘাটে বহু গনকেট ও লক্ষ আস্তা-মাওয়া বরাবর তাদের একটাকেও পাকিস্তানি প্রচুর সৈন্য এনে বাহাদুরবাদে তাদের অবস্থান আবার সুরক্ষিত করেছিল।

দেওয়ানগঞ্জ অভিযানে এক মজান ঘটনা ঘটে। রেল স্টেশন অপারেশন শেষে যেরার সময় নদী মন্দ্রাসা থেকে ই'জন সশস্ত্র রাজাকারকে বন্দি করে নিয়ে আসে। হজা বা কোনোরকম পাণ্ঠি না দিয়ে আমোয়া তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই এবং তারা আমাদের পক্ষে ঘৃন্ধন যোগ দেয়। দেওয়ানগঞ্জের এই রাজাকারুর বলেছিল, তারা পাকিস্তানিদের ভয়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। সুভিত্তিকরণে অভিযান প্রক্রিয়া করে আবি সেইসে বাহাদুরবাদের প্রায়কারণে অধিকারু পারিপার্শ্বকর্তৃর চাপে ও বিছুটা আর্থিক অন্টেনের কারণেও রাজাকারদের দলে নাম লিখিয়েছিল। বলা বাহুল্য, মৌলবীর জামাতে ইসলামী কান্ডার এবং বিহুর এবং শহীদ রাজাকারুরা এই দলভুক্ত নয়। তারা শাহীনতাকারী বাহালি নিখনে মেঝে উঠেছিল পাকিস্তানিদের মনে-শ্রাপে সমর্থন করেই। গোমের রাজাকারদের অনেকে বাহিরে রাজাকার হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু তারা অনেক সমাই ইভিন্যুভাবে সুভিত্তিকারের সাহায্য করেছে। সরুজপুর আমোয়া পাকিস্তানিদের পাল্টা হামলা যোকিবিলার জন্য প্রস্তুত থাকলেও তারা হামলা করে নি। তেলচালায় ফিরে চলাম আমোয়া।

কিছুদিন পর খবর পাই, পাকিস্তানি সৈন্যরা সরুজপুর এলাকায় আমকে আর পুড়িয়ে দিয়েছে এবং শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। ফিরিত পথে দেখি শাহ কামালের মাজারের কাছে একটা ভিজের পাশে মেজর জিয়া স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখে-নুরে উৎকর্ষ। তিনি ফিরাবে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন আমাদের কাছে। মেজর জিয়াসহ সবার ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিদের সঙ্গে ঘূর্ণ করতে নিয়ে বৃক্ষ ধরনের ক্ষমতি হয়েছে আমাদের। আমরা মেজর জিয়াকে অন্য অভিযানগুলোর কথা জানালাম। জিয়া তখন পশ্চা-

করলেন, কেন আমরা অপরিকল্পিত অভিযান করতে গেলাম। আমি উন্তর সিলাম, বাহাদুরবাদ অভিযানের সাথেই সবাই খুব উৎসাহিত হওয়ায় আমরা পরবর্তী অভিযানের সিদ্ধান্ত নিই। খবেশের মাটিতে পা রেখে ঘূর্ণ করতে সবাই উদ্বীব। বেটু তো ফিরতেই চায় না। আর এ কদিন ভেতরে থেকে বুরুলাম, বালাদেশে অবস্থান করে ঘূর্ণ চালানো কেবানো ব্যাপারই না। আমাদের পক্ষে এখন বালাদেশের যে-কোনো জায়গায় যাওয়া এবং স্থানে থাকা সম্ভব। আমার কথা জেড ফের্স কমান্ড মেজর জিয়া মেশ উৎসাহ বেক করলেন। হেসে বললেন, তাহলে তো সবাইকে নিয়ে একবার ভেতরে চুক্তে হয়।

লৌমারীর অভিযান

লৌভাগজ্যে তেলচালায় ফেরার পর দিনই আবার বাহাদুরবাদে ঢোকার সুযোগ পেলো। জেড ফের্স কমান্ড মেজর জিয়া লৌমারী ধানা প্রতিরক্ষা জোরের করার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে। লৌমারী ধানা তখন মুক্ত এলাকা। জুলাইয়ের সেরে দিকে পারবাবৰিনী চৌমারী এবং বাহাদুরবাদে থেকে অভিযান তরু করলে লৌমারীর প্রতিরক্ষা হমকির মুখে পড়ে। উদ্বেগ্য, ৩১ মার্চ সৈন্যদশপুর কার্কান্দেলে তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার পর পালিয়ে আসে ৩০/৩২ জন সৈন্যের একটি বিছিন্ন অংশ নায়েব সুন্দের অলংকার আর হাবিলুর মনসুনের সেতুতে সংগৃহিত হয়। অলংকার এই ক'জন সৈন্যসদস্য এবং হাত-যুবক-কৃষকদের নিয়ে দু' থেকে আড়াইশো লোকের একটা বাহিনী গড়ে তুলে লৌমারী-চৰ রাজীবপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আমি লে. নবী ও কাস্টেন আমোয়ারকে লৌমারীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করি। এসব আমাকে ইপিআর-এর দুটো লক্ষ দেয়া হয়। ২৫ মার্চের জ্যোতিউনের পরই ইপিআর-এর চালকরা লক্ষ দুটো নিয়ে মানকারী চৰ অবস্থান নেয়। মোগল সেনাপতি মীর জুমলার মাজার সংলগ্ন নদীর ঘাটে লক্ষ দুটো ভেড়ানো থাকতো। লক্ষে করে প্রায় প্রতিদিনই লৌমারী এলাকা পরিদর্শনে যেতারে আমি। মাতৃভূমিতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য বাসনায় নেজুর জিয়া শায়াই আমার সঙ্গী হতেন। এ সময়কার কয়েকটি ঘটনা আমর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এমন ঘটনার ভেতর নিয়ে দেশের সংখ্যামূলক চৰনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

একদিন লক্ষে করে মেজর জিয়াকে নিয়ে লৌমারীর মুক্তাবল পরিদর্শনে যাই। হঠাৎ নদীর তীরের একটি অস্তুত দৃশ্যে প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো আমাদের। নদীর পাড়ে একটি পোলা মাঠের মধ্যে মেশ বিছু কিশোর-তুরুণ পিটি করেছে। তাদের সংখ্যা অন্তত পাঁচ হয়েশো হবে। এরকম কোনো ক্যাম্পের খবর আমাদের জানা ছিল না। মেজর জিয়া বললেন, লক্ষ ধামাতে

বলো। এরা কে, উদ্দেশ্যাই-বা কি একটু হোজৰখর নেয়া দরকার।

লঞ্চ থামিয়ে আমরা তীব্রে নামলাম। একজন মাঝবয়সী লোক পিটি পরিচালনা করছিলেন। জিপোস করে জানা পেলো তিনি একজন সুল শিফক। এই তরুণদের শরীর চৰ্তা করাজেন মুক্তিবৃক্ষের জন্য অসূত করে তেলোর লক্ষ। ছেলেগুলোর চেহারা মলিন। শিফকটির কাছে তনলাম কদিন ধরে একপেট-আধপেট খেয়ে পিটি করছে এরা। তবু কাজে মুখ টু শব্দটি নেই। এদের অদৃশ মনোবল আর দেশব্যবোধের পরিচয় পেয়ে চমক্ষুভ হলাম।

জিয়া আমাকে বললেন, ‘শায়গাত, তোমদের তো অনেক সময় বাড়িতি রেখেন্টেশন থাকে। মাঝে-মধ্যে এদের জন্য কিছু পাঠ্যে দিও।’

আর একদিনের কথা। মেজের ভিয়াতেও সঙ্গে জিলায়ে মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ঢালুতে যাইছি। সুটো এলাকাই ভারতীয় ভূখণ্ডে ভেতরে। উদ্দেশ্য সীমান্ত এলাকার মুক্তিবাহীদের ক্যাপ পরিচর্ণ। পথে এক জায়গায় দেখলাম, কয়েকশো তরুণ-মুখকের একটি দল পায়ে হেঁটো ঢালু দিকে চলেছে। লৌহতুলী হয়ে আমরা গাড়ি থামালাম। একজনকে ডেকে জিপোস করে জানা পেলো, তারা ঢালুর ইয়ুথ ক্যাল্পে যোগ দেয়ার জন্য যাচ্ছে। মুক্তিবাহীদের প্রশিক্ষণ কাল্পে যোগ দেয়াগতা অর্জনের জন্য প্রথমে ইয়ুথ ক্যাল্পে যেতে হতো। সেখানে বাছাই পৰের পর কেবল নির্ধারিতদেরকে মুক্তিবাহীদের ট্রেনিং কাল্পে ভাঁজি করা হতো। এই ছেলেগুলো এসেছি সিরাজগঞ্জ, পানো ও গাইবাড়া থেকে। তারা প্রথমে মানকার চৰে পিয়ে সেখানকার ইয়ুথ ক্যাল্পে জায়গা পাও নি। মহেন্দ্রগঞ্জ গিয়েও দেখে একই অবস্থা। তাঁরা ঢালুতে যাচ্ছে সেখানে জায়গা পাওয়া যাব কি না, সোটা দেখতে। দেখলাম, এদের অনেকেই অসুস্থ, কারো গামে ১০২ ঘেনে ১০৩ ডিগ্রি জুরি। ওরা জানালো, গত ২/৩ দিন তাদের খাওয়া-দাওয়া এককরম হচ্ছে নি বললেই ছলে। এদের আমা মনোবল দেখে অভিষ্ঠ হলাম। সবাইকে উৎসাহ দিয়ে আমরা অসুস্থদের মধ্যে যে কঢ়নকে পারলাম গাড়িতে তুলে নিলাম। পরে তাদের ঢালুতে নামিয়ে দিই।

এসময় লৌমীরী ছালিয়াপাড়া, কোলকাতাক অঞ্চলে সে, নবী ও ক্যাটেন আনন্দিয়াদের সেনাদের সঙ্গে পাকবাহীদের বেশ কেয়েকটি সংঘর্ষ হয়। এসব সংঘর্ষের পরিণতিতে পাকবাহীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দ্বারাব করে পিছিয়ে যেতে হয়। লৌমীরী সুস্থ প্রতিরক্ষা-বৃহ দেস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মুক্তাখলতি সুটো লৌমীরী ধানা এবং দেওয়ানগঞ্জের বৃহদৰ্প্পণ জড়ে, যার আয়তন হিলে একান্ন সাতে চাপালো বর্ষাইল। এই বিশাল মুক্তাখলের প্রতিরক্ষায় তৃতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানি ছাড়াও তিনিটি একএক ট্রেইন কোম্পানি নিয়োজিত ছিল। সেন্টেরের শেষ দিকে প্রতিরক্ষা

কার্যক্রমে আমাদের সাহায্য করার জন্য প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গলের একটি করে কোম্পানি পাঠানো হয়। আমার বাহিনী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই মুক্তাখলের বিভিন্ন জায়গায় পাকবাহীদের আক্রমণের মোকাবেলা করে। কিন্তু তিপ পরিমাণ তুমিও তারা পাকিস্তানিদের কাছে হেচেড় দেয়া নি।

বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসন গঠন গোমারীতে বালান্টের অধিম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মেজর ভিয়ার নির্দেশে সে, নবী এই বেসামুরিক প্রশাসন গড়ে তোলে। ছানার গবান্দান ব্যক্তিদের নিয়ে নবী একটি নগর কমিটি গঠন করে, মুক্তিজুড় ও প্রশাসনিক ব্যক্তিগুলো প্রচলনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। নবী লৌমীরীতে কাস্টমস অফিস, ধানা, ফুল এবং পোস্ট অফিসের দাঙা তু করেছিল। ১০-শতাব্দী একটি হাসপাতালও ঢালু করে সে। সেৱন ভিয়া ২৭ আগস্ট সকল আট্টোয়া লৌমীরীতে সুস্থ বাংলাদেশের প্রথম পোস্ট অফিস উত্থাপন করেন। এরপর আরো কয়েকটি অফিস উত্থাপন করেন। মেসামুরিক প্রশাসনের প্রাপ্তিমূলি সে, নবী লৌমীরী সদয়ে একটি বড়ে আকারের ট্রেইন ক্যাপ্সও ধ্বনি করে। সেখানে কয়েক হাজার তরুণ-সুন্দের প্রশংসনের ব্যবস্থা করা হয়।

লৌমীরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুস্থ করার প্রশাসনালি জেনে ফের্স কমাত্তর মেজর ভিয়া আমারে বক্তৃপাত্রে পাকবাহীদের অবস্থানে হামলা করার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে সেন্টেরের প্রথম সঙ্গারে ক্যাটেন আকরণ এবং ক্যাটেন মোহীনী আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। ক্যাটেন আকরণ পরে সে, কর্মে এবং মঞ্জী। ক্যাটেন মোহীনী পরে জ্বিলেডিয়ার এবং সাজালো মাঝেরাই ফালিতে নিয়ে। তাদের দু'জনকে ত্রান্তে ও চার্লি কোম্পানির কমাত্তর নিযুক্ত করি আমি। এর আগে ফ্লাইট সেফটেন্যান্ট আপারেক আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়। তাদের আজগুচ্ছের দ্বারা দায়িত্ব দিলাম। মেডিকেল অফিসার করলাম যায়নসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তাঁর ও চার্লি কোম্পানি বকলীগুলি অভিযানে অংশ নেয়। সেখানকার পাঁচ অবস্থানে হামলাকালে আমাদের পক্ষে কয়েকজন হতাহ হয়। এ অপারেশনে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই দাঁড়ি নেই। তেলচালার থাকতেই আমি লৌমীরী পেরে আয় দেড়শো ছাত্রকে বিকৃত করে ট্রেইন দিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের জন্য একটি আলাদা কোম্পানি গঠন করি। ওই ছাত্রদের বেশির ভাগই এসেছিল পারবা, সিরাজগঞ্জ, বংশুর ও জামালপুর থেকে। ইকো নামের এই কোম্পানির কমাত্তর নিযুক্ত করি আঞ্চলিক নামের একজন ছাত্রকে। বঙ্গানে আঞ্চলিক সামরিক বাহিনী একজন কর্মরত কর্মেল। সেন্টেরের মাঝামাঝি কোম্পানিটি গঠন করি। তেলচালাৰ অবস্থানকালে এদেরকে অবশ্য কোনো অপারেশনে পাঠানো হয় নি। তবে পরবর্তীকালে ছাত্রকের যুক্তে তারা অসাধারণ সাহসিকতা ও রঘনেপুর প্রদর্শন করে।

গেরিলা নেতা কাদের সিদ্ধীনি
সেন্টেরল মাসের যাত্রামাঝি ভারত থেকে অস্ত্র নিয়ে মেরার পথে টাঙ্গাইলের গেরিলা কমান্ডার কাদের সিদ্ধীনি বৌমারীতে নবীর কাছে এসেছিলেন পরম্পরাগীক সহযোগিতার বাপাগের আলোচনার জন। আমি তখন নবীর ওপামে ছিলাম। কাদের সিদ্ধীনির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের লিঙ্গু বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি টাঙ্গাইলে তাঁর প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে জানালেন।

এনবিসি টিভির কর্মীরা

মধ্য সেন্টেরল মুক্তিযুদ্ধের এনবিসি টিভি সেটওয়ার্কের চার সদস্যের একটি দল মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রামাণিকভাবে তেলার উদ্দেশ্যে বৌমারীতে আসে। দলটির নেতা ছিলেন রবার্ট রজার্স। এই দলটি দিন তিনেক বৌমারীতে ছিল। তাঁরা সম্মতবৃক্ষ, শেরিল ট্রেনিং এবং মুক্তাধূলের বাভাবিক প্রশাসনিক তৎপরতা ক্ষামেরাবন্দি করেন। এনবিসির কর্মীরা সম্মুখ্যের পার্শ্বসমিনি তৎপরতা তাঁদেরকে বৌমারী থেকে নৌকার করে আসে সেতের চিনামার কাছে এক চরে নিয়ে শেলাম আসেন। তাঁদের সেখান থেকে পার্কিংজানি অবস্থানে ঘটারের পেলা ছেঁডা হলো। আর যাই বেশো! পার্কেনের আমাদের এই মার্টেরের গোলার প্রচুরের বৃষ্টির মতো পোলাবর্ষণ করতে লাগলো। মিহেমিহি মুছের ছবি তুলে নিয়ে সত্ত্বকারে যুক্ত নেনে যাব আকি! মার্কিন সাবেকিবরা তো সীতিমতো ভড়কে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাঁদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে এলাম আসে। পরে এই প্রামাণ্য ছিটি বিশ্বব্যাপী এন্দর্শিত হয়। ফলে যাদীনতাকারি বাজালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে দৃঢ় হয় বিশ্বজননত। “A country made for disaster” নামে প্রামাণ্যচিঠি মার্কিন মুক্তবাণী জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

এবার সিলেট বধান্তে

৮ অক্টোবর তৃতীয় বেস্টলকে সিলেটে মুক্ত করার নির্দেশ দেয় হলো। বৌমারীর মুক্তাধূলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ১১ নথর সেন্টেরের অন্যতম সাব-সেন্টের কমান্ডার ফ্লা. পে. হার্মান্টোরাইর হাতে অর্পণ করা হয়। ১১ নথর সেন্টেরের কমান্ডারের দায়িত্বাত্মক দেয়া হলো মেজর তাহেরকে (পরে কর্নেল অব. ১৯৭৬-এ রাষ্ট্রস্মাইতার অভিযোগে ফার্সিত নিহত)। তৃতীয় বেস্টল অর্ধেৎ আমাদেরকে এখন যেতে হবে সিলেট অঞ্চলে পাঁচ মন্থের সেন্টের কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলীকে সহায়তা করার জন। ১০ অক্টোবর ব্যাটালিয়নকে তেলচালায় একত্র করে সেদিনই ৫৯টি বড়ো ট্রাকে করে গম্ভৰছুল শিল্পয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

সিলেট অঞ্চলে অভিযান এবং চূড়ান্ত বিজয়

বাশ্চতলার পথে

তুরা পাহাড়ের তেলচালা ক্যাম্প থেকে ১০ অঞ্চলের আমরা রওনা হলাম। আমাদের বহরে প্রায় একশো গাড়ি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ৫৯টা সিভিল ট্রাক নিয়েছিল, বাকিগুলো আমার ব্যাটালিয়নের বিপ. ডজ. প্রি টন এই সব। টানা দুর্দিন দ্বারা চলার পথে পৌরাণিতে পৌরাণ। পৌরাণ থেকে শিলং, শিলং থেকে সীর্ষ পাহাড়ি ও বিপদস্থূল রাস্তা পাঢ়ি দিয়ে বৃষ্টিবহুল চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জি সৌন্দর্যে মুক্ত হলাম আসে। মেহেম দেশ চেরাপুঞ্জি। চারদিনকে ছড়িয়েছিলটো আছে নানা আকারের পাথর। চোখে পড়লে অনেক পাহাড়ি ঘরোন। আর বহু উচ্চে বলে হাত বাড়ালেই মেন মেদের নাগাল। আকাশের গা-ঝোয়া পাহাড়ি রাতা ধরে চলেই, হঠাৎ করেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পেলো। পাড়ির সামনে পথের ওপর দেখে এসেছে একটা কুকোৱা মেছ। তাই এ বিপত্তি।

ভাসমান মেঘটা সরে যেতেই আবার যায়া। ৫ হাজার কৃষি নির্মাণ বিস্তৃত সম্পত্তির, আমাদের পথের বাহানাদেশ। অঙ্গুত এক ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল। চেরাপুঞ্জি বৃষ্টির কথা এতেই দেখা হলো। এই অক্টোবর মাসেও কান্দিনের যাতায়া চেরাপুঞ্জির বৃষ্টিতে তেজের অভিজ্ঞতা হলো। চেরাপুঞ্জি হয়ে আসে। এলাম শেলা নিওগিতে। শেলা বিগুপির অবস্থান সিলেটের ছাতে শহর পেতে বাবো মাইল উত্তরে, ভারতে। শেলা বিগুপির পাশেই বাশ্চতলা নামে একটা জায়গা। পেটা জায়গা জুড়ে শুধু ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। আগামাত জঙ্গল পরিষ্কার করে অনেকগুলো তাঁয়ু পেতে বাশ্চতলায় ক্যাম্প করলাম আসে। এই কাস্টেই কাস্টেই আকবর, আশুরা আর আমার পরিবারের বাকির বাবুহা হলো। আমাদের পরিবার এর আগে ছিল তুরার উপকাট্টে একটা ভাড়া বাঢ়িতে। বাশ্চতলা আসার সময় আকবর পিয়ে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এজন সে আমাদের একদিন পর রওনা হয়। বাশ্চতলায় আমাদের উভিয়ে উঠতে উঠতে লেন পড়িয়ে পেলো।

সেন্টার কমান্ডার মীর শওকত ও ভারতীয় জেনারেল গিল

সক্ষ্যায় ভারতীয় ১০১ কম্বিনেকশন জেনারেল জিওপি মেজর জেনারেল উরবুর সিং গিল এবং ৫ নথর সেন্টার কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলী (গরে গে, জেনারেল অব.) আমাদেরকে ধাগত জানাতে এলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে জে. গিল এবং মেজর শওকত জানানো, সেন্টার কোম্পানি রাতেই আমাদেরকে অপারেশনে যেতে হবে। তারা বললেন, গুরু ব্যাটালিন এই অপারেশনে যাবে, সঙ্গে দেয়া হবে আরো তিনটি এফএফ (ক্রিক্যুল ফাইটার) কোম্পানি। এফএফ কোম্পানিগুলো ছিল সেন্টার কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলীর অধীনে। ৫ নথর সেন্টারে এসময় কোনো নিয়মিত সেনাল ছিল না।

এই সেন্টার অপারেশন চালাতে মেজর শওকতকে সাহায্য করার জন্য জেড ফোর্স থেকে সামরিক চালাকের আমাদেরকে পাঠানো হয়। এনিকে কেউ কেবি কমান্ডার মেজর জিয়া তুরা থেকে সিলেটের পুরবদিকে মুক্ত করলেন। তার সঙ্গে প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গল ডুটীয় বেঙ্গলকে নিয়ে আসি এলায় সিলেটের উত্তরাঞ্চলে। যাই হোক, সেন্টার কমান্ডার মেজর শওকত এবং ভারতীয় জেনারেলে গিল বললেন, আমাদেরকে (ডুটীয় বেঙ্গলকে) প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাট্টারিতে অবস্থিত পাকিস্তানের অবস্থান দখল করতে হবে। বিভাগ পর্যায়ে দখল করতে হবে ছাতক শহর।

শৌচানো মাঝই অপারেশনের অর্ডার দেন আমরা কিছুটা অব্যাহার। এই অপারেশনে আমরা কেউ আগে আসি নি। এলাকাটা সম্পর্কে আমাদের কানোরই কোনো ধারণা নেই। যে অবস্থানটা দখল করতে বলা হলো, সেটা বাংশগুলো থেকে দখল-ব্যাবস্থা মাঝে দূরে। চালিকে প্রতু বিল আর হাতো। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাট্টারিতে আর শহরের যাবাবাবেও বিলাট সুরমা নদী। এক কথায় পুরুই দুর্ঘায় এলাকা। তার ওপর আমাদের কাছে যাপ, কক্ষাস বা যোগাযোগের সম্ভাব্য (Signal sets) বলতে কিছুই দেয়া হয় নি।

অবাস্তু এক অভিযানের পরিকল্পনা

প্রায় ৪৩^১ মাইল পথ পাঢ়ি দিয়ে সবাই খুব ঝাউত। আর এ অবস্থাতে সেন্টার কোম্পানি অভিযানে যেতে হবে। একেবারে অবাস্তু পরিকল্পনা। সাধারণ বাস্তববৃক্ষ-বিবর্জিত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। যাই হোক, অপারেশনের নির্দেশনা দেয়া হলো এরকমের— কাস্টেন যোহুন তার চার্লি কোম্পানি নিয়ে ছাতকের উত্তর-পশ্চিমে দোয়ারাবাজারের নিকটবর্তী টেক্সাটিলা দখল করবে, যাকে কেবি পাকিস্তানের তারের অবস্থানের সাহায্যার্থ ছাতকের দিকে অবস্থার হতে না পারে। দোয়ারাবাজারে পাকিস্তানিদের ছুটিয়ার কনস্ট্যাক্যুলের একটি দল প্রতিরক্ষা দায়িত্ব করে। ছাতক ও তোলাগঞ্জের দখলে ছিল একটা রোপওয়ে। সেই রোপওয়ে দিয়ে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাট্টারিতে

জন্য তোলাগঞ্জ থেকে চুনাপাথর আনা হতো। রোপওয়েটির আয় নিচ দিয়েই তোলাগঞ্জ থেকে ছাতক পর্যন্ত একটা হাটাপথও আছে। প্রতু নিয়ে পৌছেছে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাট্টারির মাঝে দেড়েক উভয়ে আবেক্ষিত পায়ে-ভুঁতু-পথ দোয়ারাবাজারের নিক থেকে এসে এই রোপওয়ের নিচের রাঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। এই রাঙ্গা ধরে পারিকল্পনি সৈন্যরা যাতে আমাদের নিচের রাঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। এই রাঙ্গা ধরে পারিকল্পনি সৈন্যরা যাতে আমাদের নিচের রাঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। এই হাটাপথ দুটোর দ্বিগুণ হচ্ছে। কোম্পানি থাকবে এই হাটাপথ দুটোর মধ্যে প্রতিরক্ষা দায়িত্বে, যাতে শহুপক দোয়ারাবাজার থেকে আমাদের পেছনে কোনো সৈন্য সহাবেশ করতে না পারে।

ছাতক শহর ও সিলেটের মধ্যে পোর্বিন্দগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে। পোর্বিন্দগঞ্জে সিলেট-ছাতকে এবং সিলেট-সুনামগঞ্জ দ্বারা এসে মিলেছে। সুনামগঞ্জে থেকে বাংলাদেশের দিকে মাঝে বিশেষ তেতুর এর অবস্থান। ছাতক শহর থেকে দূরত্ব ১০ মাইল। তে, নুরুলীয়ে তার ডেল্টা কোম্পানি নিয়ে এই পোর্বিন্দগঞ্জের প্রতিরক্ষক আসা ঠিকানা হৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হলো। সিলেট থেকে ছাতকে পারিকল্পনা প্রতিনিধিত্ব করতে হবে তাকে। সেই সঙ্গে ছাতকে পারিকল্পনা দিয়ে মেন পাকিস্তানের সিলেটে পশ্চাদপসূরণ করতে না পারে, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। ছাতক অবরোধ এবং দখলের জন্য মূল কেবি হিসেবে রাইলো অলংকা ও ত্রাণে কোম্পানি, ছাতকের নিয়ে প্রতিত এফএফ কোম্পানি এবং সেরির কমান্ডার মেজর মীর শওকতের দেয়া তিনটি এফএফ কোম্পানি। এ ছাতক কোম্পানি প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাট্টারির আক্রমণ করে দখল করবে। এরপর নদী পার হয়ে ছাতক শহরে অভিযান চালাবে।

ভারতীয় জানালো, তারা এসময় আর্টিলারি সাপোর্ট দেবে।

তুর হলো অপারেশন
অপারেশন শুরু হওয়ার কথা পদ্মিন অর্ধান্ত ১৪ অক্টোবর ভোর পাটাটায়। রাতে রাতে হওয়া আমরা। মেজর শওকত এ সময় আমার সঙ্গে ছিলেন। পরিকল্পনা মতো আলফা ও ব্রাজেল কোম্পানি বাংলাদেশের ভেতরে চুক্কে ক্যাটেন আমোর ও আক্রমণের নেতৃত্বে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাট্টারিতে তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। তাদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া টিক্কতে না পেরে সেখানে অবস্থান্তে পারিকল্পনি সৈন্যরা এক পর্যায়ে ফ্যাট্টারির অবস্থান হেঁকে নিয়ে সুরমা নদীর ওপারে ছাতক শহরে পিছিয়ে গেলো। ৩০ এফএফ এবং টেচি স্কুটার্স-এর সৈন্যর সেখানে অবস্থান করছিল। আনোয়ার সিমেন্ট ফ্যাট্টারি দখল করে সেখানে অবস্থান নেয়। আক্রমণ টিক্কত তার পেছনেই, মাঝখানে একটা বিল। এনিকে সৈন্যরাজারে একটা বিপর্যোগ ঘটে গেলো। সৈন্যেনা, রাজাকর্ম বাহিনী এবং আগে থেকেই পারিকল্পনার তৈরি হয়ে ছিল। পাকিস্তান, রাজাকর্ম বাহিনী এবং

পাকিস্তান থেকে আসা ফ্রন্টিয়ার কমন্ট্যুলেটি তখন ঘট এলাকায় প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। হাওর-বিল পার হয়ে মোহাম্মদ ও তার চার্চি কোম্পানি সেয়ারাবাজার যাতে নামার আগেই তারা গুলি চালাতে চৰ্বি করে। খুব সজ্জবত রাজাকারদের কাছ থেকে তারা আমাদের আগমনের বরণ পেয়ে যায়। খবর পাওয়ার বথাই। প্রায় ৩' বাদেক পাহাড়ি বহর আমাদের। রেড লাইট ভালিয়ে এতোগুলো পাহাড়ি আসছে, সেটা চোখে পাহা খুবই খাভাবিক। আর উচ্চ পাহাড়ি রাজা বলে অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথ। পাকসেনারা বুকে গিয়েছিল, এ এলাকায় আমাদের সৈন্য সম্মাবেশ হচ্ছে। সে জন্য তারা পুরোপুরি সতর্ক ছিল। মৌহাসীনের কোম্পানিটা নোকায় ধাকা অবস্থাতেই পাকিস্তানিরা গুলি চালাতে শুরু করলে বেশ কয়েকটি সোকা পানিতে ডুবে যায় এবং অতিরিক্ত আজ্ঞামে পুরো কোম্পানিই ছত্রে হয়ে যায়। এই ঘূর্ণের দিন তিনিকে পরামর্শ আমি মৌহাসীনের কোম্পানির জন্য তিশেক সহযোগীর কোনো খবর পাই নি। এরা শহীদ, আহত, না বলি— কিছুই সোখা যাইছিল না। সেভলে যোঝার প্রায় ঘাট শতাব্দী অঙ্গই পানিতে পড়ে যায়। প্রাণ রক্ষার্থ আমাদের সৈন্যরা গভীরে পানিতে অঙ্গে পানিতে অঙ্গে ফেলে দিতে বাধা হয়। কাজেই কোম্পানি তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন, অর্থাৎ সেয়ারাবাজার দখল এবং প্রতিরক্ষক তৈরিতে বাধ হলো। এভাবে নোকা যোগাড় করতে দেরি হওয়ার পোবিদণ্ডে পৌছুতে নোর কিছু বিলম্বই হয়ে যায়। সেই সুযোগে পাকিস্তানিরা আতকে তাদের ট্র্যাপ রিহাইচেসার্চেন্ট পার্টি দেন। তারা আতক সিমেন্ট ফ্যাট্টির আশপাশে আমাদের অবস্থানে প্রচল সেপিং তর করলো। আতক সিমেন্ট ফ্যাট্টির দখল করার জন্য আমরা সেখানে কিছু শেলিং করেছিলাম। ফ্যাট্টির দখল হয়ে গেলে আতক শহরের ওপর কিছু সোনাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু বেসামরিক লোকদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কায় কিছু শপই পরই শহরে পোনাবর্ষণ বন্ধ করা হলো। এদিকে নবীর পোবিদণ্ডে পৌছুতে দেরি হওয়ার সুযোগে সিমেন্ট থেকে পাকবাহিনীর নতুন সৈন্য এসে যায়। ৩০ এক্ষণ্ঠ রেজিমেন্টের দু'কোম্পানি এবং ১৩ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি সৈন্য আতক শহরে পৌছে যায়। নবী পোবিদণ্ডে পৌছানোর পরদিন পাকসেনাদের ঐ কোম্পানিদের একটি অংশ তার ওপর আক্রম চালায়। নবী সেখানে প্রতিরোধ খুঁক করে। পাকসেনাদের কিছু ফ্যাক্টরি ঘটিয়ে এক পর্যায়ে সে পিছিয়ে আসে।

লে, নবীর পোবিদণ্ড পৌছুতে দেরি হওয়ার অন্যতম কারণ, আমাদের কাছে খবরনকার কোনো মাধ্যম ছিল না। প্রায় ৪শ' মাইল রাজা পাহাড়ি দিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমরা এ এলাকায় পৌছুই। আমাদের কাছে এলাকাটি ছিল এক বিশাল প্রয়োবেথকের মতো। আমাদের অনেকেই এর আগে কখনো হাওর দেখে নি। তার ওপর আমাদের কোনো Signal Sets সেন্য হয় নি।

৭০

পুরো ঘূর্ণের সময়টাই আমাদের ব্যাটালিয়ন থেকে কোম্পানি এবং কোম্পানি থেকে প্রাইন যোগায়েরে একমাত্র মাধ্যম ছিল রানার এবং তার মাধ্যমে আদান-প্রদান করা চিঠিগুর। এরকম বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদেরকে ঘূর্ণ চালিয়ে যেতে হয়।

প্রাগ্রামত (Conventional) ঘূর্ণ, যেমন Attack এবং Defence— দুটোই বৃহর অংশ নিয়েই আমরা কেনো Signal communication ছাড়াই। বেশির ভাগ কেনেই সামলা লাভ করে। যেমন বাহাদুরবাদ ঘট অজ্ঞম, মৌহাসীন প্রতিরক্ষা এবং হোটখেল আক্রমণ ও দখল। আবার ছাতক এবং পোরাইন্যাম অভিযানে মতো ব্যর্থতাও ছিল।

নবীর সঙ্গে যাওয়া হুমীয়া পাইজডা অফিসার রাতে হাওরে চলতে পিয়ে দিক হাবিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য এ চাইতেও বাজু কারণ ছিল। তা হচ্ছে, নবীর অধীনস্থ দু'জন প্রাইন কমাত্তারের সঙ্গে তার অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি। নবী EME Corps-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার। পদাতিক ব্যাটালিয়নের বর্ষীয়ার, এবং অনেকবিন্দুর চাকরির অভিজ্ঞতালক দু'জন প্রাইন কমাত্তার পাইজড এই বিলম্বহৃত অভিযানে যৌথিকভা নিয়ে যাত্রাপথে সহজেই উৎপন্ন প্রকাশ করে। তারা একজন অ-পদাতিক (Non Infantry) বাহিনীর অভিযানে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ মাইল অভিভূতে অবস্থান প্রাপ্ত করে পাকবাহিনীর মোকাবেলা করতে বুর একটা স্থিতিবোর্ধে করাছিল না। এই অভিযানের আক্রমণ পেয়ে জেনিও দু'জন একরূপ আতঙ্গিত হয়ে পড়ে। যাতাপাইটো এরকম অঞ্জতাশিখ নৈরাশ্য! কোনোমতে তাদেরকে মানিয়ে নিয়ে নবী কয়েকটা পাত্র নির্ধারিত স্থানে পৌছায়। এরি মধ্যে পাকিস্তানিদের ৩০ এক্ষণ্ঠ রেজিমেন্টের রিইনকোর্সমেন্ট এবং কয়েকটা একটা অংশ পরদিন নবীর পোবিদণ্ডে পৌছানো হতাহত হয়ে যায়। এদেরই একটা অংশ রক্ষণ পরদিন নবীর পোবিদণ্ডে অবস্থান পাস্টা আক্রমণ চালায়। এক রক্ষণী সংঘর্ষের পর নবী পক্ষান্তরণ করে তোলাগাঙে অবস্থান নেয়। সেখানে পৌছিয়ে সে যাতা বন্ধ করেছিল। পোবিদণ্ডের মুক্ত পাকবাহিনীর একজন অভিযান আনেক সৈন্য হতাহত হয়।

আমরাও এ মুক্ত মেশ কয়েকজন যোদ্ধাকে হারাই। আতক মুক্ত শেষে পুরো ঘটনা জানতে পেরে আমি এ দু'জন জেসিও-কে Close করে বাঁশতলায় পাঠিয়ে দিই। বাঁশতলায় তখন আমরা ব্যাটালিয়নের এলওবি। ঘূর্ণ শেষে তাদেরকে অন্য একটি ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়।

আনোয়ার ও আক্রমের প্রচলণৰ প্ৰচলণৰ প্ৰক্ৰিয়া
এদিকে আতক সিমেন্ট ফ্যাট্টি দখল করে আনোয়ার ও আক্রম দু'দিন ধৰে সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে। এই দু'দিনের মধ্যে পাকিস্তানিরা আতকে মে

৭১

বিইন্ফোসমেন্ট নিয়ে এলো, সেটা দোয়ারাবাজারে এসে আমাদের পেছনে সমবেত হতে লাগলো। আমাদের অর্থবর্তী সৈন্যরা তখন সুরমা নদীর সামনে পৌঁছে গেছে। ক্যাটেন আনোয়ার তাদের সঙ্গে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানিরা দোয়ারাবাজার নিয়ে আমাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে। আমাদের পেছন আবার ছিল ইকো কোম্পানি অর্থাৎ ছাতা মুক্তিযোদ্ধার। পাকসেনাদের সঙ্গে তাদেরও প্রচও যুদ্ধ হলো। ইকো কোম্পানির ছেলেরা এ সময় দূর্বলত লড়াই করে। এ যুদ্ধ তাদের সেবা কর্মকর্তার যোদ্ধা নিজেদের অবস্থানে থেকে থীর বিভিন্ন যুদ্ধ করে শুভীন হয়। ইকো কোম্পানির বীরতৃপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে পাকিস্তানদের অভিযোগ নিষ্পত্ত হলেও বাহস্ত হয়। এক পর্যায়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান প্রায় দুর্বলত হলে তারা আমাদের পেছনে এসে পড়ে। এ কাণ্ডে আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই।

ক্যাটেন আনোয়ারের আলফা কোম্পানি তখন দুর্বলিকৃত সিমেন্ট ফ্যাটটিরিতে অবস্থান করে। তারা পেছনেই একটা ছেট বিলের পাড়ে উচু টিলার মধ্যে আবাগার ক্যাটেন আকর্বরের ত্রাভেল কোম্পানি। এদিকে পাকবাহিনীর রিইন্ফোর্সেমেন্ট (৩০ এফএস ও ৩১ পঞ্জাব) দোয়ারাবাজার হয়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান পর্যন্তস্ত করে আমাদের অবস্থানের প্রায় পেছন এসে পড়েছে। আনোয়ার এবং আকর্বরের অবস্থানের ওপর পেছনে দিক থেকে একটা আক্রমণ আত্মসন্ধি। অমি তখন ক্যাটেন মোহাম্মদেনের চার্লি কোম্পানির উজ্জ্বলতাঙ্গ সেনাদের সঙ্গে ইকো কোম্পানির অবস্থানের পুরুষকরারে চেষ্টা চালাইছি। যুদ্ধে একটা বিশুষ্টল অবস্থা। আমাদের কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। পাকিস্তানিরা অবসরের শেলিং করে যাচ্ছে। সবজগোরি Air burst অর্থাৎ আকাশেই ফেটে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিচে আশাত হচ্ছে। আনোয়ার ও আকর্বরের অবস্থানের সম্পর্কে পেছন দিক থেকে রাইফেল আৱ এলএমজির উলিও গিয়ে পড়ছিল। চারদিকে একটা সংশ্লিষ্ট আৱ অনিষ্টয়তা। বিশেষ করে অবস্থানের পেছনদিককার পোলাগুলি খুবই বিপজ্জনক। আমাদের বেসামাল অবস্থা। আক্রমণ করতে এসে এখন নিজেরাই আক্রমণ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সেই কমাতুল মেজর মীর শওকত আক্রমণের হিতীয় পর্যায় সুস্থিত রেখে আকর্বরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। আকর্বরের অবস্থানে ঠিক পেছনে অবস্থান করছিলেন তিনি। আনোয়ারকে ফিরে আসার নির্দেশ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আকর্বরকেই দেয়া হবে। আগেই বলেছি, আমাদের মধ্যে দায়িত্ব আকর্বর Signal communication ছিল না। আকর্বর তার কোম্পানিকে ফিরে যাওয়ার সিমেন্ট সিদ্ধান্ত নিজেই করেক্তন সৈন্য নিয়ে সেই গভীর রাতে গলা সহান পানি ফেঁডে বিল অতিক্রম করে আনোয়ারের অবস্থানে এসে পৌঁছায়। তখন প্রচও পৌঁছে গোলার্হণ চালিল। সেই সঙ্গে হালুকা অঙ্গের অবিরাম পোলাগুলি। তোম

হওয়ার আগেই আনোয়ারের অবস্থান আক্রান্ত হওয়ার সমূহ শক্ত। ফিরে যাওয়ার নির্দেশ সময়মতো না পেলে আনোয়ার এবং তার কোম্পানি বিচ্ছিন্ন হয়ে আক্রমণকারীদের ঘোড়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারতো। আনোয়ার ও আলফা কোম্পানির সক্রিয় অবস্থার কথা ভেবে আকর্বর তাদের পটাপসরণ নিশ্চিত করার জন্য কেবলে রান্ধা না পারিয়ে নিজেই এই দায়িত্বটি পালন করে। আলফা কোম্পানি একটি নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ছাতক এলাকার ১৪ মেটে থেকে ১৮ অক্টোবর— এই পাঁচদিন যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দু'পক্ষেই বেশ অস্বাক্ষর হয়। বলতে গেলে আমার ভূতীয় বেসলের একটি কোম্পানি গ্রাম নিপত্তি হয়েও এ যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক হয়ে যাব। তবে প্রচুর অস্বাক্ষর হয়েও এ যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক হয়ে যাব। তাছাড়া সেবারই প্রথম একটি বেঁচে গেল নিয়ে অগুরেশন করি আমরা, যার ফলে আমাদের সোজাদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে যাব। পার বাহিনীও বুরতে পারে, মুক্তিবাহিনী এখন অনেক সংগঠিত। তারা এখন আকর্বরের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে এবং পার্কবাইনীকে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছে। এই যুদ্ধের পর আমরা ৫/৮ মাইল পিছিয়ে এসে বাঁশতোনা সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের ভেতরেই বালোবাজারে প্রতিরক্ষণগত অবস্থান এইগ করি।

সিদ্ধিক সালিকের 'উইটিনেস টু সাদেভার'

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার কোনো অভিযানকেই ভারতীয় অথবা পাকিস্তানিরা কখনো সম্মতবন্ধনভাবে চিত্রিত করে নি। তাদের কোনো এছ বা রচনায় বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো কৃতিত্বের কথাই স্থিরভাবে নেই নি। পাকিস্তানিদের লেখা পত্রে মনে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অভিযানের কৃতিত্ব সবই ভারতীয় সেবাবাহিনীর ক্ষেত্রে। কিন্তু সিদ্ধিক সালিক নামে পাকিস্তান আমির একজন প্রিপেতিয়ার (তিনি কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে বিশ্বাস দুর্ঘটনার নিষ্ঠত হন) 'Witness to Surrender' নামে একটা বই লিখেছেন, যেখানে ছাতক মুদ্রের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে। মুক্তিত্ব চালাকদের সিদ্ধিক সালিক চাকাছু আইএসআরার এক কর্মরত ছিলেন বলে যুদ্ধের ব্যবস্থাবর্বন সম্পর্কে ভালোই অবগত ছিলেন। পাকিস্তানি এই লেখকের গোটা বইটে মুক্তিবাহিনীর মাত্র দুটো অভিযানের কথা ছান পেয়েছে। তার একটি হলো ছাতক অভিযান, অন্যটি প্রথম বেসলের কামালপুর অভিযান। লেখক তার বইতে লিখেছেন, অভিযানকারীরা সিমেন্ট ফ্যাটটির দুর্বলত করতে পারলেও ছাতক শহর তাদের পাকিস্তানিদের হাতেই রয়ে গিয়েছিল। ছাতকের যুদ্ধ মে পাকিস্তানি হেড সেনাটারে বেড়া ধরলেন মাকা দিয়েছিল, সিদ্ধিক সালিকের বইয়ে তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় বাহিনী ছাতক শহর ও সিমেন্ট ফ্যাটটিরে আক্রমণ চালিয়েছিল। প্রচও হামলার

পর তৃতীয় বেঙ্গলের সহায়তায় তারা সিমেন্ট ফ্যাটির দখল করে নেয়। সিদ্ধিক আরো লিখেছেন, এ আক্রমণ এতো প্রচণ্ড ছিল যে আমরা সিমেন্ট ফ্যাটিক হেতু দিয়ে চাতুর শহরে ফিছুর আসতে বাধা হই। পরে আমরা ৩২ পাঞ্জাব এবং ফুটিয়ার ফোর্সের একটা রেজিমেন্ট নিয়ে কাউন্টার-অ্যাটাক করি। তিনিসিন মুক্তির পর অবহৃতভাবে আমরা আমাদের অধিকারে আসে। লেখক তার বষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব তথ্য দিয়েছেন, তবু ভুল করেছেন আক্রমকরীদের চিহ্নিত করতে। তিনি লিখেছেন, ৮৫ লিঙ্গসএড় এই আক্রমণ পরিচালনা করে এবং এতে তৃতীয় বেঙ্গল সহায় করেছিল যার। প্রকৃত তথ্য এই যে, ভারতীয় সেনাসদস্যদের একজনও এই আক্রমণাত্মানের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এটি পুরোপুরিভাবেই তৃতীয় বেঙ্গল এবং ৫ নম্বর সেন্টারের তিনিটি এফএফ কোম্পানির নিজস্ব অভিযান ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল আমরা ভারতীয়দের কিছু গোলাবর্ষের সাহায্য নিয়েছিলাম।

ওসমানী ও জিয়া এলেন বাঁশতলায়

ছাতক অভিযানের বাঁশতলায় দায়িত্ব নির্বাচন করতে ২০ অক্টোবর ওসমানী সাহেব বাঁশতলায় আসেন। তিনি ঢালাওভাতে আমার এবং অধীনস্থ অফিসারদের ওপর বাঁশতলা দায়িত্ব চাপিয়ে নিলেন। আমি অভিযান করে বলালাম, কোলকাতা এবং পিলাগ্রের পাহাড়-ভূমির বনে যারা এক্রমে একটি অবস্থার পরিবর্তন এবং করেছেন এবং আমরা এ অঞ্চলে পৌঁছানো মাত্র কোনো রকম ধন্দে ছাড়াই অভিযানে বেঁধে বাধা করেছেন, ব্যর্থতার দায়িত্বার তারে ওপরে চাপানৈই স্বীকৃত্যুক্ত হবে। ওসমানী তখনকার মতো আর কিছু না বললেও পরবর্তীকালে অর্ধেক ১৯৭২ সালে তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর তার বাল লেড়েছেন বীরতৃষ্ণুক প্রক সেনারা সময়। পকক নিতুবখকালে তৃতীয় বেঙ্গলের অনেক যোগ্য সদস্যের প্রতি অন্যান্যভাবে বিমাতাসুল আচরণ প্রদর্শন করা হয়। একটি রাজনৈতিক যুক্তি, যা নাকি জনমুক্তে রংপুত্তরিত হয়েছিল, সেখানে কেবল কিছুসংখ্যাক যোদ্ধাকে খেতাব দেয়া কতোটুকু স্বত্ত্বাত্মক হয়েছে সেটা পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এর মাধ্যমে মুক্তিযোক্তারা বিভক্তিত হয়েছিল। অস্বীক্ষ্য বীরতৃপূর্ণ ঘটনা অনুমোদিত ও অবহেলিত রয়ে যায়। সেই সব ঘটনার নায়কদের স্বত্ত্বকে কীভিপ্রক বা citations লেখার ক্ষেত্রে তো তখন ধারেকাহেও ছিলেন না! সেন্টার ক্যান্টনের হেড কোয়ার্টার্সে সীমানা পাড়ির বাড়ো শহরের চৌইলিঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্মত বাংলাদেশের বিস্তৃত রণক্ষেত্রে কোথায় কী ঘটেছে, তার কতোটুকু স্বত্ত্ব তাদের কাছে পৌছিতো?

পদক বিভরণের নামে এই প্রস্তুতে তৎকালীন সরকারের আঙ্গু ও বিস্ময়ের অর্থাদ্যা করে তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের আবাভাগ, বেঙ্গল এবং

সার্বিক অবদানকে ওসমানী বিদ্যেমূলকভাবে অবমূল্যায়ন করেন। এই প্রস্তুতের ফলে যুক্তিক্রমে অবস্থান না করেও কেবল ওসমানী ও তাঁর নিয়োজিত নির্বাচকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে বহুব্যাক অফিসার ব্যবাহিত হৈব হন। মুক্তের মহাদানে পালিত ভূমিকা বিবেচনা সেখানে অনুপস্থিত ও শৌগ, মুখ্য উপাদান ছিল শোষ্ঠী রাজনীতি ও তদৰিব।

ছাতকের বিপর্যয়ে স্বত্ত্ব পেয়ে আমাদের উত্তুক ও উত্তোহিত করার জন্য জেড মের্স ক্যান্টন জিয়া বাঁশতলায় আসেন। জিয়াকে ওসমানীর সঙ্গে আমার বাদানুবাদের কথা শুনে বলাতে তিনি বললেন, ‘You have done the right thing, I shall vindicate you and your battalion at an appropriate moment.’

মুক্তিক্রমের পর ১৯৭২ সালের ৯ মার্চ এক ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি আমাকে লেখেন, ‘Do convey my eternal gratitude and congratulation to your men for the fine performance at a very high cost during our War of Independence. You all must understand that ‘truths’ and ‘facts’ emerge after struggle for sometime, but they do come out definitely. I can assure you that I shall play my part for your battalion at the right moment and well.’ কিছু কিছুই হলো না। জিয়াও তাঁর কথা মাদেন মি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের সার্বিক অবদান অবহেলিত এবং অবমূল্যায়িত রাখে যেতো।

নবীরে কোম্পানির পুনর্গঠন

ছাতক মুক্তের পর নবী তার অবস্থান থেকে সারে এসে শেলার মাইল পাঁচেক পুরে তোলাগাঁ কোলিয়ারিতির পাশে অবস্থান নিয়েছিল। অক্টোবরের ১৯ তারিখের দিকে আমি নবীর সেতুভূমীন লেলটা কোম্পানির অবস্থানে হাই। উদ্দেশ্য নবীর কোম্পানির অভ্যন্তরীণ রানবেল ও পুনর্গঠন। দুজন প্রাইন কমান্ডারকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাঁশতলায় (Rear HQ) close করে বাখার ফলে সৃষ্টি শূন্যতা মোকাবিলায় এই রানবেল স্বীকৃত জন্ম হয়ে পড়েছিল। বাঁচিয়ানদের অভ্যন্তরীণ রানবেল এবং যুক্তাবস্থার সেনাদের পদেন্দ্রিয় জাতীয় কাজ সিঁও-কেই করতে হয়। সারাদিন ভোলাগঞ্জ থেকে কোম্পানিতির পুনর্গঠন কাজ তদানকি করলাম।

জেনারেল পিলের কনফারেন্স

সকান্য দুজন রানীর বাঁশতলা থেকে আভত্ত্যান্ত আশরাফের বাতী নিয়ে এলো। পরদিন সকাল সাতে আটটাম আমাকে শিলঘরের ১০১ কমনিকেশন জোনের জিওসিএল অফিসে অনুষ্ঠোয় conference-এ যোগ নিতে হবে। আমার

নির্দেশমতো আশরাফ শেলা বিওপি-তে রাত ভিন্টা নাগাদ একটি জিপ এবং প্রোটেকশন পার্টি তৈরি করে নাখলো। রাত দুটো নাপান ভোলাগঞ্জ থেকে রওনা হলাম। পার্টি ছাঁটা পাহাড়ি রাস্তা। গুল্মের দ্রুত প্রায় পাঁচ মাইল। নিশ্চল অধিকার। জামানলহীন এলাকা। ঢাকার সময় পাহাড়ি বুনো লালগাঁও ও গাছে হোট ছেট ভাল শরীরে এবং অন্যান্য মুখে আছড়ে পড়ছিল। যাই হোক, খুব দ্রুত হেঁটে আমি ও আমার সহযোগিজারা রাত চারটার বিছু আগে শেলা বিওপি-তে পৌঁছেই নতুন প্রোটেকশন পার্টি নিয়ে শিল্পের পথে যাও যাই। সেখানে পৌঁছেই নতুন প্রোটেকশন পার্টি নিয়ে শিল্পের পথে যাও যাই।

সন্দুর্ধূপুর থেকে শিল্পের অবস্থার হালাজ ফুট উচ্চতে। তাই শিল্পের যত্নেই কাছে যাচ্ছি, ততেওই ঠাঙা লাগতে প্রক করালো। এক সময় মনে হলো শীতে জানে যাবো। আমরা আসছি সমতল তুমি থেকে, কাজেই গামে সুন্তোষ একটা শার্ট মাত্র। শিল্পে কাছাকাছি পৌঁছে পেছি এমন সময় মনে হলো, টুপ টুপ করে আমার মাথা ও ঘাসের কাছ থেকে কি দেখ গাড়ি ভেতের পড়ে। গাড়ি খাইয়ে আবাক হয়ে দেখলাম কতোগুলো বড়ো কুল বরইয়ের মতো বি বেন পড়ে রয়েছে গাড়ির ভেতের। তালো করে পরীকা করে দেখা গেলো, ওঁগলো সব পেছে। রক্ত থেয়ে ফুলে বরইয়ের মতো গোল হয়ে পেছে। শীতের তীব্রতায় ওরা আমার শরীর হচ্ছে দিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। একটা ঝোঁক তখনো চোখের একটু ওপরে লেপেছিল। আমার মুখ ও ঘাস তখন সত্ত্বিক অবস্থি রক্তজ। পাঁচটি জোক দেখ ক্ষয়েক ঘাটা ধরে পর্যবেক্ষণ নিচিতে আমার রক্ত চুপছিল। বিছু একটুও তাই নি।

হয়তো যুদ্ধের জিঞ্চুর ছিলাম বলে।

গোয়াইনঘাট অভিযানের আদেশ

যাই হোক, সময়মতো জেনারেল শিল্পের সামনে হাজির হলাম। তিনি বললেন, তোমার ব্যাটালিন এনে দু'তাঙ করতে হবে। একজান অর্ধাং দুই কোম্পানি থাকবে ছাতক-বাশতলা এলাকায়। বাকি দুই কোম্পানি নিয়ে তুমি যাবে ডাউকি সা-ব-সেক্টরে। তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। গোয়াইনঘাটে পাকসেনাদের পৰবহুন আক্রমণ করবে তুমি। পোর্টেল অবস্থান সিলেটের ডাউকি সীমান্ত থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে, অর্ধাং বাংলাদেশের অন্দেক্টাই ভেতরে। গোয়াইনঘাটের উত্তরে আবার রাধানগুর প্রতিরক্ষা ক্ষমত্বের, সেটা পাকিস্তানিদের খুবই শক্তিশালী একটা ঘাঁটি। গোয়াইনঘাটেও পাকিস্তানিদের দেশ শক্তিশালী।

গোয়াইনঘাটে পিয়াই নদীকে সামনে রেখে পাশে ভাউকি-রাধানগুর-গোয়াইনঘাট সড়ক কভার করে পার-ডিফেন্স। গোয়াইনঘাট হয়ে নদীর পাড় ধরে সোজা গেলে শালুটিকর এয়ারপোর্ট। এটাই সীমান্ত থেকে সিলেটে

যাওয়ার সংক্ষিপ্তম রাস্তা। রাঞ্চটা তখন পায়েইটা পথ হলো স্ট্রাটেজিক কার্যের গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিল্পের নির্দেশমতো ১৮ অঞ্চলের দুটো কোম্পানি ক্যাপ্টেন মোহাম্মদের অধীনে রেখে দেলাম। মোহাম্মদ তখন আমার ট্রাইঅফি। অলফা কোম্পানির কভারের আনন্দগাঁওক চিকিৎসার জন্য শিল্প পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। মার্চে সৈয়দপুর এলাকার পাকসেনাদের সঙ্গে যুক্ত আহত হয়েছিল আন্দোলন। এতেদিন সুচিকিৎসা হয়ে নি বলে কষ্ট পাইছিল সে। ওর জায়গায় কমাত্তর হলো সে. লে. মহুর। প্রস্তুত, হাতক অপারেশন সেব্য বৌশতলা ফিলে আসার পথ আরো দু'জন সেনা অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এগুলি 'ফার্ম মুর্তি ব্যাট' অর্ধ-যুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ সমাপনকর্তৃ অফিসার সে. লে. মহুর এবং সে. লে. হোসেন (মঞ্জুর পরে মেজর অব., হোসেন পরে লে. কর্নেল, ১৯৮১-তে ফার্মিতে নিযুক্ত)। এ দু'জনের যথাক্রমে আলফা ও তাঁরা কোম্পানিতে নিযুক্ত করা হয়। মুর্তি নামক হুক্ম এদের প্রশিক্ষণে হয়েছিল বলে এর নাম হয়ে দাঢ়ীয় মুর্তি করিগুলি। এদের ফার্মটাই বালাদেশের সর্বোচ্চ কর্মশালাতে অফিসার।

অভিযানের প্রচুর্তি

মঞ্জুরের আলফা কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার নিয়ে প্রথমে গেলাম তোলার পথে। সেখান থেকে ডেল্টা কোম্পানিসহ কোনাকুনিডাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিয়ে মাইল পনেরো দূরবর্তী হাদারপাড়ায় পেলাম। সেখানে আমরা একটা কমনেন্ট্রেশন প্রয়োজন করতে করলাম, অনেকটা হাইড-আউট ধরলেন। এখানে আমাদের দুটো কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের যোঁ প্রায় পাঁচশ' স্টেন। হাদারপাড়ায় আমে দুটো এফএফ কোম্পানি যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে। মোট প্রায় সাতশ' স্টেন নিয়ে একদিন একবাত সেবাদে থাকলাম। এর মধ্যে পোর্টাইনঘাটে পরিষ্কৃতি, রাস্তাপথ সম্পর্ক সৈকান্ধ করে নিলাম। পোর্টাইনঘাট তখনে বারো মাইল দূরে। সারা রাত হেঁটে খুব ডেকে পারে ননীকুমা আমরা। পৌঁছে দেখি, যাদের ওপর নৌকা যোগাড় করার দায়িত্ব ছিল, তারা নৌকা যোগাড় করতে পারে নি। অংশ একবৰ্তাও তারা আমাদের দেখে নি। পাহাড়ি নদী বলে অবশ্য পিয়াই বেশি চওড়া নয়, বড়োজোর শ' দেড়েক ফুট ছিল এর প্রস্তুতি। নদীর তীর বরাবরই পাকিস্তানিদের অবস্থা। ওপারে একটা স্কুলে তাদের হেড কোয়ার্টার। স্কুলটার ছাদে মেশিনগান বসানো। কথা ছিল পোর্টাইনঘাটকে মাইল দেড়েক উভয়ে দেখে নৌকায় নদী পার হবো। জায়গামাটো লিয়ে নৌকা না দেয়ে তাই বিগদেই পড়ে পেলাম। এর মধ্যে সকল হয়ে পেলো। সকল হয়ে যাওয়ার পাকিস্তানিয়া আমাদের দেখে দেলে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। দু'পক্ষের মধ্যে সমানে শোলাওত্তি অর্থ হয়ে

গেলো। আমরা পঞ্জিশনেই যেতে পারলাম না। নদী পার হয়ে তবে তো আটাক করতে হবে! অথচ ওপারে নিয়ে পঞ্জিশন নেয়ার আগেই তুর হয়ে গেলো ফায়ারিং।

গোয়াইনথাটের বিপর্য

সে. লে. মহুরের আভাস কোম্পানি ছিল সবার আগে। পাক আক্রমণের প্রথম ধারাতেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো আমাদের। নদীর ডেল্টার কোম্পানির ভাগ দেখে ছাতেও হয়ে যায়।

বাত তিনিটার দিকে আমরা যদন গোয়াইনথাট এলাকায় দিয়ে পেছিই, তখন হঠাতে করেই বাতি থেকে আজানের ধৰনি উঠেতে থাকে। অসমে আজান তৈন আমরা আবাক হয়ে যাই। এব বাতির আজান তৈন কিছুর পরপর বিভিন্ন বাতি থেকে আজান দেয়া হচ্ছিল। পথে বুরতে পেরেছিলাম, এভাবে আমাদের আগমনবার্তা পৌছে দেয়া হচ্ছিল পাকসেনাদের কাছে। আর আমাদের পাকসেনাদের হতভয় করতে পারি নি আমরা, বরং আগে থেকেই সর্বক থাকব। ওরাই আমাদেরকে আবাক্যাক থাইয়ে দেয়।

যাই হোক, কিছুশৈলে মধ্যে আলফা আর ডেল্টা দুটো কোম্পানি ছেড়ে দেয় গেলো। এই অবস্থাতেই পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের সিন্তত গোলাওলি চললো। আশপাশে ৫০/৬০ জন সৈন্য ছাড়া আর কাটকে পেলাম না। যোগাযোগ যে করবো তাৰও উপায় নেই। যে-কেনো কাৰণেই হোক, ভাৰতীয়ৰা আমাদের সিগনাল সেট, ম্যাপ, কল্পনা, বাইনোকুলার এসব প্ৰযোজনীয় বসন সৱজান দেয় নি। পাকসেনাদের ওপৰ মেশিনগান আৰু তিন ইঞ্জিনৰ চালিয়ে যাইছ আমরা। সেদিন আমাদের কাছে বেশকিছু মৰ্টারের গোলা হিল। প্ৰায় 'শাশ' সৈন্যৰ প্ৰতি হাত একটা কৱে গোলা বহন কৰাইল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হৈ যাওয়াতেই শৰমসা দেখা দিলো। মৰ্টারের গোলা দূৰে থাক, সৈন্যদেৱই পাশা নেই।

এই সময় দক্ষিণ থেকে কিছু সৈন্যকে বিলের ভেত দিয়ে পানি ভেঙে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কাছাকাছি এলো বোৱা গোলো তাৰা আলফা কোম্পানির সৈন্য। ফায়ার কাভার দিয়ে নিয়ে এলাম তাদেরকে। সারাদিন-সারারাত যুৰ কৰে এভাবে পাকসেনাদের সামনে থেকে বাকি লোকদের ভৱার কৰতে হয়। দুপুরে দিকে মাঝার ওপৰ দুটো ফিল্ড উৎ, প্ৰেন (ছেট প্ৰশিক্ষণ বিমান) এসে আমাদের ওপৰ মেশিনগানের ওপি চালাবে লাগলো। কিছু প্ৰেন দুটো এতো উচ্চতে হিল যে তেমন একটা সুবিধা কৰতে পাব নি। তবে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে তা সাময়িকভাৱে কিছুটা ঝীভি সৱার হয়েছিল। আমরা নদীৰ এপারে বাধমতো একটা উচু জায়গার আড়ালে ছিলাম

বলে রঞ্জা! কেবল সুলেৰ ছাদে বসাবো পাকসেনাদেৱ মেশিনগানটাই সমস্যা কৰাইল। এৰ মধ্যে সবাইকে পিছিয়ে এসে পশ্চাৎভৰ্তী একটা গামে অবস্থান নেয়াৰ নিৰ্দেশ দিলাম। আমাদেৱ কোম্পানিগৰ্হণৰ অৰষ্টা তখন শোচনীয়। ডেল্টার নদীৰ ও তটিক্য সৈন্য ছাড়া আশপাশে কেউ নেই। এফএফ কোম্পানিগৰ্হণ ওখাও। আমাৰ নিজেৰ হেঁকেয়াটোৱে শৰ্খাকে সৈন্যৰ মেশিনৰ ভাগেই থৰুৱ নেই। কয়েকজন জেসিও এবং এনসিৱে দিয়ে শৰ্খৰ একেবাৰে সামনে দেখে বেশ সুৰক্ষিত হৈলাম। এৰপৰ ধীৰে ধীৰে সৰাটি পেছনৰ একটা গামে জড়ে হলাম। পার্মিটৰ নাম লুনি। এ যুক্ত আমাদেৱ এমনই সুৰক্ষা হয় যে, জনা পদেৱো সৈন্যকে শেষ পৰ্যন্ত পেলামই না। সব মিলিয়ে গোয়াইনথাট অপোৱেশন আমাদেৱ জন্য একটা বিপৰ্যাপ্তি ছিল বৰ্ষতে হবে। এখানকাৰ পাকসেনাদেৱ কিছু বুবই সূৰক্ষিত। মিয়ে বাহিনীৰ কমান্ডাৰী দূৰ থেকে পাহাড়ে ঢুঢ়ায় বসে চোখে বাইনোকুল লাগিয়ে আৰ সাময়িক পৃষ্ঠিযোজনৰ কাছ থেকে পাওয়া ভাসা ভাসা তথ্যৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰেই আমাদেৱ বিভিন্ন স্থানে আজৰমণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিতো। ফলে মেখাবে বলা হতো পাকবাহিনীৰ একটা সেকলন আছে, সেখানে দেখা যেতো একটা প্ৰাইন বসে আছে, আৱ প্ৰাইন বললে হয়তো দেখা যেতো পুৰোদস্তু একটা কোম্পানি দেখাবে উপনিষত। গোয়াইনথাটৰ বিপৰ্যয়ে কাৰণও তাই। আমৰা পাকসেনাদেৱ অবস্থান সম্পর্কে গোল কিছুই জানতাম না।

মিজ বাহিনীৰ সমে মতবিৰোধ

মিজ বাহিনীৰ সেনানায়কৰেৱে সহে ছাতক যুক্তেৰ সময় থেকেই মতবিৰোধ দেখা দেয় আমাৰ। আমি বলেছিলাম, কন্দোশনাল অটোৱে যাওয়া আমাদেৱ চিক হবে না। অস্তত বৰ্তমান পৰ্যায়ে আমাদেৱ সেই দক্ষতা অঙ্গীত হয় নি। প্ৰযোজনীয় যুক্তিপ্ৰণৱণ দেই বলগেই চলে। আৱ প্ৰথাগত আজৰমণ কৰতে গোলো প্ৰতিপক্ষৰে চেয়ে তিনভৰণ বেশি সৈন্য যৈনি থাকতে হবে, তেমনি পৰ্যায়ে চেয়ে তিনভৰণ বেশি ক্যাঞ্জুলাটি শীৰ্কাৰৰ কৰাৰ গুৰুতি থাকতে হবে। কিন্তু এতো বেশি ক্যাঞ্জুলাটি মেনে নেয়াৰ অবস্থা আমৰা নেই। কাৰণ বিহুকোলমেটেৰ ব্যৱহাৰ বলতে গোলো কিছুই নেই। নিয়মিত বাহিনী হিসেবে পাকবাহিনীৰ সেটা ভালো মতোই আছে। এসব ব্যাপারে আমাদেৱ সেকল ক্যান্ডারৰে আৱ সবাই ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সমে মতবিৰোধ এভিয়ে গোছেন। আৱ না এভিয়েই-বা কি কৰবেন? আমাদেৱ সেকলৰ ভৰণীতে ভাৰতীয় মে সেকলতলা গঠিত হয়েছিল, তাৰ কমান্ডাৰদেৱ একজন ছাড়া সবাই হিল কৰ্মত ত্ৰিপেতিয়া, অৰমিষ্ট জনেৰ রাষ্ট্ৰ হিল মেজা জেনাৰেলে। আৱ আমাদেৱ সেকল কমান্ডাৰৰ একেকজন মেজাৰ, ক্যাষ্টেন আৱ এয়াৰফোৰ্সে

উইং কম্বার। পুরুষের কোনো আর্মিং পারতপক্ষে হ্যাতক অভিযানের মতো আহমদকি অপারেশন করবে না। প্রায় চারশে মাইল পথ অতিক্রম করে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় পৌছানো মাত্র করেক ঘটার মধ্যে আঞ্চলিক করার পরিকল্পনা কেটেই সমর্থন করবে না।

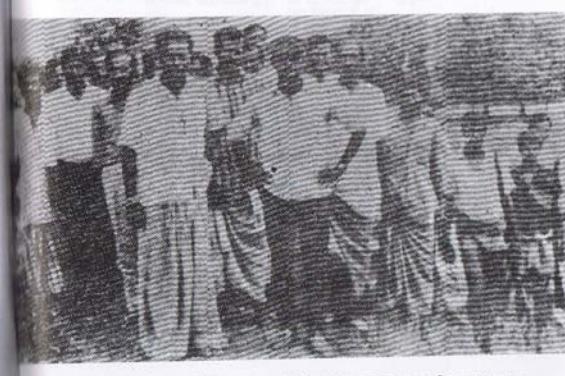
যাই হোক, আমরা শিখে লুন গ্রামে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান নিলাম। আচ্ছে আচ্ছে সবাই সেখানে জড়ো হলো। লুনির অবস্থান রাধানগর আর গোয়াইনঘাটের মধ্যে, একটু পাস্তমে। এই অবস্থানে থেকে করেকনিন প্রতিরোধ মুক্ত করলাম আমরা। পাকসেনারা মাদের মধ্যে ফাইটিং প্যাট্রুল পাঠিয়ে ছেটোখাটো হামলা চালায়, আমরা ওদের প্রতিহত করি। এমনি বর্ষারে সংযর্থ চলে— কোনো বড়োসড়ো লড়াই হয় নি।

রাধানগর এলাকায় তৃতীয় বেঙ্গলের অবস্থান এইগুলি গোয়াইনঘাট আক্রমণে (২৪/২৫ অক্টোবর) তৃতীয় বেঙ্গলের বিপর্যয়ের পর জেনারেল পিল আমাকে রাধানগরের প্রতিরক্ষানি সেনাদলের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বিপর্যয়ে অবস্থার একটুকু কোম্পানিওলোর শক্তি বৃক্ষের লক্ষ্যে অঙ্গুষ্ঠা ও ডেলটা কোম্পানিকে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করার পরামর্শ দিলো। মুক্তিবাহিনীর তিনিটি এফএস কোম্পানি রাধানগর পক্ষ মুক্তিবাহিনীর বাক্সারে প্রতিরক্ষায় ছিল। জুলাই-অগস্ট মাস মেরেকেই এফএস কোম্পানিওলো মোটামুটি অর্ধচন্দ্রকারে পাক অবস্থানটিকে থেকে রেখেছিল। ভারতীয় সাব-সেন্টার কম্বার কর্নেল রাজ সিং জেনারেল পিলের সাবিক তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলে অবস্থিত কম্বার হিসেবে মুক্তিবাহিনীর কোম্পানিওলো পরিচালন করছিলেন। এখানে প্রায় প্রতিদিনই জেটোখাটো আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের ঘটনা ঘটছিল। সেই সঙ্গে বেড়ে চলছিল দু'পক্ষের হতাহতের সংখ্যাও। ঘোটেখেল হাম ছিল রাধানগর প্রতিরক্ষা কম্বলের হেড কোয়ার্টার। গোয়াইনঘাটের অবস্থান এর প্রায় পাঁচ মাহই নথিপত্রে।

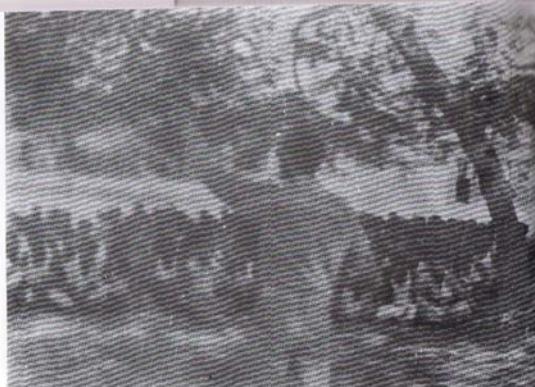
২৭ অক্টোবর আলকা কোম্পানিকে কাষাটুরা এবং ডেলটা কোম্পানিকে লুনি গ্রামে অবস্থান নিনেশ দিলাম। কাষাটুরা আমাটি রাধানগর-গোয়াইনঘাট রাজ্যের উত্তর-পূর্ব এবং লুনি গ্রামটি একই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এফএস কোম্পানিওলো সাহায্য করতে আমর কোম্পানি দুটো অবস্থান নেয়াতে রাধানগরে অবস্থিত পাক সেনাল তিনদিক থেকে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে যাব। একমাত্র দাঙ্গল দিকটাই খোলা ছিল। সেনিক দিয়ে গোয়াইনঘাট যাওয়ার রাজ্য। করেকনিনের মধ্যেই আমি নবীর ডেলটা কোম্পানির অবস্থান লুনি গ্রামের প্রতিরক্ষা আরো জেরদের করার জন্য ইকো এবং প্রাতো কোম্পানির দুটো প্লাটুন বাঞ্ছিবাজার (শেলা-হাতকের রাজ্যের গুপ্ত) থেকে আনিয়ে নবীর কম্বলে নথি করেছিলাম। এর ফলে রাধানগর



১১ জুন ১৯৭১। বাহাদুরবানঘাট আক্রমণে এমনো যাজে তৃতীয় বেঙ্গল বেঙ্গলেস্ট-অবিনারক মেজর প্রতিরক্ষাত জারিল (ধূম দিক থেকে চুরু), আলকা কোম্পানির প্রধান কেনিও সুবেলের হাতিল (সুরে) এবং তার পেছনে আলকা কোম্পানির কম্বার বাহুন্দেন আনোয়া। ছবি : হাজন হৃদীব



অপারেশন থেকে আসা মুক্তিযোৢা দলকে বৈমালীতে যান্ত জামায়েল মেজর তিয়া (কোম্পানি শাব্দে নথি দেওয়ানো), কার জানে কেবশার্ট পরা সে. মুক্তিবাহী দল এবং পাশে দানা হাফশার্ট ও মুক্তি পাঠিহাত দেখতে ইই : হাজন হৃদীব



কৌমারী মুক্তিকলে জেত ফের্স-এর অধিকারক দ্রেসন কিয়াড়ি ব্রহ্মণ

ছবি : হাতম শাহীব



কৌমারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছবি তৃপ্তিতে এন্ডিলি-চেলিভিশন টিভির দেতা বনার্জ রজার্স ছবি : হাতম শাহীব

11:08:57

NO. 2018 / 107 /
H' Batalia Unit / 1000
10 May 71

To

Maj Gen JAGDISHWAR
Sector No. 1
Major Gen DILIPAT Singh
Sector No. 2 (New Sector 2)
Major Gen KULBHARAT
Sector No. 3 (New Sector 3)
Major Gen SANTOSH
Sector No. 2 (New Sector 2)
Major Gen DILIPAT Singh
Sector No. 1 (New Sector 1)
Major Gen R.S. ASIAN
Sector No. 4
Subject - ~~MAJOR GEN THAKUR - OFFICER~~

The G-in-C is pleased to order the following posting/
promotion and rotation of area of sectors with connecting b/r/
authorities. This order will come into force with immediate
effect:-

Sector	Area	Current	Specified
Y	CHAILA, BIRALA, CHITTAGONG, CHITTAGONG HILL TRAIL & Khalia	Major GEN DR. R.C. All who will take over command of the Sector and 3 R. B.R. and other troops from Major GEN DR. R.C.	1. Lt Col DR. R.C. 2. Lt Col DR. R.C.
K	CHAILA, GOWA OF JEMA up to but excl CHAILA but incl Sector 2 & 3	Major Gen KULBHARAT within a B.R. Sector and other troops.	Major Gen KULBHARAT within a B.R. Sector and other troops.
Z	CHAILA-IRIB, TAKMALL and area of TARTA & TATT BOOM of sector JEMA	Major DR.DILIPAT with 2 to 3 R.C. and other troops.	Major DR.DILIPAT with 2 to 3 R.C. and other troops.

- Meeting/transfer over will be completed and report "shaitan"
- to C-in-C immediately.
- DR. R.C.
- Major DR.DILIPAT JEMA will report to the Chief of Staff for further assignment.
- Further instructions regarding Major R.S. ASIAN will follow.
- Please acknowledge receipt.

Maurya
Lt Col
DR. R.C.
(A & B.C.)

Copy to:-
1. 10 R.D.T.D.P.D.
2. 10 R.D. A.D.M.

11:08:57

যুগ্মভাবে সুচিনিতভাবের প্রথম পেটিও অর্ডার

LIAISON CASE

For 2001/202 Maj Shaefat Jamil of FJ Sector (2 Arty Regt) has been granted 10 days general leave from 25 Aug to 04 Sep 71.

1. He is permitted to go to Calcutta.
2. His leave address is under:

8 Jeevan Rd
CALCUTTA

5001/202



(V.K.DAS)
Maj
DATAING

RECORDED - As movement order ✓

HQ Arty Bde

2 Arty Regt

Officer Copy

পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা যাওয়ার জন্য ফুটি-মুহূর্পত্র

DATAING

PA 624 Ans. Maj. Gen. Shaefat Jamil

With best regards (alongwith communication personnel)

will proceed to Calcutta

2. So /in authority to travel _____

ACARTA to Calcutta

3. On reaching destination the/he will report to Cin C

প্রশিক্ষণের পর সব মুহূর্পত্র অর্পণ

(e 3 1 Parrot)

1. I am injured, therefore cannot travel.
2. Raise mouth of 4ps. They have done well. we have proved that we can take a slow capture of 4.
3. Ready & take up by around 10:00 AM.
4. By should be informed you must be ready to face capture by noon today.
5. Adjacent portion of Ali Mohsin post plus the 4 sec.
6. Arrange to get more ammos.
7. You are aware of the fact in Daula sector of 3 & 6 battalions.
8. Don't tell them that I am injured. cheer them up & convey my instructions to all. ok by Col. Jamal.

২৮ নভেম্বর আহত হয়ে মৃত্যুবরণ হোকে তুমি শামের অবস্থানে লিঙে দে, মৃত্যুবরণ ঘনত্বে দেখাবে পর

INITIATIVE CHARGE SHEET

The accused No. BA-6924 Temporary/Colonel Shaffat Jamil BB,
Ex-Commander 46 Brigade, is Charged with -

First Charge
DAA Sec 31(a)

Conspiring with other persons to cause a mutiny in
the military forces of Bangladesh,

in that he,

at Dacca Cantonment between night 2nd and 3rd November 1975,
conspired along with Late Brigadier Khaled Mosharraf Ex-Chief
of General Staff, certain officers of Bangladesh Air Force
and certain officers of Bangladesh Army to cause a
mutiny in the Army to set up the set up of the Peoples Republic of
and the Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Second Charge
DAA Sec 31(a)

Joining in a mutiny in the military forces of
Bangladesh,

in that he,

at Dacca Cantonment between night 2nd and 3rd November 1975,
joined in mutiny along with Late Brigadier Khaled Mosharraf
Ex-Chief of General Staff, Late Colonel Baudhikar Narmal Huda
and certain officers of Bangladesh Air Force and certain
elements of Bangladesh Army and some officers of Bangladesh
Air Force against prevailing set up of the Army and the
President of Bangladesh as the Chief of Army Staff
irretrievably obtained resignation of the Chief
of the Army Staff and the President of the Peoples Republic
of Bangladesh.

Third Charge
DAA Sec 31(a)

Joining in a mutiny in the military forces of
Bangladesh,

in that he,

at Dacca Cantonment on 4th November 1975 in Company with
other officers went to the Bangabhaban in a mutinous spirit
and forced the President Baudhikar Mosharraf Ahmed to
order Late Brigadier Khaled Mosharraf as the Chief of Army
Staff with protest and resign his Presidentship of the
Country,

Fourth Charge
DAA Sec 31(c)

Knowing the existence of a mutiny in the Bangladesh
Army and not without reasonable delay giving information
there of to other superior officers,

in that he,

at Dacca Cantonment on night 2nd and 3rd November 1975
knowing about the existence of usurping in the Army
commanded by Late Brigadier Khaled Mosharraf in mutinous way
did not make any efforts to communicate the information to
his superior officers.

Fifth Charge
DAA Sec 55

An act to the prejudice to good order and military
discipline,

in that he,

at Dacca Cantonment on 2nd November 1975 recalled from duty
Lt-Col Md. Sharif Khan of 2 East Bengal Regiment from
Golbagh through No. SS-510 Captain A. D. Rajpal
Isals on a false pretext of serious illness of his soldier
where as it was not so.

Contd. . . . B/2

যেসকল মৌখিকভাবে অবিদ সরকার উপরের অফিসের সাথে প্রথমের নিয়ে আবিষ্ট ছিলেন।
অভিযোগের জন্য নির্ণয় দ্বারা দূর্ভুক্ত হওয়া।

- 2 -

Sixth Charge
DAA Sec 55

An act to the prejudice of good order and
military discipline,

in that he,

At Dacca Cantonment on night 2nd and 3rd November 1975
Lt-Col Md. Sharif Khan of 2 East Bengal Regiment
through his Brigade Major BSS-10651 Temporary
Major Rafisuddin Ahmed BB to seize the control of Civil
Telephone exchange by force and destroy the installation
thereby intended to cause destruction to government
property.

Seventh Charge
DAA Sec 32

Behaving in a manner unbefitting his position
and character expected of him,

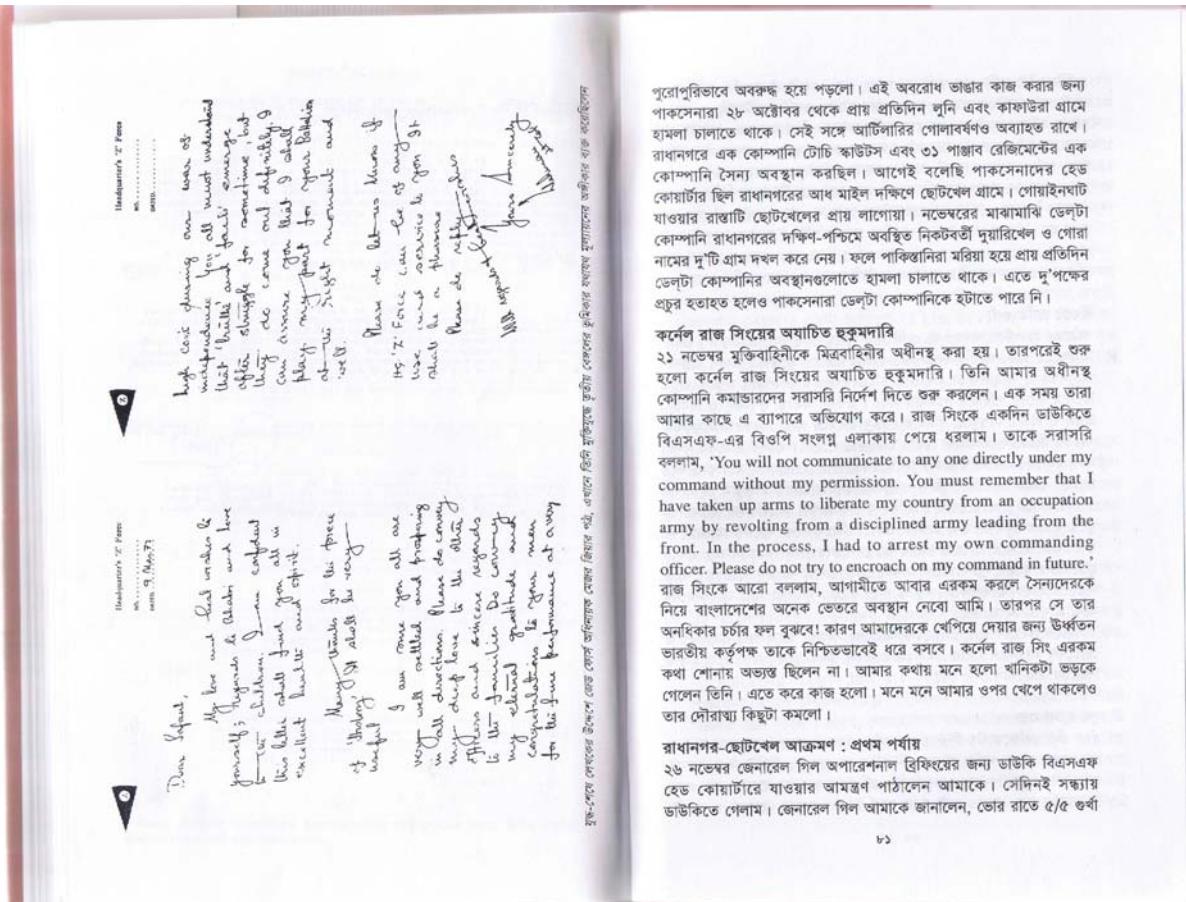
in that he,

At Dacca Cantonment on night 2nd and 3rd November 1975 as
Commander of 46 Brigade ordered Infantry battalions of his
Brigade to stand to and deployed some of 1st Company
in and around Golbagh area during the period of clash
between the elements of 1 East Bengal and 1 Bengal Lancers
at Bangabhaban and thereby behaved in a manner not expected
of his position and character.

(Signature)

DACCA,
14 January, 1975

Lieutenant Colonel
Commander 46 Area
(Mian Abdur Rashed)



পুরোপুরিভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। এই অবরুদ্ধ ভাঙ্গা কাজ করার জন্য পাকিস্তানের ২৮ অক্টোবর থেকে প্রায় প্রতিদিন শুনি এবং কাষাটোরা ধার্মে হামলা চালাতে থাকে। সেই সঙ্গে আটলিরির পোলার্বৰ্ষণও অবরুদ্ধ রাখে। রাধানগরে এক কোম্পনি টেলি স্টেটস এবং ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পনি সৈন্য অবস্থান করছিল। আগেই বলেছি পাকিস্তানের হেড কোয়ার্টার ছিল রাধানগরের অধি মাইল দক্ষিণে ছেটখেল রামে। পোরাইনট যাওয়ার রাখাটি হেটখেলের প্রায় লাগিয়া। নভেম্বরের মাঝামাঝি তেলটা কোম্পনি রাখাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নিকটবর্তী দুয়ারিখেল ও গোরা নামের দুটি গ্রাম দখল করে নে। ফলে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে প্রায় প্রতিদিন তেলটা কোম্পনির অবস্থানগুলোতে হামলা চালাতে থাকে। এতে দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলেও পাকিস্তান তেলটা কোম্পনিরে হটাতে পারে নি।

কর্মসূল রাজ সিংহের অ্যাটিউ হকুমদারি

২১ নভেম্বর মুভিবাহিনীকে মিঠাবহিনীর অধীনস্থ করা হয়। তারপরেই তরু হলো। কর্মসূল রাজ সিংহের অ্যাটিউ হকুমদারি। তিনি আমার অধীনস্থ কোম্পনি কর্মসূলদের সরাসরি নির্দেশ দিয়ে তাকেন। এক সময় তারা আমার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। রাজ সিংকে একদিন ডাউকিতে বিএসএফ-এ বিএপি সংলগ্ন এলাকার পেষে ধরলাম। তাকে সরাসরি বললাম, 'You will not communicate to any one directly under my command without my permission. You must remember that I have taken up arms to liberate my country from an occupation army by revolting from a disciplined army leading from the front. In the process, I had to arrest my own commanding officer. Please do not try to encroach on my command in future.' রাজ সিংকে আরো বললাম, আগামীতে আবার এরকম করলে সৈয়দেরকে নিয়ে বালাদেশের অনেক ভেতরে অবস্থান নেবো আমি। তারপর সে তার অনধিকার চৰ্তাৰ ফল বুঝে। কাবল আমাদেরকে বেশিয়ে দেয়াৰ জন্য উৰ্ধতন ভারতীয় কৃত্পদ তাকে নিশ্চিভৱেই ধরে বসাবে। কর্মসূল রাজ সিং এরকম কথা শোনায় অভ্যন্ত ছিলেন না। আমার কথায় মনে হলো খানিকটা ভড়কে পেলেন তিনি। এতে করে কাজ হলো। মনে মনে আমার ওপর থেপে থাকলেও তার দৌরায় বিছুটা কমলো।

রাধানগর-ছেটখেল আক্রমণ : প্রথম পর্যায়

২৬ নভেম্বর জেনারেল পিল অপারেশনাল প্রিফিল্ডের জন্য ডাউকিতে হেড কোয়ার্টারের যাওয়ার আমন্ত্রণ পাঠলেন আমাকে। সেদিনই সকায় ডাউকিতে পেলাম। জেনারেল পিল আমাকে জানালেন, তোর রাতে ৫/৫ গুরী

অবস্থানৰত আমাৰ ডেলটা কোম্পানিৰ সঙ্গে আশ্রয় নিলো। পাকবাহীনী ছেটখেল গ্রামে তাদেৱ অবস্থান পুনৰ্গতিষ্ঠা কৰে যেলো। এই পাস্টা হামলাতেও দু'পক্ষেৱ প্ৰচৰ হতাহত হলো।

হতাশাৰ কালো ছাপা

আমুৱা সৰাই শুণ মুছড়ে পড়লাম ৫/৫ উৰ্ধা রেজিমেন্টেৰ এই বিপৰ্যায়। চাৰদিশে হতাশাৰাঙ্গক একটা অবস্থা। সিং ও মুক্তিবাহীনীৰ মনোৰূপ একেৰোৱ বিপৰ্যায়। এনিকে পাকসেনামাৰ তাদেৱ প্ৰাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নছুন উদ্যায়ে ডেলটা কোম্পানিৰ দুয়ারিখল ও পোৱা গ্ৰামৰ অবস্থানতলোত তাৰ আক্ৰমণ কৰলো। কৰ্মসূৱেৰ পোলাৰ জুনাইয়াৰ ভাৰা এই দুই অবস্থানে হামলা চলালো। বিবেকেৱেৰ সিংহাসনত হৈলো প্ৰাচুৰণ কোম্পানিৰ প্লাটুনটি লুনি গ্রামে পঞ্চাদশসংবৰণ কৰে সেখানকাৰ অবস্থানটিৰ শক্তি বৃক্ষি কৰলো। এই মধ্যে ধৰণ এলোৱা রাত আটটাৰ ভাটুকি বিএসএফ ডেলট কোয়ার্টোৰে জোৱারেল পিলেৱ অগৱেশনাল ক্ৰিফিং হৰে। আমাৰকে মেতে হৰে।

ৱাধানগৱ-ছেটখেল আক্ৰমণ : তৃতীয় পৰ্যায়

যথাসময়ে ভাটুকি বিএসএফ হেল কোয়ার্টোৰে পৌছলাম। মিত্ৰবাহীনীৰ অন্যান্য অধিসামৰণ ঘাৰীভূতি উপস্থিতি। সৰাই লিমৰ। পৰিস্থিতি হমথামে। জোনারেল পিল ৪/৫ উৰ্ধা রেজিমেন্টেৰ বিপৰ্যায়েৰ জন্ম কাউকেই সেৱাবোপ কৰলোন না। তিনি ও দু'বললেন, ছেটখেলে অবস্থানটি ধৰে গ্ৰামত না গোৱা কৰো মুক্তিসন্দৰ্ভ কৰিগ ছিল না। এই অবস্থানটি দখল কৰতে পিয়ে ধৰ্মীনৰে প্ৰত্ৰত ক্ষয়ক্ষতি শৰীকৰ কৰতে হয়েছিল। জোনারেল পিল উৰ্ধা রেজিমেন্টেৰ সিংও কৰ্মনৰ রাগতে এজন সহস্রনৰ্ভত জনালোন। তাৰপৰ সেলিনাই (২৪ নভেম্বৰ) ভোৱৰত সাঙ্গে চাৰটাৰ দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আবারো রাধানগৱ আক্ৰমণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলোন তাকে। তাদেৱ আক্ৰমণে সাহায্যকাৰী হিসেবে ভাৰতীয় সেনাৰাহীনীৰ একটি আটিলাৰি রেজিমেন্টেৰ পোলাৰ্বৰ্ধ কৰিব। এছাড়া মুক্তিবাহীনীৰ তিনটি একএণ্ড কোম্পানি এবং তৃতীয় বেসপৰেৱ আদৰ্শ কোম্পানি নিজ নিজ প্ৰতিৰক্ষা অবস্থান পেতে ছৰ্বৰ্দিসে ফয়াৰ সামোৰ্ছ দিবে।

এৰপৰ তিনি আমাৰকে লুনি, দুয়াৰিখল ও পোৱা গ্রামে অবস্থানত তৃতীয় বেসপৰেৱ সকল সেনা-সদস্যকে সংপৰ্কত কৰে একযোগে ছেটখেলে আক্ৰমণ কৰে সেটা দখল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলো। তাৰে আমাদেৱ কোনো আটিলাৰি সাপোৰ্ট দেয়া হৰে না বলে পিল জোনালোন। অৰ্থাৎ কোনো ফয়াৰ সাপোৰ্ট ছাড়াই আমাদেৱ একটি অৰ্থাগত আক্ৰমণ পৱিচালনা কৰতে হৰে, যাকে Silent attack বা শীৱৰ আক্ৰমণ বলা চলে।

ঐ গ্ৰাম তিনিটিতে তৃতীয় বেসপৰে ডেলটা কোম্পানি এবং আৱো দুটো প্লাটুন অবস্থান কৰছিল। অগৱেশনেৰ অৰ্ডেৱ নিয়ে রাত প্ৰায় একটাৰ দিকে আৰো নৰীৰ অবস্থানে পৌছলাম। পোৱা গ্রামে তখনো দেৱে দেৱে দু'পক্ষেৱ মধ্যে গোলাওলি চলালিল। দুয়াৰিখেল যে এৰি মধ্যে পাকসেনামৰ মধ্যে তেলে গেছে সে কথা আগৈই উল্লেখ কৰেছি। সন্ধাৰ আগে সেখানে অবস্থানৰত প্লাটুনটি পশ্চাদপূৰণ কৰে লুনি গ্রামে অবস্থানৰত ডেলটা কোম্পানিৰ সঙ্গে একটো হৰিণী।

নৰীৰ বাজাৰে বেসেই সকল প্লাটুন কমান্ডাৰক ঘৰৰ পাঠলাম। ভাৰা এলে গিলেৱ নিৰ্দেশৰে কথা জানলাম। প্ৰায় সৰাই এককাবে এই আক্ৰমণ কৰয়েকলিনৰে জন্য স্থূলিত রাখাৰ কথা বললো। তাদেৱ যুক্তি, গুণ আৰো দেৱ মাস ধৰে অনৱেত পাল্টাপাল্টি যুক্ত কৰে আমাদেৱ সেনা-সদস্যৰাৰ শুধুই পৰিশৃঙ্খল। অনেকেই আহাৰ অথবা নিবোজ। সৈন্যদেৱ বাওহা-দাওহা ও হিকাতে সৱবৰাহ কৰা যাচ্ছে না। ফলে অনেক সহজ অভূত থেকেই তাদেৱ যুক্ত কৰতে হচ্ছে। কয়েকলিনৰে বিশ্বাসৰে পাই এৰকটি একটা আক্ৰমণে বজুড়ে যাবতীয় কৰাবৰ অভিযোগৰা অভিযোগৰ ব্যাক্তি কৰলো। তাদেৱ বজুড়ে যাবতীয় মুক্তিসন্দৰ্ভত স্থূলিত কৰাৰ জন্য প্ৰললাম, কোম্পানি কমান্ডাৰ লে. নবী। সৰাইতে উৎসাহিত কৰাৰ জন্য প্ৰললাম, কোম্পানি কমান্ডাৰ সেনা-সদস্যে অৰ্থ আক্ৰমণে অংশ নোবো। রাত ঢাটোৰ মধ্যে সৰাইকে নৰীৰ বাজাৰেৱ কাছতে নিচু জৰিয়া সমৰণত হওয়াৰ বিৰ্দেশ দিলাম।

তৃতীয় বেসপৰে ছেটখেল দৰ্শক নৰীৰ অবস্থানে ছটাখানেক বিশ্বাস দেয়াৰ পৰ বেৱ হয়ে দেখলাম, ডেলটা কোম্পানিৰ সদস্যৰা আক্ৰমণে বাওহাৰ জন্য তৈৰি হৰে রয়েছে। এখন নিৰ্দেশৰে পালা। FUP-ৰ উদ্দেশ্যে গুৰনা হৰলাম। এক সাৰিতে প্ৰায় একশো পৰায়াশজন যোৱা। সেখানে বিছুক্ষণ অবস্থান কৰতেই রাধানগৱৰেৱ ওপৰ মিত্ৰবাহীনীৰ কমান্ডেৱ প্ৰাচ ও পোলাৰ্বৰ্ধ তৰ হয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পৰ আমুৱা Extended-line-এ ছেটখেলেৰ শক্তি অবস্থানতলোৱ দিকে অসমৰ হচ্ছে লাগলাম। লাইনেৱ একেবোৱে বায়ে ছিলাম আৰি। মাৰবাহীনৰ কোম্পানি কমান্ডাৰ লে. নবী। শক্তিৰ অবস্থান অৱ মাৰ ভিতোৱো গজ দূৰে। ‘জয় বাহন’, ‘ইয়া হায়দাৰ’, ‘আলুই আৰুবৰ’ ধ্বনিতে চাৰদিশকে বৰ্ণিয়ে তৃতীয় বেসপৰেৱ ডেলটা কোম্পানিৰ বেসেটে উচিয়ে ফয়াৰ কৰতে কৰতে শৰ অবস্থানৰে ওপৰ বাঁপৰে গড়লো। কয়েকটি বাজাৰে বীভিমতো হাতাহতি যুক্ত হৰে। ডেলটা কোম্পানিৰ সৈন্যৰা তৈৰিৰ বকল এক অজেয়া, অপ্রতিৱোধ্য শক্তি। কোনো বাধা নি।

তাদেরকে আটকে রাখতে পারছে না। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে হোটেলের শর্কর অবস্থানগুলোর পতন হলো। গুরুরা যেই অবস্থান দখলের লভাইয়ে মাঝ একদিন আগে পরাজিত হয়েছিল, আজ সেটা আমাদের হাতের মুঠোয়। তৃতীয় বেঙ্গলের ডেল্টাক কোম্পানি প্রাণে কালো বেঙ্গল রেজিমেন্টের মোহর্রা বিশের অন্য যে-কোনো রেজিমেন্টের ভুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অতুলনীয় তাদের সাহস, নিষ্ঠা আর দেশভোগ।

পাকসেনারা পচাশ পদসংগ করে দূরের কাশবনের আড়ালে পালিয়ে গেলো। তাদের বেশ কয়েকজন আমাদের হাতে ধরা গত্তে। আমের সর্বো পার্লিমেন্টের মৃতদেহ ছাঁড়িয়ে-ফিটিয়ে পড়ে ছিল। হোটেলে দখলের পর পাকসেনাদের প্রচৰ অঙ্গ, পেন্সিল আর আমাদের যাদস্বর্গীয় ডেল্টাক কোম্পানির হাতে আসে, যা দিয়ে অস্তত কয়েক মাস মুক্ত আমাদের পরিত্যক্ত বাতারগুলোত চারজন ধর্ষিত মাহিলা লাশ পাওয়া গেলো। অমর্যাক নির্বাচিত চালানের পর বর্বর পাকসেনারা পালানোর সময় তাদেরকে হত্যা করে যাবে।

আমি আহত হলাম

বিজয় আনন্দের অতিশয়ো কয়েকজন সৈন্য কয়েকটা খড়ের গান্দায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন তোরের আলো ফুটে উক্ত করেছে। জ্বলত খড়ের গান্দার আগুন এলাকাটা আরো আলোকিত হয়ে উঠলো। আমি পাকসেনাদের একটি বাস্তারের সামনে দাঁড়িয়ে ডেক্টার দেছি। বালির বাতা, বীর্ণ, কারি কাঠ দিয়ে তৈরি বাস্তাগুলো। মাটারের শেল্কও ওগুলোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বলে মনে হলো। চারদিকে তামো বিশিষ্ট গোলাগুলি চলছে। আনন্দের আলো লক্ষ্য করে পাকসেনারা দূর থেকে কুণ্ড ছুড়ছিল। হঠাৎ করেই ডান কোমরে শায় এবং আঘাত দেয়ে কয়েক হাত দূর হিটকে পড়ে লেগাম আমি। উচ্চত চেষ্টা করেও পারলাম না। বুরুতে পুরুলাম ওলিবিয় হয়েছি। অবৈ দেয়েই নড়চাঢ়া করে বুরুলাম হাত ভাঙে নি। প্রেক্টার ভেদেই রায়ে পিয়েছিল। প্রবল যত্নগা হচ্ছিল এ সময়। আমার ব্যাটারি লিলিনেনে ভাক্তার ওয়ালি তখন কুনিমে। কয়েকজন সহযোগী আমাদের ধোঁধো করে তার কাছে নিয়ে গেলো। আমার আগে আরো চারজন আহত সৈন্যকে সেখানে আনা হয়েছে। ওয়ালি সবাইকে ফাঁস এইটি দিলো। তিত্র যত্নগা কথানোর জন্য আমাকে পেছেছিন ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। সেই অবস্থায় একটা চিঠিতে নথীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম। পাল্ট আক্রমণ ঠেকানোর জন্য গ্রাহুত থাকতে লিখলাম ওকে। এই অসাধারণ বিজয়বোর যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে হলো ধরে রাখার নির্দেশ দিলাম। আরো বললাম, আমার আহত হওয়ার কথা দেন সৈন্যরা জানতে না পারে। কারণ, তাহলে তাদের মনেবল

ক্ষণ হতে পারে। আহত অবস্থায় চিঠিটা লিখ বলে হস্তাক্ষর খুব খারাপ হয়েছিল। ইরেজিও হয়েতো দুঃএকটা ক্ষপ হয়ে থাকতে পারে। চিঠিটা খুব সহজের নথীর কাছে এখনা আছে। এ সময় আমার হাঁকেও একটা চিঠি লিখ। সে তখন ব্যাটারিয়ের LOB-র সঙ্গে বাঁশতলার জসলে অবস্থান করছিলো। তারা যাতে কোনো দুঃখিতা না করে সে জনাই চিঠিটা দেখা।

শিল্প মিলিটারি হাসপাতালে

বেলা দশটার দিকে কয়েকজন সহযোগী স্ট্রেচারে করে আমাকে ডাঁকি সীমান্তে নিয়ে গেলো। সেগুলো আহত অপর চারজন সৈন্য। সীমান্তের কাছে পৌঁছে দেখলাম, খোল একটা জায়গায় কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে জেনারেল পিল দাঁড়িয়ে আছেন। একটু দূরে তার হেলিকপ্টার। যুক্তের সর্বশেষ পরিষ্কৃত জানতে এসেছেন তিনি। তাকে হোটেল মুক্তে আমাদের সাফল্যের সংবাদ দিলাম। হোটেলের দখলের বিবরণ করে পিল উচ্চাসী হচ্ছে অভিনন্দন জানালোন। তাঁর কাছেই বললাম, গুরুরা রাধাবন্দের বিভীষণবারে মতো পর্যবেক্ষণ হয়েছে। এবারও প্রাণ হতাহত হয়েছে তাদের পক্ষে।

পিল তাঁর হেলিকপ্টারে করে আমাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। পিলের হেলিকপ্টার চালক অন্য আহত সহযোগীদের আমাকে তুলে নিয়ে পিল মিলিটারি হাসপাতালে নমিয়ে দেয়। হাসপাতালে পৌঁছাই বেলা বারোটার দিকে। সেখানে গুরু রেজিমেন্টের একটা জোসেও সঙ্গে দেখা হলো। রাধাবন্দের অপারেশনে তার একটা হাত উড়ে পিয়েছিল। সে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললো, স্যার, আপ তি ইবার আ গিয়া।

দুপুরের দিনে হাসপাতালে পৌঁছলেও পায়া কুড়ি দুটা পর অপারেশন টেবিলে তোলা হয় আমাকে। ২৬ নভেম্বরের মুক্তে আহত গুর্বারের disposal করাতেই এতে সময় দেওয়ে যায়। ২৯ নভেম্বরের মুক্তের নাগাদ জান ফিরলে জানতে পারলাম, আমার শরীর থেকে বুলেটটা নের করা হয়েছে এবং পিগগিস্ট সেরে উঠলো আমি। হাসপাতালে ফুলে তোড়া নিয়ে জেনারেল পিল আমাকে দুইদিন দেখতে এসেছিলেন। পরেলা ডিসেম্বরের পঁ থেকে তাঁর আর দেখছিলাম না। বোঝবাৰ কৰলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলছিল না। বোধহয় নিজেদের গোপনীয়তা ভাঙ্গতে চায় ন। আব কি! কয়েকদিন পর জানতে পারলাম, ময়মনসিংহের কামালপুর সার-সেক্টরে একটি অপারেশন পরিচালনা করতে পিল মাইন বিস্কোবে জেনারেল সিলের পা উড়ে পেছে। প্রীগ, সাহসী এই জেনারেলের দুর্ঘটনাক কথা শুনে মনতা খারাপ হয়ে গেলো। প্রসঙ্গত উদ্বেগ, হাতক যুক্তের পর পেছে (১৮ অক্টোবৰ) তখন পর্যবেক্ষণ দেখৰ সেক্টর কমান্ডো মেজাৰ শীৰ শতকৰে সঙ্গে আমার আর দেখা বা যোগাযোগ হয় নি। ১৪/৫ ডিসেম্বৰ সিলেটের লামাবাড়ি ঘাটে তার সঙ্গে

দেখা হয় আমার। যদিও কমান্ডার শওকতের হেড কোয়ার্টার শিলংয়েই
অবস্থিত ছিল।

যুক্তের ভেতর পলিটিক্স

শিলং সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় উল্লেখ করার মতো
একটি ঘটনা ঘটে। ১১ ডিসেম্বর এক বাংলাদেশি ভদ্রলোক আমাকে দেখতে
এলেন। তিনি তার পরিচয় দিলেন ব্যারিস্টার অবদুল হক বলে। সিলেট
জেলার একজন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি তিনি। আবদুল হক আরো জানানেন,
উত্তর-পূর্বীকলীয় এলাকার প্রধান রাজনৈতিক সময়সূচীর দায়িত্বও পালন
করছেন তিনি। আবদুল হক নামের এই ভদ্রলোককে আমি আগে কখনো দেখি
নি। আর দেখার সুযোগই-বা কোথায়! ১০ অক্টোবরই তো রঞ্জুরের জোমারী
এলাকা থেকে দীর্ঘ ভারতীয় ভুঝও পাড়ি দিয়ে সোজাসুজি ছাতকের উপর
বাগানে ওল্পন করেছি। তারপর পর এক যুক্ত এবং সেই
যুক্ত আহত হয়ে আবার ২৮ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে।

নিজের পরিচয় দেয়ায় পর আবদুল হক আমার কাছে ক্ষমা দেয়ে নিয়ে
বলেনেন, আমি আপনার অজ্ঞাতে আপনার একটা বিপ্রাট ক্ষতি করে দেবেছি।
আমি তো হতভয়। বলে কি লোকটা! তার সবে তো কপিনকালীও আমার
দেখাসাক্ষ কিছু হচ্ছে নি। অভ্যন্তর বিনয় ও অনুশোচনার সঙ্গে আবদুল হক
তারপর এক হিন্দু চৰকারের কথা শোনান। তিনি বলেনেন, ছাতকে যুক্ত
বিপর্যয়ের পর অভ্যন্তরের শেখদিকে বাংলাদেশের একজন সিনিয়র সেনা
কর্মকর্তা প্রয়োচনা ও পিঙ্গাপিঙ্গিতে তিনি বাংলাদেশ ফোর্সের হেড কোয়ার্টারে
দেখা এক ঠিকভাবে আবিলভে আমাকে তৃতীয় বেঙ্গল থেকে অভ্যন্তরের দাবি
জানিয়েছিলেন।

ব্যারিস্টার আবদুল হকের কথা তন্তু হচ্ছাই হচ্ছাই করে আমার মনে
গড়ে গেলো, মুক্তিযুদ্ধের ভূর্বৃত্তেই এমনি এক চৰকারের মাধ্যমে নিতান্ত
জুনিয়র অফিসার কাটেন রফিকুল ইসলামকে এক নব্য সেন্টারের কর্মকর্তা
নিযুক্ত করে মুক্তিযুক্তির অন্যতম নায়ক মেজর জিয়াকে কিছুদিনের জন্যে
হলোও গারো পাহাড়ের তেলচালায় নির্বাচিত করা হয়। এখনোও আবার সেই
একই নোংৰা সামরিক রাজনীতির খেল। আমার কাছে ব্যাপোরটি হেন
অপ্রত্যাশিত ছিলো না বলে মর্মান্ত হলো ন। ব্যারিস্টার হচ্ছ জানানেন, তিনি
তার ভূল বুঝতে পেরেছেন। এভ্যন্তর কথা তন্ম একবন্ধু একটা কাজ করা
তার ঠিক হচ্ছে নি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে চলেনে। বুঝতে পরাহিলাম, তীব্র
অন্যোন্যায় ভুগছে তিনি। আবদুল হক আরো বলানেন, ৫ নভেম্বর সেক্ষেত্রে
যুক্তক্ষেত্রে অবস্থান করে সভাকারের যুক্ত কারা করছেন তার কাছে সেটা এখন
দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। আর করাই-বা শিলংয়ের মতো নিরাপদ জাহাগীয়

বাসে যুক্তের কাণ্ডুজে বিবরণ বিভিন্ন হেতু কোয়ার্টারে পাঠিয়ে কৃতিত্ব জাহির
করছেন সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। আবদুল হক চলে যাওয়ার আগে
জানানেন, শিগগিরই তার এই ভূমের সংশোধন করবেন তিনি।

এ ছটনার কদিন পরই বাংলাদেশ যাবীন হলো। মুক্তির বাঁধাতাণ আনন্দে
উদ্দেশ ব্যারিস্টার হচ্ছ ১৩ ডিসেম্বর একটি প্রাইভেট কারে ছাতক থেকে নিলেট
যাচ্ছিলেন। দুর্বলগজনকভাবে তার গাড়িটি নিয়ে হাতিয়ে রাজার পাশে একটি
বড়ো গাঢ়ে প্রচ আঘাত হচ্ছে। টান্টানহলেই মৃত্যুবরণ করেন আবদুল হক।
বিজয়ের আনন্দমুগ্ধ মুহূর্তে এই আকপ্তিক লিয়েগারে পান্তা আমরা সবাই
বিয়ে। সার্বিন্দুর আবাদ দীর্ঘস্থায়ী হলো না ব্যারিস্টার হচ্ছেন জন। আমকে
বেয়ে তার প্রতিষ্ঠিত পূর্ণ করতে পারলোন না তিনি। তবে আমি তৃতীয়
বেসেই রয়ে গেলো।

পাকিস্তানিদের পাস্টা হামলা ও পশ্চাদপসরণ

পাস্টা আক্রমণের জন্য আমি নবীকে প্রাপ্তু থাকতে বলেছিলাম। পরে
জেনেটি, আমার ছেটকে সবল করার ঠিক এক ঘটনার মাথায় পাকিস্তানিরা
হামলা চালায়। সারাদিন তারা কয়েকবার কাউন্টার আটকেট করে। সেই সঙ্গে
চলেছে আর্টিলারি ফায়ার। পক্ষসেনারা ছেটখেল থেকে পিছিয়ে গিয়ে
বন্ধগামৰ অবস্থার নিয়েছে। এবিং মধ্যে তাদের নতুন সেনা আন হচ্ছে; কিন্তু
নবীকে তারা পক্ষিতানি থেকে সরাতে পারে নি। ১৮ নভেম্বর সারাদিন নবীকে
পাকিস্তানি কাউন্টার আটকেট সামলাতে হয়। ১৯ নভেম্বর ভারতীয় সাব-সেক্টের
কর্মকর্তা কার্বেল রাজ সিং তাকে বলে, তুমি যেমন করে হোক ছেটখেল ধরে
রাখো। আমরা কাল সকালে আধানগুর আক্রমণ করবে। তারে ৩০
তারিখ সারাদিন কেটে কাউকে আক্রমণ করে নি। এদিকে নবীর পরিশীলন আর
ধরে রাখা যায় না এমন একটা অবস্থা। শেষমেষ নবী সিঙ্কান্ত নিলো, সে
নিজেই রাধানগুর আক্রমণ করবে। আহত হওয়ার পর আমি নবীকে যে চিঠি
লিখি তাতে বলেছিলাম, এখন থেকে ভাউকি সাব-সেক্টের তৃতীয় সেক্টরের
যাতো সৈন রয়েছে সে তার কর্মকর্তা হচ্ছে এবং সেই অন্যান্য নবী সিঙ্কান্ত
নেয়, ভারতীয়দের আশ্বায় বলে ধাকলে আর চলবে না, যা করার নিজেদেই
করতে হবে। সে সিঙ্কান্ত নেয় তিনি কোম্পানি এফএফ এবং আলফা ও ডেল্টা
কোম্পানি নিয়ে সম্মিলিতভাবে রাধানগুর আটকেট করবে। এফএফ
কোম্পানিগুলো নব মাস থেকেই এই এলাকার যুক্ত করছিল, একই অবস্থানে
থেকে। আক্রমণের সময় নির্ধারিত হলো ৩০ নভেম্বর শেষ রাত। এক্ষেত্রে
আর আলফা কোম্পানি রাধানগুর আক্রমণ করবে। ছেটখেল থেকে নবী তার
ডেল্টা কোম্পানির ট্রাল্পস নিয়ে কাহার সাপোর্ট দেবে। কিন্তু আটকেটের আগেই
শেষ রাতে বেশো গেলো, রাধানগুর প্রতিরক্ষা কর্মপ্রেক্ষ রাখক। পাকিস্তানি

সৈন্যদের কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। পরে জানা যায়, নবীর আটাকের আগেই তারা পজিশন গুটির নিয়ে গোয়াইন্যাটে পিছিয়ে যায়। সারাদিন চেষ্টা করেও নবীকে সরাতে না পেতে ওরা ধরে নেয়, ছেটখেল তো উভার করা গেলোই না, রাখনাগুরেও শেষ পর্যন্ত ধরা যাবে না। কারণ রাখনাগুরে সৈন্য, রসম এবং কিছু পাঠাতে হলে নবীর ছেটখেলের পজিশনের সামনে দিয়েই যেতে হবে। এজন্য আহতদেরকেও সরাতে পারছিল না পাকসেনারা। সর্বোপরি হেড কোয়ার্টারের সংরূপ সুর থেকে গোয়াইন্যাট ত্রুম্যই বিছিন্ন হয়ে পড়ছিল তারা।

নবীর অগ্রাধিকার

বিনা যুক্ত রাখনাগুরের দখল ফেয়েও ধামলো না নবী। সে তখন গোয়াইন্যাটের দিকে মুক্ত করায়। গোয়াইন্যাট নিয়ে নবী সেখে সেখান থেকেও ভেঙে গেছে পাকবাহিনী। এরি মধ্যেও ডিসেব্র ভারতীয় মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্ত ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন স্থান দিয়ে বালোদেশের অভাসের এবেল ভূম করে। ট্র্যাপ নিয়ে আরো অসমর হয়ে নবী শাখুটকর এয়ারপোর্টের বিপরীতে কোম্পানিগঞ্জ নিয়ে পৌছে। নদীর এপারে কোম্পানিগঞ্জ, প্রেসে শাখুটকর। নবীর ট্র্যাপ অবস্থান নেয় এপারে। এখানে নবীর ওপর বেশ কয়েকবার আটাক হয়। কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পরও তার বাহিনীরে পিছু হাতাতে পারে নি পাকবাহিনী। এরিয়ে মধ্যে নবীর সদে আসায় রেজিমেন্ট, বিএসএফ এবং তৃতীয় রেজিমেন্টের একটি করে কোম্পানি যোগ দিয়েছিল। নবী এদেরকে নিয়ে গোয়াইন্যাটে থেকে সামনে অগ্রস হয়। তার নিজের ট্র্যাপ তো আছে, তৃতীয় বেঙ্গলের দুই কোম্পানি, এফএফ ভিন কোম্পানি, সেই সমে ভারতীয় নিন নিন্টি কোম্পানি। নবীর এপারে ধাক্কালে পাকিস্তানিদের সন্তুষ্ট অসুবিধা। তাই তারা নবীর হাতাতে কয়েকবার আক্রম চালালো; কিন্তু এখন থেকেও নবীর ট্র্যাপকে এক ছুল নড়াতে পারলো না পাকিস্তানিদের।

রাজ সিংহের মতলবব্যাপ্তি

এমনি সময় কলেজ রাজ সিং আবার কর্তৃতৃ ফলাতে এলো নবীর ওপর। ২১ নভেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী অফিসিয়ালি মিত্রবাহিনীর অধীনস্থ হয় বলে শিলের অন্পথিতে সে-ই তখন কমাতার। রাজ সি নবীকে বলে, তোমার ওপর অর্ডার আছে, তুমি এখন ছাতক যাবে। সেখানে নিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের যে বাকি ট্র্যাপ আছে, তাদের সদে নিবিত হবে। নবীকে ছাতক পাঠিয়ে দেয়া হলো। বিশেষ উদ্দেশ্যে এটা করা হলো। ভারতীয়রা যায় নি আমাদের সৈন্যরা আগে সিলেট প্রবেশ করবক। যদিও নবী ডিসেম্বরের ৪/৫ তারিখেই তৃতীয়

বেঙ্গলের সেনাদলসহ কোম্পানিগঞ্জ অর্ধাং সিলেটের উপকাঠে পৌছে গিয়েছিল। রাজ নিয়ের কথামতো নবী তার ট্র্যাপ নিয়ে ছাতক চলে যাওয়ার পর কোম্পানিগঞ্জে রাখলো আলকা কোম্পানি। ইতিমধ্যে সৈন্যদপুর এলাকার যুক্ত আহত কাটেন আনোয়ার, চিকিৎসার জন্য যাকে শিলং পাঠানো হয়েছিলো, ছাতকের যুক্তের প্রপরই যুক্তক্ষেত্রে ফিরে এসে কোম্পানিগঞ্জে আলকা কোম্পানিকে জয়েন করলো। ইতিমধ্যে ছাতক দখল হয়ে দেছে। এই এলাকাক তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদলের কমাতার ছিল কাটেন মোহসীন। নবী ছাতকে পৌছে তাদের সদে যোগ দেয়।

এরপর মোহসীনের নেতৃত্বে সশ্রান্ত তৃতীয় বেঙ্গল (আলকা কোম্পানি বাদে) সিলেটের পথে অগ্রস হয়। তৃতীয় বেঙ্গল ছাতক-গোবিন্দগঞ্জ হয়ে ১৪ ডিসেম্বর সিলেটের কাছে সুরমা নদীর লামাকাঞ্জি ঘাটে অবস্থান করতে থাকে।

দেশে ফেরা

ইতিমধ্যে আমি ১৩ ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জড হয়ে জিপ নিয়ে প্রথমে এলাকা রাখনাগুরে। সেখানে কাউন্টেন পেলাম না। আগ বেলে পৌছালাম গোয়াইন্যাট। সেখানেও হাতাশ হতো। জানা গেলো, আমাদের ট্র্যাপ সেখানে ছিলো, তবে তারা আরো সামনে এগিয়ে পেতে। গোয়াইন্যাটে একটা আলকা কোম্পানি জয়েন করলো। ইতিমধ্যে ছাতক দখল হয়ে দেছে। সে অন্য সমস্যা দেখা দিলো। সেখানে গাড়ি পার করার কোনো উপায় নেই। সে অন্য জিপ খরিদে পিছিয়ে পিছিয়ে রেখাতে কাছে, একটা রোড জৰুরে পৌছালাম। সেখানে থেকে চেরাপুঁজি। চেরাপুঁজি পার হয়ে আমাদের প্রথম ক্যাম্প বাঁশতলায় আছি। বাঁশতলা নিয়ে নবী পার হলাম। অর্ধাং প্রায় একশো কুড়ি মাইল ঘৰে নিয়ে নবী পার হত হলো আমাকে। এভাবে পৌছালাম ছাতকে, সেখানে নিয়ে আবার ফেরিয়ে করে নবী পার হত হলো। আবার সতে ভিন্ন-চারজন সশ্রান্ত দেখার্হাসী। ছাতকে কাউকে পাওয়া গেলো না। অর্ধাং আমাদের সৈন্যরা এগিয়েই চলেছে। গোবিন্দগঞ্জ পোতে তুলালাম তৃতীয় বেঙ্গল আরো সামনে চলে পেছে। শেষটায় লামাকাঞ্জি ঘাটে তাদেরকে পাওয়া গেলো। ট্রাইসিস (2nd in Command) ক্যাটেন মোহসীন, নবী, আক্রমণসহ অন্যান্য আমাকে দেনে ভূমাক কুণি। আমিও এতোদিন পর ওদের দেখে অনন্দিত। দিনটি ছিল একাত্তরের ১৫ ডিসেম্বর।

শেষ সম্মতি

১৬ ডিসেম্বর সকা঳ে সুরমা নদীর লামাকাঞ্জি ঘাটে একটা ঘটনা ঘটলো। এই রাতে সেখানে আগের দিন থেকে যুক্তবিপত্তি চলছে। নবীর ওপরে অবস্থানরত রাখনাগুরে আগের দিন থেকে নিতে শুরু করে। কাটের তৈরি কয়েকটা মেরি বেটেও সরঞ্জামালি নদীতে ফেলে নিতে শুরু করে। কাটের তৈরি কয়েকটা মেরি বেটেও

ত্রুটিয়ে দিলো তারা। অবশিষ্ট ছিল একটা মাঝ ফেরি। পাকসেনারা সেটা ও বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় এপার থেকে তাদেরকে এ কাজ না করার অনুরোধ জনালাম। পাকিস্তানিদের আমাদের কথায় কান দিলো না। উপরাজ্যের না দেখে কয়েক গাউচ ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দু'পক্ষ আবার ঘৃণাবস্থায় হিসেবে দেলো। নদীর এপারে তৃতীয় বেল এবং তার সঙ্গে ৫ মিনিটের সেকেন্ডের কয়েক কোম্পানি এফএফ যোক। ওপারে পাকসেনা দল, তাদের সঙ্গে সীমাত্তরঙ্গী ফ্রন্টিয়ার কম্পটার্বুলারি এবং এদেশী সহযোগী রাজাকারদের সমাঝোতে গতে-ওটা বিবাট একটা বাহিনী। দু'পক্ষের মাঝখানে ব্যবধান বড়ভোর ১৫০ গজ। পাকসেনারা আমাদের ভলিং পাট্টা জরুর দিলো না। তবে তারা সবাই যার যার পরিশেনে চলে গেলো। টান টান উত্তেজনা ও উৎবের মধ্যে কয়েক টক্টা হেটে গেলো। মেলা ভিত্তের দিকে সিলেট শহর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা শিখ রেজিমেন্টের কয়েকজন অফিসার ও সেনাদলস বলকেটা গাড়ি একটা কন্ট্রু নিমে শান্ত পতাকা উত্তীর্ণ ঘাটে এসে। সিলেটে অবস্থানকার পাকিস্তানীর কম্বাত্তা এই শিখ রেজিমেন্টের অনুরোধে ঘৃণিবিপত্তি কার্যবাহী করার জন্য মিহানার্নি কম্বাত্তা এই শিখ সেনাদলকে পাঠিয়েছে। উত্তেব্য, শিখ রেজিমেন্টের সিলেটের দক্ষিণ-দিক থেকে এসে ১৫ ডিসেম্বর রাতে অন্যান্য ভারতীয় সেনা ইউনিটের সঙ্গে শহরে এলাকায় দেলে। নদীর এপারে এসে শিখ সেনাদলের কম্বাত্তার এই বগাসেনের সেনা-অধিনায়কেরে পক্ষ থেকে ঘৃণিবিপত্তি কর্তৃর নির্দেশ জানিয়ে দিলো আমাদেক। আমি দাবি করলাম, পাকসেনারা যাতে আর কোনো অঞ্চ ও গোলাবাবুদ পানিতে না ফেলে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ফেরি নেটোটার কোনো ক্ষতি মেন তারা না করে। এক পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে সময়েতো হলো। মধ্যাহ্নতাকারী শিখ সেনাদল ফিরে গেলো। পুরোপুরি ঘৃণিবিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো এবার।

বিজয় যাত্রা

দ্রুত নদী পার হয়ে সিলেটের দিকে যাত্রা করলাম আমরা। আবাসমর্পণের উদ্দেশ্যে একই রাজার একপাশ দিয়ে মাথা নিচ করে হেটে চলেছে পরাজিত পাকসেনারা। অন্য পাশে দু'শুণ্ডভারে চলেছে বিজয় গর্বে উত্সুক ঘৃণিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা। দু'দলের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। কেউ কারো প্রতি বিদ্রো বা জোখও প্রকাশ করছিল না। সে এক বিচ্ছিন্ন সহবাস্থান।

যৌহসীন ও নবীকে সঙ্গে নিয়ে আমি জিপে করে সন্ধার আগেই সাকিঁত হাউসে পৌছে দেলাম। সাকিঁত হাউসের কানে হেড ফের্স কম্বাত্তার সেজের জিয়াকে দাঢ়ানো দেখলাম। তার সঙ্গে ছিলেন সিলেটের ভিসি সৈয়দ আহমদ এবং এভিসি শওকত আলী। দু'জনই এখন সচিব হিসেবে কর্মরত।

১২

সিলেট যাওয়ার পথে আমরা কয়েকজন মার্বারি যাজকের পাকিস্তানি অফিসারকে আহাম জিনিয়েছিলাম আমাদের কাছে আবাসমর্পণ করতে। জবাবে তারা জানয়ে, ইচ্ছে থাকলেও তারা সেটা করতে পারবে না। পাকিস্তানি ইকুইপমেন্টের নির্দেশ আছে তারা যেন সিলেটে এসে সবাই এক সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃদ্ধ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই আবাসমর্পণ করে, ঘৃণিবাহিনীর কাছে নয়। পাকিস্তানিদের আবাসমর্পণ বোধের এই পরিচয় পেয়ে আমরা চমৎকৃত হলো। মে বাজালিদের নির্মূল করার জন্য তারা সর্বপক্ষে নিয়োগ করেছিল, ঘৃণিবাহিনীর কাছে নাস্তানাসুস হয়ে শেষ পর্যন্ত আবাসমর্পণ করতে তাদের সম্মানে বাধ্য।

কেবিনটো পানিতে ফেলে দেয়া অস্ত ও গোলাবাবুদ উজ্জ্বলের জন্য আমি ডেল্টা কোম্পানির সিনিয়র জেনেরেল সু'বেদের আলী নওগানের নির্দেশ দিলাম। অস্ত উভয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা প্লাটুন নিয়ে যাটে অবস্থান করতে বললাম তাকে। প্রায় দু'সঁগাহ ধরে উজ্জ্বল অভিযান চালিয়ে আলী নওগান কয়েকজন হাজার অস্ত ও অচুর গোলাবাবুদ উজ্জ্বল করে। পরে কয়েকটি নেল ঘোঘনে করে এই অস্তসূত্রের ঢাকায় পাঠানো হয়। ১৫ ডিসেম্বর সকার আমরা সাকিঁত হাউসে পৌছানোর পথ বিশুলেন্সব্যাক মানুস সেখানে জড়ে হয়েছিল। একসময় উত্তেজিত জনতা কয়েকজন রাজাকারণে মারবর শুর করলো। সেজের জিয়া এতে একটু বিচলিত হয়ে ভিসি-কে শহরের আইন-শূলেলা পরিষ্ঠিতি সামান্যের পরামর্শ দিলেন। ভিসি বললেন, 'Anyone must not be punished without proper trial. There must be no retribution and no reprisals'.

পাকবাহিনীর আবাসমর্পণ

পরাদিন, ১৭ ডিসেম্বর সিলেটে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকবাহিনীর আবাসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দু'শব্দের সঙ্গে বলতে হয়, মিহানার্নি এই অনুষ্ঠানে আমাদের কাউকে অমুশ্ব করে নি। অস্ত জেড ফের্স কম্বাত্তার মেজের জিয়া ও তৰ্তাৰ অধীনস্থ প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম বেঙ্গলের অধিনায়ক আমরা সবাই সেনাদল সিলেটে ছিলাম। তবে আমার কয়েকজন অফিসার কোচুহলী হয়ে ঘৃণিগতভাবে আবাসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তা উপভোগ করে। উত্তেব্য, ১৬ ডিসেম্বর বিকেলেই 'আনোয়ারের আলীফ' কোম্পানি, ব্যাটালিয়ন হেড কোম্পানির ও ইকুইপমেন্ট সেনাদল শালুটিক বিমানবন্দরের বিপরীতে অবস্থিত পিয়াইন নদীর অবস্থান থেকে নদী পার হয়ে শহরে চুকে পড়ে। প্রায় দু'মাস গর তৃতীয় বেঙ্গলের স্বতন্ত্রো কোম্পানি একত্র হয়। আমরা সাময়িকভাবে মেডিকেল কলেজ প্রাপ্তে অবস্থান নিয়েছিলাম।

১৩

আবীয়বজনের সঙ্গে যোগাযোগ

১৭ ডিসেম্বর বিকেলে লে. নবীকে নিয়ে স্থানীয় টি আর্য টি একচেতে পেলে। উদ্দেশ্য বাবা-মা ও অন্যান্য নিকটস্থীয়ের হোজখবর নেয়া। ঢাকায় কথা বললাম। আমার এবং রাশিদের পরিবারের কানো কেবো কাফি হয় নি তেনে আশুল হলাম। নবীও তার আবীয়বজনের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হলো।

সিলেটের শেষ দিনগুলো

কয়েকদিন পর মেজে তার হেড কোয়ার্টার নিয়ে শৈমপল চলে গেলেন। প্রথম ও অষ্টম দেশেল যথাক্ষেত্রে শায়েস্টাগণ ও মৌলভীবজার এলাকায় অবস্থান নিলো। তৃতীয় দেশেল নিয়ে আমি সিলেট শহরেই রয়ে পেলাম। সিলেট মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে কোশ্চানিঙ্গল অবস্থান নিয়েছিল। ওয়াপদা রেস্ট হাউস হলো তৃতীয় দেশেলের অবস্থার সেস।

ডিসেম্বরের শেষ একদিন ফেরেন আমাকে বললেন, পাকবাহীর বালিদণ্ডা পেলে তার সন্ত মুক্তিশান্ত সিলেট মাজার জিয়ার ক্ষেত্রে করতে হচ্ছেন। আমাকে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এসবসত উর্ধ্বাখ, বেগম জিয়া তার মুই হেলেসহ বেশ করেন মাঝ পাকবাহীর হাতে অন্তরীৎ থাকা। পর ১৬ ডিসেম্বর অন্য মুক্তিবন্দিদের সঙ্গে মুক্তি পান। আমি ও আমার শ্রী বালিদণ্ডা বেগম জিয়ার হাতে শাহজালালের মাজারে নিয়ে পেলাম। সেখান থেকে তিনি মাইল পনেরো দূরে বালিদণ্ড নামে একটা গ্রামে যেতে চাইলেন। চট্টগ্রাম পাকসেনাদের হাতে বালি অবস্থায় নিহত শহীদ লে. ক. এম. আর. চৌধুরী। শ্রী তখন রাজপুতে ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে কাটাবাব পর দেগম জিয়া সেন্টার স্থানের উদ্বেশ্যে হয়ে যান।

কয়েকদিনে হার্ডেই সিলেট শহরে ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টরের সেক্টর হেড কোয়ার্টার অবস্থান নিলো। তাদের অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধার দলে দলে শহরে সম্বৰেত হতে থাকলো। সিলেট শহরে তখন হাজার দশক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, তৃতীয় দেশেল, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সদ্য আঞ্চলিকপুরকাবী প্রায় এক ডিভিশন পাকসেনার মহাসমাবেশ। ভারি সামরিক যান চলাচলের শৈলে চান্দিক গমান করতে লাগলো। যানে হাইজিল, শহরে সাধারণ মানুষের চেয়ে অস্ত্রধারীদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতেও কোথাও কোনো রকম আইন-সংজ্ঞা-বিবোধী ঘটনা ঘটে নি।

কয়েকদিন মেডিকেল কলেজে থাকার পর আমরা সাবেক ইশ্পিআর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার এলাকায় অবস্থান নিলাম। জয়গাটির নাম মনে নেই। এখানে অবস্থানকালেই শুধুম সেনাপতি কর্মেল ওসমানী তৃতীয় দেশেল পরিদর্শনে এলেন। কয়েকদিন পর আবার স্থান পরিবর্তন করলাম আমরা। এবার এগাম খদিমনগরে। এখানে পাকবাহীর একটা মিনি ক্যাটেনমেন্ট ছিল। বিশিষ্ট

মুক্তিযোদ্ধা নাজিম কোয়ারেস চৌধুরীর সৌজন্যে আমাদের পরিবারের থাকার জন্য স্থানীয় চা বাগানে একটা বাহ্যিক পাওয়া গেলো। ১৯৭২ সালের মে মাস পর্যন্ত তৃতীয় দেশেল খদিমনগরেই ছিল। এরপর আমরা কর্মবাজার যাই।

অনেকদিন পর ঢাকায়

খদিমনগরে থাকার সময়ই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ পেলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই প্রথম ঢাকা সফর। পথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে এলাম। অফিসার কোয়ার্টারে আমার নিজের বাস দেখতে পেলাম। জিনিসপত্র কিছুই নেই বাসয়। একটা আলপিনও না। কোয়ার্টারে কয়েকজন যুক্তবন্ধি ছিল। তারা জনাতো, তারা আমার সময়ও বাসার কিছুই ছিল না। আমার ধারণা হলো, স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ এগুল যাসেই আমাদের সহস্রাদের যাবতীয় জিনিসপত্র মাল-এ-গনিমাত হিসেবে নৃত করিয়েছিল। যাই হোক, মুক্তিযুদ্ধে এসিক থেকে আমি একেবাবেই সর্বস্বাক্ষ হয়ে গেলাম। আক্ষরিক অর্থেই তখন আমি সর্বহারায় পরিণত হয়েছিলাম।

রাজাকার শিরোমণির কথা

ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন বাংলাদেশ সেনাবাহীর হেড কোয়ার্টারে যাই। সেখানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আঞ্চলিক পৰ্যবেক্ষকী বাজারি অফিসার লে. কর্মেল ফিরোজ সালাহউদ্দিনকে দেখলাম। তিনি আবার কর্মেল ওসমানীর খুবই প্রিয়পুত্র। শোনা যায়, ফিরোজ সালাহউদ্দিনকে দেখলাম। তিনি আবার কর্মেল ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকবাহীর প্রাচীন রাজাকার নিয়োগিতা অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হেড কোয়ার্টারে তাকে দেখে একজন যুক্তাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিত্র ধূঁগ হলো আমার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পা-চাটা এই লে. কর্মেলের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হলো না। কয়েকদিন পর সিলেট ফিরে এসে ওসমানীর টেলিফোন পেলাম। আমি কেন এ অফিসারটিকে স্যাল্ট করি নি, তার ব্যাখ্যা চাইলেন ওসমানী। তিনি আমাকে এই 'অপরাধের' জন কেট মার্শল করার হার্কি দিলেন। আমি অনেকবার বললাম, 'ঠিক আছে তাই হোক'। যে-কেনো কারণেই হোক ওসমানী তাঁর হৃষকি কাজে পরিণত করতে পারেন নি।

তৃতীয় দেশেলের প্রমোটন

ডিসেম্বরের মাঝামারি তৃতীয় দেশেল একটা ভাঙ্গের সূর মেজে গঠে। ১৭ তারিখেই, জেড কোর্পস কমাত্তর মেজর জিয়া আমার কাছ থেকে লে. নবীকে তার হেড কোয়ার্টারে তিনি চাইলেন। EME Corps-এর অফিসার নবী সেন্টারেই তাঁর হেড কোয়ার্টারে চলে গেলো। এর কয়েকদিন পর আক্ষরিক কেবলে হেডে দেশেলে একটা ভাঙ্গের সূর মেজে গঠে গঠে গঠে।

সামরিক পোর্টেল বিভাগে চাকরির ছিলো বলে এ সংস্থাটির পুনর্গঠনকালে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় বেঙ্গল রয়ে সেলাম আমি, মোহশীন, আনোয়ার, মনজুর ও হেসেন। ইতিমধ্যে ফাইট লে, আশুরাফকেও বিনায় নিশ্চে হলো বিশান বাহিনীতে যোগ দেনার অন্য। বাটালিয়নের ডাক্তার ঘোর্হিদও মহানবসিহ মেডিকেল কলেজে তার কের্নেল সেব করার জন্য তার সেলো।

মেডিকেল ছাত্র ঘোরহিদ নিজের জীবন বিগ়ন্ধ করে আমাদের চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছিল, যা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

বিত্তীয়বারের মতো তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হলো আমাকে। ইকো কোল্পনি ভেঙে নিলাম। সাবেক ইস্পত্নী ও পুরুষ বাহিনীর সদস্যরাও নিজের বাহিনীতে যিনো মেঢে চাইছিলো। তাদের সবাইকে ছেড়ে দিলাম। বাটালিয়নের অন্যান্য ছাত্র ও গ্রানেজ যুবকদের মধ্যে যাদের উপর্যুক্ত মনে হলো, তাদের সবাইকে নিয়মিত হিসেবে বেথে দিলাম। পুনর্গঠনের কারণে তৃতীয় বেঙ্গলে সেনা-সদস্য সংখ্যা মাঝে ক'নিসের ব্যবধানে ১৩শ' থেকে ৪শ'-তে গিয়ে ঠেঁচে। এনিকে বালিনগণের অবস্থানকালে বিত্তীয় মৃতি কের্স-এর ছাত্র অধিসর কাণ্ডে তৃতীয় বেঙ্গলে যোগ দেয়। দু'জন বাসে এসের সবাই পরে বালাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পায়।

বস্তবজ্ঞ মৃত্যুর বর্ষণ

জানুয়ারি ৮/৯ তারিখে সিলেটে একটা মজাৰ ঘটনা ঘটলো। রাতে মেডিওর থবনে ১০ জন্মারি বস্তবজ্ঞ মৃত্যি পাওয়াৰ থবণ তনে উত্তীর্ণ মৃত্যুযোক্তারা হাজার হাজার রাটাক ফাঁকা ওলি ছুঁড়তে থাকে। তলিল আওয়াজ ভূনে শহরবাসী প্রথমটায় ভড়কে যায়। পরে আসল ব্যাপার জানতে পেরে তারা ও রাস্তায় নোমে এসে মৃত্যুযোক্তাদের সবে আনন্দ-উত্ত্বাসে যোগ দেয়।

সব সংস্কৰণের দেশে

বালাদেশ সব সংস্কৰণের দেশে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গোলো, রাজকৰণ বিকৃতি অধিসার সেই লে, কনেল সাহেব সদ্য বাহিন বালাদেশে রাষ্ট্রপতি সামরিক সচিবের পদে নিযুক্ত পেলেন। কী বিচিত্র এই বস্তুদেশ! এরপর থেকে সেই লে, কনেল অন্তুলাদের উত্তোলনে উন্নতি হতে থাকে। একসময় তিনি প্রিপেডিয়ার হলেন। অশিল দশকের শেষে হলেন রাষ্ট্রদ্বৃত্ত।

মৃত্যুছের চেতনা করেই দেহন মেন ফ্যাকাশে হতে লাগলো। যে চেতনাকে ধারণ করে একদিন সবকিছু তুচ্ছ করে একটি পদাতিক বাটালিয়নের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, সেই চেতনা ক্রমশই মান হতে লাগলো একের পর এক বাহিনতা-বিরোধী কর্মকাণ্ডে। যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে এক নিভৃত পল্লির মাটিতে রক্ত বিসর্জন দিয়েছি, রক্ত দেলে দিয়েছে

বাহিনতাকামী লক্ষ মাসু, সেই চেতনার ছবিটা ধূসরতর হতে লাগলো বাহিনতা-বিরোধী পরাজিত ঘাতকদের আস্ফালনে। এসব দেখে তামে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে গড়লাম।

জ্বলে একান্তরের শিখা

একান্তরে থেকে সাতদিনক্ষুই। কেটে গেছে ছারিশপটি বছর। এবই মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি প্রাচীন রাষ্ট্র, পেয়েছি প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত আৰ পতাকা। আবার এরই মধ্যে বিগম্য হয়েছে বাহিনতার মৃত্যুবোধ। অক্তকার গুহায় সাময়িক নিদা কাটিয়ে মৃত্যুপুটি বের দিয়েছি প্রাচীন সরীসৃপ। ভূমিত হয়েছে অগমিত শহীদদের আহত্যাক্ষেত্রের অধিমা। বিস্মৃতিপ্রদ বাঙালির আঘাতাচী চৰিৱ দেশকে ঠেলে নিয়ে গেছে সেই পথে। আবার একান্তরই আমাদের দিয়েছে একটি প্রজন্ম। প্রাচীন বালাদেশের মৃত্য মাটিতে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে মেশিত, সে আজ উপবাগে মৃত্যুক। এই মৃত্যুকেই দেখি বাহিনতা-বিরোধীদের বিচার দাবি করে নিয়েছে বজ্রযুদ্ধ ভূলতে। তাই দেখে অৱসা পাই, গৱে ভৱে ওটে ওটে বুক। একের পর এক প্রজন্মের প্রাণে এভাবেই ছড়িয়ে যায় একান্তরের শিখা। সে শিখা নিভবে না কোনো দিন।

ଶିତୀ ଯ ପ ସ
ରଜାକ୍ତ ମଧ୍ୟ-ଆଗଷ୍ଟ

ଶିତୀ ପାଦପରିଚୟରେ ନିରାଂଶୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
କୋଣାରକ୍କରେ ଏହା ବସିଥିଲା ଯେ ଶିତୀ ପାଦରେ
ନିରାଂଶୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହା ବସିଥିଲା
କୋଣାରକ୍କରେ ଏହା ବସିଥିଲା ଯେ ଶିତୀ ପାଦରେ
ନିରାଂଶୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହା ବସିଥିଲା
କୋଣାରକ୍କରେ ଏହା ବସିଥିଲା ଯେ ଶିତୀ ପାଦରେ
ନିରାଂଶୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହା ବସିଥିଲା

କୋଣାରକ୍କରେ ଏହା ବସିଥିଲା ଯେ ଶିତୀ ପାଦରେ
ନିରାଂଶୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହା ବସିଥିଲା
କୋଣାରକ୍କରେ ଏହା ବସିଥିଲା ଯେ ଶିତୀ ପାଦରେ
ନିରାଂଶୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହା ବସିଥିଲା
କୋଣାରକ୍କରେ ଏହା ବସିଥିଲା ଯେ ଶିତୀ ପାଦରେ
ନିରାଂଶୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହା ବସିଥିଲା

সর্বনাশের ঘার্তা

আমি এমনিতে সকাল ছটার দিকেই ঘূম থেকে উঠি। সেদিনও আমার ঘূম ভাঙলো ঠিক এবই সময়ে। অবশ্য যাত্রাবিকালে নয়, ঘূম ভাঙলো দরোজার ওপর অসহিষ্ণু করাইতের শব্দ। এভাবেই শুরু হলো পচাত্তরের পনেরোই আগস্টের তোর। এরপর থেকে একেবারে প্র এক ঘটতে ঘোরে অনারকম, তয়রের সব ঘটনা। সে রাতে যখন আমি ঘূমোতে যাই, তখন আয় তিনটা বেজে গিয়েছিল। এর আগে এক বিদেশ অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এগারোটাৰ লিকে যখন শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিছি, তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম বাড়িৰ বাড়িৰ ওয়ালের বাইরে থেকে প্রতিবেশী লিমেজিয়ার সি.আর. দত্ত (পুরো জেনারেলের অব.) ডাকছেন আমাকে। দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে তিনি। কোকুল নিয়ে এগিয়ে পেলাম। সি.আর. দত্ত ওপাশ থেকেই বলতেন, ‘শাফাত, নোয়াখালিৰ কালে একটা ইভিয়ান হেলিকপ্টাৰ ক্যাপ কৰেছে। কৃদেৱ সবাই মারা গেছে এই দুটিনাম। লাখগুলো সিএমএইচ-এ আছে। আমি যাই ডিসপাজারের ব্যবস্থা কৰতে। তুমিও চলো।’

প্রসপ্ত, তখন পর্বত চাঁপাইয়ে উপজাতীয় সমস্যা মাথাচাঢ়া দিয়ে উঠছে। ওখানকাৰ অসমত্বা মোকাবিলায় বালাদেশ সেনাবাহিনীক ভারত হেলিকপ্টাৰ দিয়ে সাহায্য কৰছিল। আৰাই একটি হেলিকপ্টাৰ ভেজে পড়ে সেদিন। ঘূমুতে যাওয়া হলো না আৰ। তাত্ত্বিকভাৱে কাগড়োপড় বদলে উভয়ে দ্রুত ছুটলাম হাসপাতালেৰ দিকে। সেখানে এখন বীভৎসে দৃশ্য। দুর্ঘটনাৰ নিহিত কৃদেৱ দেহ মানুষৰ বলে ঢেনা প্ৰায় অসম্ভৱ। মাঝে, হাতুলোড় এককাৰ হয়ে বিকৃত পিণ্ডে পৰিধণত হয়েছে। আৰ তাৰ থেকে বেৰুচৰে তিৰ দুর্ঘট। দুজনেৰই গা ওলিয়ে উঠলো এই দুশ্য দেখে। যাহোক, দ্রুত দেহাবশেষণো হস্তান্তৰেৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা কৰে বাসাৰ ফিরে আসি। আমি আৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ সি.আর. দত্ত। বাত তখন প্ৰায় দুটো। বাসায় ফিরে আৰুৰ বিছানায় যেতে অঞ্জকণেহি কান্ত শৰীৰ-মন জুড়ে নৈমে এলো ঘূম।

আমাৰ বাইরেৰ ধৰেৰ দরোজায় ধৰাধৰিতে ঘূম ভাঙতেই আমি ভাৰলাম, কি হচ্ছে? এতো সকালে দরোজার ওপৰ এৱকম ধৰাধৰিব। দ্রুত পায়ে হৈটো

নিয়ে দরোজা ঝুলে দিই। দিতেই যা দেখলাম তার জন্য তৈরি ছিল না সদ্য ঘূর্ণতাঙ্গ ঢোক। আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মেজর রশিদ (পরে লেক. অব.)। সশঙ্ক। তার পাশে আরো দু'জন অফিসার। প্রথমজন মেজর হাফিজ (আমার প্রিয়ের মেজর) অন্যজন লে. কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (আমি হেড কোর্যাটারে কর্মসূত)। তাদের কাছে কোনো অসু নেই। মনে হলো এ দু'জনকে জবরানি করে থেকে আমা হয়েছে। আমার চমক ভাঙার আগেই রশিদ উচ্চারণ করলো ঘৃণন্ধন একটি ব্যাকা, “উই হ্যাত কিলড শেষ মুভিং।” অবশ্যাবিক একটা লিছু মে ঘটেছে সেটা আগ্রহকদের দেখেই বুকেছিলাম। তাই বলে এ কী খন্ডি! আমাকে আরো হত্ত্বে করে দিয়ে রশিদ বলে মেঝে লাগলো, “উই হ্যাত টেকেন ওভার না কন্ট্রুল অফ স্য গভর্নেন্ট আভার স্য লিডারশিপ অফ বন্দকার মোশ্তাক।... আগনি এই মুহূর্তে আমাদের বিরক্তে কোনো অ্যকশে যাবেন না। কোনো পাস্টা ব্যবহা নেওয়া মানেই গৃহস্থকের উকানি দেয়া।” রশিদের শেষ দিকের কথাগুলোতে হেঁচিয়ারিস সুন হিল।

মেজর বশিদ ছিল আমার অফিসার অফিসারি রেজিমেন্টের অবিনাশিক। মাসাখানেক আগে থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফেরে। তার প্রেস্টিং হয় যশোরে। কয়েকদিন পরেই সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ মেজর রশিদের পেস্টিং পাস্টে তারা ঢাকা ক্যাট্টানমেটে নিয়ে আসেন। উচ্চে এ, এ বরদানের প্রেস্টিং সেনাপ্রধানের একটুই নিজস্ব দায়িত্ব।

বীৰ সর্বাঞ্জ ঘটে পেছে একটা তেমন তঙ্গিত আমি। এরি মধ্যে ঢেকে পড়লো একটু দূরে রাঙায় দীঢ়ানো একটা ট্রাক আর একটা জিপ। গাড়ি দুটো বোঝা সশঙ্ক সৈমনো। রশিদের কথা শেষ হচ্ছে-না-হচ্ছেই পেছে বেজে উঠলো টেলিকেনে। দরোজা থেকে সরে দিয়ে রশিদের ভুললাম। তেমনি এগো সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কঠি, “শাহফয়াত, তুমি কি জানো বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কোন ফাসার করেছে?... উনিতো আমাকে বিশ্বাস করবেন না।” বিচুরিত করে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলোন সেনাপ্রধান। তার কঠি বিপর্যস্ত। টেলিকেনে তাকে একজন বিধ্বন্ত মানুষ মনে হচ্ছিল। আমি বললাম, “আমি এবাপৰে কিছু জানি না, তবে এইমাত্র মেজর রশিদ এসে আমাকে জানালো, তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণভাবেও গ্রহণ করেছে।” রশিদ যে আমাকে কোনো পাস্টা ব্যবহা নেওয়া বিষয়ে হাতিকি দিয়েছে, সেনাপ্রধানকে তাও জানালাম। সেনাপ্রধান তখন বললেন, বঙ্গবন্ধু তাকে টেলিকেনে জানিয়েছেন যে শেষ কামালকে আক্রমণকারীর সম্বৰে মেরে ফেলেছে। তখন সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা শেষে তার অবস্থান কি সে সম্পর্কে কিছুই বুবাত পরলাম না। প্রতিরোধ-উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ বা নির্দেশ কিছুই পেলাম না।

আমার মাঝের তখন হাজার চিতা ঘূরপাক থাছে। স্রুত আমার প্রিয়ের

১০২

তিনজন ব্যাটালিয়ন কমাত্তারকে ফোন করে তাদেরকে স্ট্যান্ড টু (অপারেশনের জন্য প্রস্তুত) হতে বললাম। বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আমার অধীনস্থ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেসেল রেজিমেন্টকে প্রয়োজনীয় প্রত্বুতি এবং প্রেরণের নির্দেশ দিলাম। ব্যারাকে শাহিকালীন অবস্থায় কোনো ইউনিটকে অভিযানের জন্য তৈরি করতে কমপক্ষে দু'ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। তার আগে কিছুই করা সম্ভব নয়।

কোন রেখে ঝুইং করে এসে দেখি, মেজর হাফিজ (আমার প্রিয়েত মেজর) একা। রশিদ আর তার সদস্যের আরেকজন অফিসার এরি মধ্যে চলে পেছে। রাঙায় দীঢ়ানো গাড়ি দুটোও উধাও। আমার পরানে তখন দ্রোঁ লুকি-শেও। মানসিক পরিস্থিতি এমন যে এ অবস্থাতে বেরনামের প্রস্তুতি নিছিলাম। হাফিজ আমাকে খামালো, “স্যার, আপনি ইউনিফর্ম পরে তৈরি হয়ে নিলাম। কাপট ইউনিফর্ম পরে তৈরি হয়ে নিলাম।

হাফিজের সমস্য করে বাস থেকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন আমার বাড়ির গার্জ পিল মেজর রশিদের ইউনিটের কর্মকর্তার সমস্য। কে জানে এটা নিছকই করতালীয়ে ছিল কি না। গাড়িসহ পেরিয়ে রাস্তার পা বাখলাম। গাড়িটাকিছি কিছু নেই। সিকান্ট নিলাম প্রথমে প্রিপেট হেবে কোয়ার্টারে যাবো। বাস থেকে হেভ কোয়ার্টারে বেশি দূরে নয়। হাঁটতে হাঁটতেই সিকান্ট বন্দলে মেল্লিলাম। টিক কর্মসূক, আগে থেকে চেপুটি টিক মেজর জেনারেলে জিয়াউর রহমানের বাসাম। চেপুটির কাছ থেকে কোনো নির্দেশ বা উপদেশ পাওয়া যেতে পারে। মুক্তিসূক্ষের সময় তাঁর পরিসরে সার্বিদেশ ছিলাম। একসঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। তাঁর ওপর আমার একটা আহ্বা ও বিখ্যাস ছিল। ডেন্যু টিক জিয়ার বাসভবন আমার একটা আহ্বা ও বিখ্যাস ছিল। রশিদের অগমন আর চিকিৎসের সঙ্গে আমার কথাগুপকথনের কথাও জানালাম। মনে হলো জিয়া একটু হচ্ছতিক হয়ে গেলেন। তবে বিচলিত হলেন না তিনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “So what, President is dead? Vice-president is there. Get your troops ready. Uphold the Constitution.” সেই মুহূর্তে যেন সাংবিধানিক ধৰাবাহিকতা রক্ষা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যবিত হলো তাঁর কাছে। চেপুটি টিকের কাছ থেকে বিনায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদের এখন একটা গাড়ি দরকার।

১০৩

তিনি অধ্যাত্মের রঙনা হলেন মেডিও স্টেশনের দিকে

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসার পেট থেকে বেরিয়েই দেখি আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে ডেপুলি চিফের জন্য ভিপ আসছে। জিপটারে ধারিয়ে কমার্ডিয়ার (অধিগ্রহণ) করবালাম। তারপর রঙনা হলাম ত্রিপেত হেড কোয়ার্টারের দিকে। এদিক থেকে একটানা কিছু গুলির আওতাম হলাম। একটু সামনে যেতেই দেখলাম একটা ট্যাঙ্ক দাঢ়িয়ে আছে ত্রিপেত হেড কোয়ার্টারের সামনের মোড়টায়। ট্যাঙ্কটার ওপর মেশিনগান নিয়ে বেশ একটা বীরের ভাব করে বসে আছে মেজর ফারক (পরে সে, কর্নেল অব.)। একটু দূরে এমটি পার্কে আমার দ্বিতীয়ের এসএভাইটিটি (সোপ্রাই এজেন্টস্পেট) কর্মকাণ্ড সমিবক্ষ যান। অবস্থানে নির্ভর অবস্থায় অরক্ষিত হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার মুক্তিমানের কাজ হবে না দৃষ্টিকোণ। সেজন্য পদাতিক ব্যাটালিয়ন দুটোর (শ্রেণি ও চতুর্থ বেঙ্গল) প্রস্তুতি দ্রুতভাবে করার জন্য ইউনিট লাইনে যাওয়ার সিক্ষণ নিবার। এই দুটি ব্যাটালিয়ন আমার হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন ছিল।

ইউনিট লাইনে গিয়ে তানি, ফারক কিছুক্ষণ আগে টাকের মেশিনগান থেকে গাড়িত্ত্বের ওপর ফারক করেছে। এ ফারকিয়ে এসএভাইটির কর্মকাণ্ড সেনাপদ্ধতি আছে হচ্ছে। একটা সরু রাস্তার দু'পাশে প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গলের অবস্থান। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ব্যাটালিয়ন দুটোর মাঝখানে তিনটি ট্যাঙ্ক অবস্থানে নিয়ে আছে। ত্রিপেত সদর দফতরের সামনেও ফারকের ট্যাঙ্কের দুটো ট্যাঙ্ক দেখেছিলাম। আমার মনে হলো, ব্যাটালিয়ন দুটোকে ঘিরে রাখা হয়েছে। জানতে পরলাম, প্রয়োজনে আমার ত্রিপেত এলাকায় গোলা নিষেপের জন্য বিস্রাপুরে ফিরে রেজিমেন্টের আঠিলাইর গানগলোনে তৈরি রয়েছে। ট্যাঙ্কগুলোর মে কামানের গোলা ছিল না, আমার প্রথম জানতাম ন। জানতে পারি আরো পরে, দুপুরে।

ফোনে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সে অনুযায়ী প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গলের সদস্যরা অগ্রসরেশনের জন্য তৈরি হচ্ছিল। প্রথম বেঙ্গলের অফিসে পেলাম; কিন্তু সেখানে যা দেখলাম, তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত হিলাম না। অশ্বপাশের জেয়ানদের অনেককেই দেখলাম গীতিমাতো উল্লাস করছে। তারা সবাই লাগোয়া টু ফিল্ড রেজিমেন্টের সৈনিক যারা ছিল সেজর রাশিদের অধীনে। তবে এই রেজিমেন্টের কর্মরত প্রায় ১৩শ' সৈনিকের মধ্যে মাত্র ৩' খানেক সেনাকে শিখ্যা করা বলে তাঁওতা দিয়ে ফারক-রশিদরা ১৫ অগ্রসরের এ অপকর্মটি সজাপ্ত করে। এই রেজিমেন্টেরই কর্মকাণ্ডের অফিসার দেয়াল থেকে বসবস্তু বাঁধানো ছিল নামিয়ে ভাঙ্গার করালী। এসব দেখে মনে পড়লো একটি প্রথাম—Victory has many fathers, defeat is an orphan. সবকিছু দেখে খুবই মর্মাহত হলাম। আমার অধীনস্থ একজন সিওকেই

(কমান্ডিং অফিসার) কেবল বিমর্শ মনে হলো।

এর মধ্যে জেয়ানদের আমার নির্দেশ মতো তৈরি হচ্ছিল। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সিভিএস (চিফ জেনারেল স্টাফ) প্রিমেডিয়ার বালেদ মোশারেবক ইউনিটে লাইনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথম সেনাপদ্ধতির অফিসে এসে আমাকে বললেন, সেনাপথান তাঁকে পার্টিয়েদেনে সমস্ত অগ্রসরণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়ে। এখন থেকে ৪৬ ত্রিপেতের সব কর্মকাণ্ড সেনাপথানের পক্ষে তাঁর (সিভিএস-এর) নিয়ন্ত্রণেই পরিপন্থিত হবে। সেনাপথানের নির্দেশে সিভিএস এভাবে আমার কমান্ড অধিগ্রহণ করলেন। আমার আর নির্দেশ থেকে কিছুই করার রইলো না। এভাবে আমার কমান্ড অধিগ্রহণ করার কর্ম একটাই হতে পারে, সেনাপথান আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি হয়েতো এমন মনে করেছিলেন যে, আমিয়ে আর্থাত্তের সঙ্গে জড়িত। এসব কারণেই হয়েতো বিস্তোহ তরু হওয়ার খবর রাত চারিটায় জেনেও সবার সঙ্গে যোগায়োগের পর সকাল ছান্টায় আমাকে ফোন করেন তিনি। ততোক্ষণে সন্তুষ্য শেখে। উল্লেখ, ১৫ আগস্ট সারাদিনে টেলিফোনে সেনাপথানের সঙ্গে আমার এই একবারই মাত্র কথা হয়।

আমার আর নির্দেশ থেকে কিছুই স্মরণ করে নাই হচ্ছে যে, সেনাপথান বসবস্তুর হত্তাকাণ্ডের অনেক আগে আভ্যন্তরিকরীদের অভিযান শুরু হওয়ার খবর পেলেও তাঁর কাছ থেকে না তবে বসবস্তুর নিয়ম হত্তাকাণ্ডের খবর আমাকে তুলতে হলো ভৃত্যাখানকারীদের অন্যতম নেতা সেজর রাশিদের কাছ থেকে। এটা আমার জন্য অত্যন্ত দুর্ঘজনক ঘটনা।

সকাল আনন্দিক সামে আটকাটার সময় বেঙ্গলের অফিসের সামনে এসে দীড়ালো একটা লিপাট করতে। গাড়ি থেকে সেমে এলেন সেনাপথান শফিউদ্দুর, ত্রিপেত জিয়া, মেজা ভালিম ও তাঁর অনুগামী কর্মকাণ্ড সৈনিক। ভালিম ও এই সৈনিকদের সবাই ছিল সশস্ত্র। তাদের পেছনে সেগুলো নির্দেশ কর্মকাণ্ড জুনিয়র অভিযানের ও আসেন। একটু পর এয়ার চিফ এ.কে খন্দককার এবং নেতৃত্ব চিফ এম.এইচ. খানও এসে পৌছলেন। এবি মধ্যে বিস্তোহ দফতরের প্রস্তুতি প্রায় সপ্তাহের করে ফেলেছি আমরা। আমি আশা করছিলাম, বিমানবাহিনীর সহযোগিতায় সেনা সদরের তত্ত্বাবধানে বিস্তোহ দফতরে একটি সমর্পিত অস্তরণবাহিনী অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হবে। করব ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিশ্বেতে পদাতিক সেনাদল এককভাবে কর্মনৈই আক্রমণমূল্য পরিচালন করে না। সে-ক্ষেত্রে পদাতিক সেনাদলের সহযোগ-শক্তি হিসেবে বিমান অথবা ট্যাঙ্ক বাহিনীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

অতুল দুর্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, সেনাপথানের তত্ত্বাবধানে বিস্তোহ দফতরের কোনো ঘোষণা পরিকল্পনা করা হলো না, যদিও তিনি বাহিনীর প্রধানই

একসঙ্গে ছিলেন। মিনিট দশক পর সেনাপথন সবাইকে নিয়ে রেডি ও স্টেশনের উদ্দেশে চলে গেলেন। সেনাপথন এবং তাঁর সঙ্গীরা পথে বেসসে মাঝে মিনিট দশকে ছিলেন। এবি মধ্যে আমি সেনাপথনের সঙ্গে পরামর্শ ও তাঁর অনুমতিজ্ঞ জয়দেবপুরে অবস্থানরত একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হিসেবে তাত্ত্বিকভাবে লে. কর্ণেল আমির আহমেদ টোর্চুরীর প্রোস্ট্রেজের ব্যবহাৰ কৰলাম। অফিসারটি এই ব্যাটালিয়নেরই সাবেক অফিসার ছিলেন। সেই সফটমো মুহূৰ্তে ব্যাটালিয়নটিকে কোনো সিনিয়র অফিসার না থাকায় আমি এ ব্যবহাৰ নিই। কথ্যটা এজন বলছি যে, সেনাপথন তাঁর কয়েকটি সাক্ষকর ও রচনায় উত্তোৱ কৰেছেন যে, তিনি আমাকে সেদিন প্রথম বেসসের ইউনিট লাইন বা ত্ৰিশেত হেতু কোয়ার্টারে দেখেন বি বা আমি তাঁৰ কাছ থেকে দৃঢ় দেখে লাভিলাম।

ত্ৰিশেতীয়াৰ খালেন মোশারৱফ ত্ৰিশেত হেতু কোয়ার্টারে ফিরলেন ঘটনাবাবেক পৰি। তিনি আমার অফিসে বসে সমষ্ট কৰ্তৃতাৰ পৰিচালনা কৰতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই সারা জাতিকে প্রতিটি কৰণে দিয়ে সেনাপথন অন্যদের নিয়ে একটি অবৈধ ও বুনি সরকারের প্ৰতি কৰণে তাঁৰ সমৰ্থন ও অনুমত্য দেখিবা কৰে থাকেন। তাঁৰ এই ভূমিকাৰ ফলে আমাদেৱ বিদ্রোহ দহনৰ সকল প্ৰস্তুতি অকাৰ্যকৰ ও অচল হয়ে পড়লো। কাৰ্যত আমাদেৱ আৰ কিছুই কৰাৰ থাকলো না এবং অভূতপূৰ্ব কৰ্তৃতাৰে তথনকাৰ মতো মেনে নিতে বাধা হৈলাম। প্ৰতিষ্ঠিত সেনাপথনেৰ অন্যদেৱৰ যোগায় আনে সেনানিবাসৰে প্ৰায় সমষ্ট অফিসার আমার ত্ৰিশেত হেতু কোয়ার্টারে এসে ভিড় কৰলো। তাৰা সবাই এ অপঘাতেৰ বিভাগত হৈয়েছিল যে সময় সেনাবাহিনীই এ নৃশংস ঘটনাৰ সঙ্গে সম্পৰ্ক। একজন সিনিয়র অফিসাৰ তো তাৰ অধীনত জুনিয়ৰ অফিসারকে সহ নিয়ে ৩২ নথৰেৰ বাড়িৰ মূল্যবান সামগ্ৰী চুটপাটে অঘীণ ভূমিকা পালন কৰেছিলেন। কৰ্ণেলৰ পৰ অন্যান্য জুনিয়ৰ অফিসারেৰ মুখে এই চুটপাটেৰ ঘটনা ঘনি।

এৰপৰ ব্ৰহ্মবন থেকে আদিষ্ট হয়ে খালেন মোশারৱফ নিম্নৰ সামৰিক-সেনাপথন সহস্ত্রা, ইউনিট ও সাৰ-ইউনিটৰ পতি একেৰ পৰ এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰাইলোন। তথনকাৰ মতো সব কিছুই লক্ষ হিল বিদ্রোহৰ সামৰিকে সহত ও অবৈধ সোশ্যাল সৰকাৰৰ অবস্থানকে নিৰুক্ষ কৰা। অভূতপূৰ্ব জুনিয়ৰ পকে অতোৱ সাক্ষলেৰ সঙ্গে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাজগুলো সম্পাদন কৰা হয়েছিল সেদিন। ১৫ অগস্টৰ অভূতপূৰ্ব প্ৰবণতাৰ সময়ে সেনাসদৰেৰ কোনো ভূমিকা ছিল না বলাটো স্বীকৃত হৈব। প্ৰকৃতপক্ষে সেনাসদৰেৰ সমষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ব অফিসার আমাৰ হেতু কোয়ার্টারে অবস্থান কৰে পিছিএস-কে সাহায্য-সহযোগিতা কৰাইলোন।

সামৰিক শৃংখলা বিপৰ্য্য

১৫ আগস্ট খালেন মোশারৱফ সেনাপথনেৰ নিম্নৰে ব্ৰহ্মবন, রেডি ও স্টেশন, চিভিকেন্ট, বিমানবন্দৰ, বিদ্যুত্বক্ষন্ত, টেলিফোন একচেষ্টে, তিতাস গ্যাসেৰ ট্ৰাক্সিমিন সেন্টার ইভানি নাঙ্গাৰ এলাকাতোৱেত আমাৰ অধীনষ্ঠ ৪৬ ত্ৰিপেক্ষ থেকে সৈন্য মোতাবেল কৰেন। দুপুৰ বারোটাৰ দিকে ব্ৰহ্মবন থেকে সেনাপথন শফিউল্লাহ ফোন কৰেন সিজিএস খালেন মোশারৱফকে। সেনাপথন বললোন, অভূতপূৰ্ব জুনিয়ৰ ট্যাক্ষণগুলোতে গান আয়ুনিশ হৈলো। তিনি আয়ুনিশ ইন্দুৰ ব্যবহাৰ কৰাৰ নিম্নৰে দিলোক সিজিএস-কে। খালেন মোশারৱফ তাঁৰ নিৰ্দেশমতো রাজেন্দ্ৰপুৰ অৰ্জনাপ ডিপোক আয়ুনিশ ইন্দুৰ অৰ্জনাপ কৰাবলৈ কৰিবলৈ। অভূতপূৰ্ব জুনিয়ৰ ট্যাক্ষণগুলোতে যে গান আয়ুনিশ হৈলো।

ক্যাটনমেটে তৰুন লিশ্বজল পৰিবেশ। দুটি বেজিমেট চেইন অফ কমার্কেট সপৰ্চ বাইৰে। রশিদ-ফারকেৰ সঙ্গে হাত মেলানোৰ মেন একটা বিড়িক পতে পিয়াল। ক্যাটনমেটে সে সময় ৪৬ ত্ৰিপেক্ষ চাতুৰ লগ এৰিয়া, আঠিলো, ইয়ানিয়াৰি, সিগন্যাল কমার্কেট বিভিন্ন ইউনিট ও সাৰ-ইউনিট। আমি এদেৱ সিও এবং ওসিসেৰ ডেকে বৰলাম, “সামৰিক অভূতপূৰ্ব আপনৰা অবশাই চেইন অফ কমার্কেট অধীনে থাকবেন। এৰ বাইৰে কোনো আপনাবাৰা মানবেন না।” তাৰা সবাই আমাৰ উপদেশৰ পতি সম্মতি জানালো। এভাবে চাকা ক্যাটনমেটেৰ কমার্ক 'ও শৃংখলা ধৰে রাখাৰ চেষ্টা কৰি আমি। তা না হৈলো এদেৱ অনেকেই হয়তো বিদ্রোহীৰেৰ পতি প্ৰকাৰী আবৃগতা ধীকৰণ কৰে তাৰেৰ শক্তি বৃক্ষি কৰতেন।

দুপুৰে ব্যবহাৰ পেলাম, কুমিৰা থেকে অকেৱ সৈন্য কোনো নিম্নৰে ইন্দুৰ সিজিএস ও ট্রিপেক্ষ কৰে অভূতপূৰ্ব জুনিয়ৰ ট্যাক্ষণ নিম্নৰে যোগ দিতে চাকাৰ আসহে। কুমিৰাৰ ত্ৰিশেত কমার্ক তৰুন অমজীল আহমেদ টোর্চুৰী (পৰে মেজা ভেলালে অৰ.)। তিনি রাজেৰ দিক থেকে আমাৰ সককৰ, কিমু বয়স ও চৰকৰিতে অনেক সিনিয়ৰ। তাঁকে আমি অনুৱোধ কৰলাম দৈনন্দিনেৰ চাকাৰ অসমত না মিলি। আৰো বললাম, আমি হেতু কোয়ার্টার ছাড়া কাঠোৱা নিম্নৰে না মানতে। যে কৰে হোক চেইন অফ কমার্ক রক্ষা কৰাৰ অনুৱোধ জানালাম তাকে। কৰ্ণেল আহমেদ আমাৰ সঙ্গে একমত হয়ে সে মতো ব্যবহাৰ গ্ৰহণ কৰাবলৈ বলে জানালো। অনেক সৈন্য অবশ্য ততোক্ষণে চাকাৰ পৌছে শিয়েছিল। অনেকে ছিল পথে।

দুপুৰেৰ ব্যাবাৰ থেকে বিকেল চারটায় বাসায় ফিৰলাম। মিনিট পথেৱো বাসায় হিলাম। এবি মধ্যে আকপিকভাবে হাজিৰ হৈলো তাৰু সেনানিবাসে অবস্থানৰত আৱেকচি হেতু কোয়ার্টারেৰ কমার্ক। যতদূৰ মনে পড়ে, তাৰ

অধীনে দুটি রেজিমেন্ট ছিল। যাকে আমার সমর্পণয়ের হলেও চাকরি জীবনে আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন তিনি। শফিউদ্দুহ-জিয়ার সমসাময়িক। সম্পর্কে তিনি ছিলেন আমার আশীর্য। আমাকে অবক করে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রজ্ঞানিতভাবে বললেন, ‘I surrender my command to you, please tell me about my next orders.’ আমি তো হতভয়! এরকম পরিষ্কৃতির সম্মুখীন হওয়া দূরে থাক, তানিও নি করলো। বিদ্রোহ ও হতাকাও ঘটার দশ ঘট্টা গরণ্ড ভয় ও উত্তেজনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অফিসারটিকে। ১৫ অগস্ট সকাল থেকে পর্যবেক্ষণ সঙ্গে খানের সব সিনিয়র অফিসারের মানসিক অবস্থাই ছিল এরকম। সামরিক শুভ্যতা সম্পর্ক বিশেষভাবে হয়ে পড়েছিল। নিরাপত্তাইন্দ্রিয়া এস করে ফেলেছিল অধিকারী অফিসারদের। সেদিন সেনানিবাসের অবস্থা কেমন ছিল, তার ধারণা দেয়ার জন্যই এই ঘটনাটির উৎসুক করলাম। কাউকে হেয় করা আমার নয়।

সক্ষ্যায় দিকে যেজুর ফারক বঙ্গভবনের একটি শান্ত পরিষ্কৃতি চালিয়ে প্রিগোড় হেয় কেয়ার্টের এলো। চোখে-মুখে মেশ একটা উচ্চ ভাব। আমি বারাদ্দায় প্রাচারি করছি। অপেক্ষাগ অফিসাররা ধিরে ধরলো ফারককে। পরবর্তী পদবেশ সম্পর্কে জানতে চাইলো তার। ফারক সোহৃদয় আমাকে শোনানোর জন্যই একটু উচ্চ গবায় বললো, “আমাদের সঙ্গে হোট উইলিয়াম সার্ভিসিং মেগাপ্লানে আছে। কেউ যদি হস্তাক্ষী কোনো উদ্যোগ নিয়ে ঢেক করে, তাহলে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আমাদের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।” উদ্বেগ, কোলকাতায় অবস্থার ফোর্ট উইলিয়াম ভাবটায় সেনানিবাসের পূর্বাঞ্চলীয় কর্মসূলের হেতু কোয়ার্টে। ফারক ভাবানো, বর্তমান পরিষ্কৃতি তার বাহ্যাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার মনে হলো, যেজুর ফারক সন্তান্য প্রতিপক্ষের হতোক্যম করার জন্যই এই Psychological warfare-এর অঙ্গ নিয়েছে।

সারাটি দিন একটা উদ্বেগ আর অনিষ্টত্বার মধ্যে কাটলো। রাতে যোথিত কেবিনেটের সদস্যদের নাম ওনে হতবাক হয়ে গেলো। আওয়ামী সীপের নেতৃত্বে যে অবৈধ মৌলিক সরকারের পরিষ্কৃতায় যোগ দিয়েছেন, সেটা বিশ্বাস করলে কষ্ট হচ্ছিল। জাতির হৃপতিকে হত্যা করে অভ্যন্তরীণ কার্যী সেনানিবাসের ক্ষমতা দখল করার কথাক ঘট্ট। পরই আওয়ামী সীপ নেতৃত্বের এহেন বিশ্বাসযোগ্যতায় চরমভাবে হতাশ হলো।

সিজিএস প্রিগেডিয়ার খানে মোশাররফ ১৫ অগস্ট সারাদিন আমার প্রিগেড হেতু কোয়ার্টের আর প্রথম বেজলের ইউনিট লাইনে কাটান। রাতেও সেখানেই রয়ে যান তিনি। নিরাপত্তার জন্য আমরা দুজনই এখন বেসলের সেনানিবাসের সঙ্গে রাত্রিযাপন করি। সিজিএস-কে এসময় খুব চিপ্পাক্ষুণ্ণ

দেখাছিল। তিনি বারবার বলছিলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আওয়ামী সীপ নেতৃত্বের যে অংশটি ক্ষমতা দখল করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য হাস্ত করা অত্যন্ত জীড়াদায়ক। তিনি বললেন, এই বেঙ্গলানগরোকে যতো শিগগির উৎখাত করা যাবে জাতির তত্ত্বাত্মক। সঙ্গীব ব্রহ্মতু সময়ে হত্যাকারী ও তাদের মদদাতা রাজনীতিকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সারিয়ামিক প্রতিযান মাধ্যমে দেশ পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি করা এখন আত কর্তৃব্য। খালেদ মোশাররফ আরো বললেন, পরিষ্কৃত এখন সম্পূর্ণ মোলাটে। এই প্রক-বিপ্লব দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর জন্য সম্মুখের প্রযোজন। এই মুন্তি-কোনো ভুল পদক্ষেপ নেয়া আওয়ামী পদক্ষেপের শারীর হবে বলে মত দিলেন তিনি। তার কথায় যুক্তি ছিল বলে আমিও একমত হলাম। পরদিন অর্ধাং একট সকালে সিজিএস সেনাসদের চলে গেলেন। তিনি তার নিজস্ব দায়িত্ব পালন শুরু করলেন। প্রিগেড হেড কোর্টারের দায়িত্ব প্রাতিক্রিয়াভাবেই আবার কাছে ফিরে এলো।

অবৈধ খুনি সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ

১৬ অগস্ট বিকেলের দিনে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোকায়েল আহমেদের ধানবান্ধা বাসায় পেলাম। তাঁকে আমি একজন বিচক্ষণ ও দৃদ্রোহী নেতা বলে জানো। মুক্তিযুক্ত ও তার প্রবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোশা সুযোগ হয়েছিল। তো, ভাবলাম তাঁর কাছে যাই। নিয়ে বলি, আওয়ামী সীপের নেতারা এটা কি করলেন? তোকায়েল আহমেদের দেশে অবাক হলেন খুবই। অবাক হওয়ারই কথা। কথাবার্তায় দুবাতে প্রারলাম থেকও নিরাপত্তান্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি। আমাকেও মনে একটু অবিশ্বাস করলেন মনে হলো। আমি তাঁকে আশ্রুত করে বললাম, তিনি ইচ্ছে করলে আমার বাসায় এসে থাকতে পারেন। তোকায়েল সরিনয়ে বললেন, যেহেতু প্রয়োজন মনে করলে আমার বাসায় যাবেন তিনি, তবে এসন না! ফটোখানেক তাঁর বাসায় ছিলাম। পরে খোঁজি, আমি সে তোকায়েলের বাসায় পিসোছি একব্যাপ প্রাণ্যায় রাতে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। যেজুর তালিম, নূর, শাহবীরাম, লেফটেনেন্ট মার্জেন্সহ অনৱার তোকায়েলে আহমেদের ওপর অবাক্ষীর নির্ধারিত চালিয়ে জানতে চায় আমার নক্ষে তাঁর কি কথা হয়েছে। সেবক কোনো কথা হয় নি— একব্যাপ বাসাবর বলার পরও ভালিম এবং তার সহযোগীরা তাঁর ওপর অব্যাহত নির্ধারিত চালায়। তোকায়েল আহমেদের ওপর অভ্যাতারের এই ব্যব পেলাম রাতে। খুব অনুভাব হচ্ছিল। আমি তাঁর বাসায় না পেলে হয়তো এই নির্ধারিতের শিকার হতে হতো না তাঁকে।

যোশ্বত্তাকের সহযোগী হত্যাকারীরা তোকায়েলে আহমেদের অনুগত ও সমর্থন আদায়ের জন্য তার ওপর প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তারা

তোফায়েল আহমেদের এপিএস শক্তিকূল আলম মিস্ট্রি কেও ধরে নিয়ে পিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালায় তাঁর ওপর। এক পর্যায়ে এই কর্তব্যপরায়ণ তরুণ অফিসারটিকে ঠাণ্ডা মাথায় হালি করে হত্যা করা।

শোনা যায়, অবসরপ্রাপ্ত কাশ্টেন মাজেল এই নির্মল কাজটি করে। হত্যাকারী এই অফিসারটি এখনো সরকারি চাকরিতে (বেসামুরিক পদে) বহাল রয়েছে। দুর্ব্যবস্থাক হলেও সত্ত্ব, সরকারি কর্মচারীদের অসংহত সংগঠন থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এই অফিসারটি বিচারের বাপ্পারে সেজ্যু সেজান হন নি।

অভ্যন্তর-প্রবর্তী কয়েকদিনে বিদ্রোহীরা ঢাকা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সোহাগোর্ণী উন্নাস ও বেতার কেন্দ্রে হাল্পত নিয়েছেন ক্যাপ্পগুলোতে ধরে নিয়ে নিয়ে নির্যাতীক করে। বিদ্রোহীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের অনুগ্রহ ও সমর্থন আমার করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকারীদের লাভান ইওয়ার প্রচেষ্টাও ছিল। লাঙ্ঘিত ও শাস্তিরিকভাবে নির্যাতীক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোজ্ঞ ও আইনজ আমিনুল হক। পরবর্তীকালে তিনি আর্দ্ধে জেনারেলে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমিনুল হক নাম মুরব্বি ও তাঁদের এদেশীয় সহযোগীদের যুক্তাপরাধ তদন্ত করিপ্তারে একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তদন্তের দায়িত্ব পালনকালে তিনি অভ্যন্তরকারীদের দেশি-বিদেশি প্রভুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এরই পরিণতিতে বিদ্রোহীদের হাতে নির্যাত হতে হয়। ডালিম, মূর, শাহরিয়ার ও মাজেল—এবং তাঁর ওপর বর্তুল নির্যাতন চালায়।

১৬ ও ১৭ আগস্ট কাটন্টেন্টেন্টের পরিবেশ কিছুটা প্রাতিকর ছিল। সবাই যার যার অফিসিয়াল কাজকর্ম করেছি। অভ্যন্তরকারীদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপৰতা দেখা গেলো না কোথাও। বেতারে মোশ্টাক সরকারের প্রতি সেনাপ্রধান ও অন্যান্য বাহিনীধারণের আনুগত্য ঘোষণা প্রস্ত এবং দুটো দিন মূলত সেনাপ্রধানের তত্ত্ববিধানে অভ্যন্তর-প্রবর্তী পরিষিক্ত সংহত করার কাজেই ব্যাপ্ত ছিলাম আমরা। ছেইন অফ কমান্ড মানুর বাবেই এটা করতে হয়েছে আমাদের। তবে অনেককেই অতি উৎসাহে অভ্যন্তরকারীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে দেখা গেছে।

১৮ আগস্ট সেনাসদরের অনুষ্ঠিত এক মিটিংয়ে ডিজিএফআই-এর দায়িত্বপালনরত ডিপ্রেডিয়ার রেক্ট তোফায়েল আহমেদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা সবাইকে অবরিক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, তোফায়েল সাহেবের বাসার সামনে আমার গাড়ি দেখা গেছে। এ কথা তাঁর সেনাপ্রধান ও উপপ্রধান উভয়ই আমাকে তিরক্ষ করেছেন। আমি যেন ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব সঙ্গে আর সশ্রদ্ধ না রাখি, সে জন্ম তাঁর সাবধান করে দিলেন আমাকে। এই মিটিংয়ে ছেইন অফ কমান্ড এবং প্রবর্তী আর কোনো সংক্ষেপ ও সম্মত এড়ানোর বিষয় আলোচিত হয়।

১৯ আগস্ট সেনাসদরে আরেকটি মিটিং হয়। বেশ উত্তোলন পরিষিক্তির সৃষ্টি হলো মিটিংয়ে। সেনাপ্রধান সভায় ঢাকাস্থ সকল সিনিয়র অফিসারকে করেন। তিনি মেজর রশিদ ও ফারুককে সঙ্গে করে কনফারেন্স রুমে এলেন। বললেন, প্রেসিডেন্ট মোশ্টাকের নির্দেশে রশিদ ও ফারুক সিনিয়র অফিসারদের কাছে অভ্যন্তরীনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে। রশিদ তার বক্তব্য শুনে করলো। সে বললে, সেনাবাহিনীর সব সিনিয়র অফিসার এই অভ্যন্তরীনের কথা আগে থেকেই জানতেন। এমন কি ঢাকা বিশেষ কমাত্তরও (অর্থাৎ আমি) এই সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত কোনো প্রতিবাদ করলেন না। একটি শৰ্পও উচ্চাবল করলেন না কেউ। কিন্তু আমি চূল করে থাকতে পারলাম না। মীরুর থাকা সঙ্গে ছিল ন আমার পক্ষ। ফারুক-রশিদের মিথো বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে আমি সেদিন বলেছিলাম, "You are all liars, mutineers and deserters. You are all murderers. Tell your Mustaque that he is an usurper and conspirator. He is not my President. In my first opportunity I shall dislodge him and you all will be tried for your crimes."

আমার কথা জনে তাঁর বাক্তব্য হয়ে পড়ে এবং বিষপ্র মুখে বসে থাকে।

প্রবর্তী সময়ে জীবন বাতি রেখে সে কথা রাখতে যথসাধ্য চেষ্টা করি আমি।

যাই হোক, আমার টাইপ প্রতিবাদের মুখে মিটিং শুরু হতে-না-হতেই দেখে গেলো। সেনাপ্রধান শাফিউদ্দিন উচ্চে গিয়ে তাঁর কক্ষে ঢুকলেন। উপপ্রধান জিয়া অনুসরণ করলেন তাঁকে। আমি তবল প্রভাবতই দেশ উত্তেজিত। তাঁদের দু'জনের ধারা পেছনে পেছনেই সেগাহে আমি। সেনাপ্রধানের কক্ষে ঢুকতেই জিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "শাফিয়াত, এবেলোনে ঠিক আচরণ করেছো ওদের সঙ্গে। একজন সঠিক কাজটা করেছো। কিন্তু ইট আপ। ওয়েল ভাব!" উত্সাহিত হয়ে আমি তাঁদের দু'জনের উদ্দেশ করে বললাম, "Sir, the way I treated the murderers you must talk to Mustaque in the same language and get the conspirator out of Bangabhaban."

মুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্ত্ব, সেনাপ্রধান বা উপপ্রধান কেউই অবৈধ খুনি সম্বকারে অধ্যাধিক প্রেসিডেন্টকে সরানোর মতো সৎ সাহস অর্জন করতে পারেন নি। এই বিশাল ব্যর্থক তাঁদের উভয়ের ওপরই বর্তী।

প্রস্তুত একটা কথা বলতে হয়, ১৫ আগস্ট থেকে মেজর জোনারেল শফিউদ্দিন যতোদিন সেনাপ্রধান ছিলেন (অর্থাৎ ২৪ আগস্ট পর্যন্ত) তাঁকে এবং সেজান জোনালে জিয়াকে আর সর্বশেষ একসঙ্গে দেখা গেছে। একজন মেজর আরেকজনের সঙ্গে ছায়ার মতো দেখে ছিলেন।

১৫ আগস্টের অভ্যর্থনা কেন হয়েছিল?

আজো একটি প্রশ্ন বহু লোকের মনকে আলোড়িত করে, অনেকে আমাকেও ভিজোস করেন, ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যর্থনা কেন হয়েছিল? তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একাদিক কারণেই উল্লেখ করবো না আমি। সে দায়িত্ব রাজনৈতিক বিশ্বের এবং ইতিহাসবিদদের। নিজের যে পরিমতলে আমর অবস্থান ছিলো, তার মধ্যেই

সীমাবদ্ধ রাখবো আমার বক্তব্য।

আমি শেষের দেশি, সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোজ্ঞ ও অমুক্তিযোজ্ঞ অফিসারদের মধ্যে একটা রেখারেখি ছিল। বিচুল্বথক অনুভিযোজ্ঞ অফিসার, যারা মূলত যুদ্ধ পথে পাকিস্তান প্রত্যাগত, তারা মুক্তিযোজ্ঞ অফিসারদের সহাই করতে পারতেন না। কয়েকজন সিনিয়র অনুভিযোজ্ঞ অফিসার বাহ্লাদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে মুক্তিযোজ্ঞ অফিসারদের বিবরণে একের পর এক ঘড়িয়ে ও চতুর্ভুজে জাল বিস্তার করতে তার করেন। দুইজনক হলো সত্ত্ব, বঙ্গবন্ধুর মহানৃত্যঙ্গ তারা বাস্তীয় ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথে আবিষ্টি হন। তাদের মড়য়েজ্জে এখন লক্ষাই ছিল চৰিত্র হননের মাধ্যমে সিনিয়র মুক্তিযোজ্ঞ অফিসারদের স্বপন থেকে সরিয়ে ওরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ের করা। আমার মতে একজন মাঝারি রাজনৈতিক অফিসারও তাদের সুপ্র ঘৃণ্যন্ত থেকে দেহাই পায় নি। চতুর্ভুক্তিকারী সুবোশলে বাস্তুপ্রধানকে পর্যন্ত জড়িত করতে দ্বিত্ব বেথ করেন নি। এরকম দু'একটি ঘটনার উভয়ের কারণে পাঠকবন্ধ বুরুতে পরাবেন চতুর্জ ও বড়শর্ষ কেনা পর্যায়ে পিয়ে পৌছেছিল। প্রথমবার আমাকে চিহ্নিত করা হয় গোপন সশস্ত্র সর্বহারা পার্টির সমর্থক হিসেবে এবং বিজীয়বারে সুতা চোরাচালানির পৃষ্ঠপোষকরূপে। কিন্তু শোনো অভিযোগেই আমাকে তারা রাখাসাতে পারে নি।

প্রাচীরের মেল্লয়ারি মাস। আমি ত্রিপেত নিয়ে সাভার এলাকায় টেনিসে ব্যস্ত। আকস্মিকভাবে একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাসভবন। ৩২ নম্বরে তিনি তলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে কোনো ছাইকা ছাড়াই, তিনি বললেন, “তোমার বিবরকে একটা শুরুত অভিযোগ আছে। আমি নিষেষে ইনভেস্টিগেশন করবো বলে তোমার চিক বা ডেপুটি চিক কাউকেই বিষয়টা জানাই নি। তার প্রয়োজনও নেই। তোমার ওপর আমার সম্পর্ক আছে আছে বলেই আমি নিজে এর তার নিষেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।” হতবাক হয়ে জিজেস করলাম, “সার, অভিযোগটা কি?” জবাবে বঙ্গবন্ধু জানলেন, একজন বিশিষ্ট বৃক্ষ তাঁকে বলেছেন, সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর মাত্র এক সংজ্ঞা আগে নাই তার সঙ্গে আমার গোপন বৈঠক হয়েছে। অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিন ছিল

বলে আমি জোর গলায় কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে তা অর্থীকর করি। বলতে দ্বিতীয় নেই, সিরাজ সিকদারের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় বা দেখাও হয় নি। তবু নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন আমার কাছে। বঙ্গবন্ধু আমাকে অত্যন্ত মেহ ও বিশ্বাস করতেন। আমার স্পষ্ট জবাব শোনার পথ তিনি বললেন, ‘Go back to your duties, you need not talk about this episode to anyone. The chapter is closed and sealed’. এবার আমার পাশা। আমার বারবার অন্তর্বেদে পর বঙ্গবন্ধু সাকে প্রধান বিচারপতি বিএ সিল্বিকীর নাম বললেন, যিনি এই মিথ্যে তথ্য তাঁকে দিয়েছিলেন। আমার জান ছিল, সেই বিচারপতি সাহেবের এক ধরনের আরো তুরন্ত পুলশের স্পেশাল প্রার্বে (এবিবি) কর্মরত ছিলেন এবং ধর্মী আরো প্রধান পুলশের প্রধান হিসেবে।

বৃক্ষটি অনুবিবি হলো না মে, এসবি (স্পেশাল প্রার্ব) ও ডিজিএফআই (ডাইরেক্টেড জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স) উভয়ে মিলেই এটা করবে। হিসেবে যুব সহজেই মিলে পেলো। ডিজিএফআই এখন হিসেবে ড্রিপেচিয়ার স্টেফ। তারই সীরোপিটিচ এ সংহাটিক অভিযোজ্ঞ অফিসারের এসবি প্রধানের সর্বাধিক সহযোগিতা এবংম একটা নিজলা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করেন। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তারা একজন সর্বজনশুল্কজ্ঞের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে এই রিপোর্ট বঙ্গবন্ধুর পোচের আদেশ। স্বী ঘৃণ্য হিসাবক মানসিকভাবে।

ড্রিপেচিয়ার রাখক ও তার সহযোগীরা এই কাছলিক অভিযোগের জাল ঝান্দাতে শুরু করেন সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পরদিন থেকেই। সেদিন যুব স্টোরে ডিজিএফআই-এর দু'জন অনুভিযোজ্ঞ অফিসার সেবার পরে ড্রিপেচিয়ার অব., সৌলা ও আমার সভাপ্রধ মেজর (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রীয় মাস্টার-অফ হাসান আকস্মিকভাবে আমার সঙ্গে দেখা করিসে আদেশ। আলাপাগারিতায় তারা মৃত্যু সিরাজ সিকদারের মৃত্যুতে আমার ‘ব্যক্তিগত’ প্রতিক্রিয়া জানতে চান।

এ প্রসেসে বস্তুনির্মাণ মূল্যায়নের জন্য এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই আমি। বিষয়টি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান পোয়েন্টা সংস্থা আইএসআই-এবং তার পাহযোগী অন্যান্য পোয়েন্টা সংস্থায় চাকরি করতেছেন এমন বাঙালি অফিসারদের যাদীন বাহাদুরের সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে পোয়েন্ট নিভালে নিয়োগ সহজেত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কেবল সেই ধরনের বাঙালি অফিসারদের পোয়েন্ট বিভাগে কাজ করার স্থূলে দেয়া হতো, যারা কি না নিষ্ঠা সঙ্গে খুজাতি (অর্ধাংশ বাঙালি) সেনা কর্মকর্তা ও রাজনীতিকরণের সম্পর্কে সত্ত্ব-বিদ্যা নাম বরাদের রিপোর্ট সিলে উপাস্থ নেব। করবে। তাই বাঙালির স্থানিকার আন্দোলনের সঙ্গে মনেধ্যাদে ভিন্নমত গোষ্গকারী অফিসাররাই বিভিন্ন পোয়েন্টা পদে নিযুক্তি লাভ করতেন।

পাকিস্তানি প্রভুদের ভূট করতে তারা অনেক নিচে নামতেও বিধাবোধ করতেন না। এর থেকে বাতাবিকভাবেই প্রেৰ্জ জাগে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে একটি শক্ত মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পাক মৌলিক বিভাগের অফিসারদের আঙীকৰণ, বিশেষ গোয়েন্দা সহ্য তাদের নিয়োগদান করতেই মুক্তিযুক্ত হয়েছিল। এবং পোয়েন্ডা কর্মকর্তা কর্তৃত আন্দোলন সহকারে নতুন নিয়োগদান বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে কাজ করেছিলেন, সেই হিসেবে প্রস্তাবকে প্রস্তাব করে তে আর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নি!

বিভাগীয় ঘটনাটি প্রচারের সাথেই সে মাসে নেই। রাত তখন এগারোটা। ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেল জিয়া ফেন করে আমাকে তাঁর বাসায় যেতে দেখা মাঝাই জিয়া বললেন, পোয়েন্ডা সুজের খবর অনুযায়ী বস্বস্তু তাঁকে জানিয়েছেন যে আমার অধীনস্থ একটি ইউনিটের স্টেট রামে চোরাই সুতা পাচারের জন্য বস্বস্তু রাখা হচ্ছে। আর সেই সুতা তর্ফে স্টেট রাম থেকে ক্যাট্টেনেট স্টেশন পর্যন্ত পুরো জাঙা এই ইউনিটের সৈনিকেরা পাহারা করে থাকে। বস্বস্তু ডেপুটি পর্যন্ত চিহ্নে অনুসন্ধান সাপেক্ষে এ ব্যাপারে অযোড়ীয় ব্যবস্থা এহসেন নিয়েশ দিয়েছেন।

এটা একটা অতি গুরুতর অভিযোগ। আর চূপ করে বসে থাকা যায় না। আমি গুপ্তিভাবে রাউমের সদে Confrontation-এর সিদ্ধান্ত আফিসার আর বিপ্লবিয়ার রাউমের পক্ষে তার অধীনস্থ মেজর মাহমুদ-উল হাসান (এখন মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদ্বৰ্তু) একসময়ে স্টেট রাখ্যটি পরিশৰ্শনে যাবে। পরিশৰ্শন শেষে আমার দুই অফিসার সে, কর্মেল (পরে বিপ্লবিয়ার অব.) আবিনুল হক ও লে. কর্মেল (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদ্বৰ্তু) হাজৰ অবসরে টোপুরী ডেপুটি চিহ্নের বাড়িতে এসে বিপোর্ট করলেন, কথিত সেই স্টেট রামে একগুচ্ছ সুতা ও পাওয়া যায় নি। স্টেট রাখ্যটি পুরু Firing Target-এ ঠাস। আর বাস্তার প্রথম সম্পর্কে তারা জানালেন, কোম্পানিওলো Night Training-এ ব্যাপ্ত, তারা বাস্তা ভুক্ত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। স্বতন্ত্র করলেই মেজর মাহমুদ-উল হাসান আর ডেপুটি চিহ্নের বাসায় ফিরে আসেন নি। আর বিপ্লবিয়ার রাউম তো অনেক আগেই ব্যক্ত দেখিয়ে সরে পড়েছেন।

বিপ্লবিয়ার রাউম ও তার সহযোগীদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সীমাপরিমীয়া ছিল না। "To make mountain out of a mole hill" এবাদটিকেও হার মানিয়েছিল তারা। মুক্তিযোদ্ধাদের অতি তাদের অনেকেরই হিল প্রবল বৈরী মনোভাব। মুক্তিযোদ্ধাদের অতি বন্ধনিতের লাভিত হিসেবে আর ধূমৰ চৰণ প্রকল্প তারা ঘটিয়েছিলেন পরবর্তীকালে চাঁচামে প্রেসিডেন্ট আর জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অব বিদ্রোহের কারণে জিয়া

হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে কঠিগয় অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসার এরশাদের নেতৃত্বে তাদের প্রতিহিস্তা চরিতার্থ করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ফাঁসি, জেল ও চাকরিচাট করেই এরশাদ ও তার পোষ্য ঐ অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসাররা নেতৃত্ব হতে পারে নি। প্রেসিডেন্ট ধৰ্মকর্তার এরশাদ এক অলিহিঁ নির্দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের সত্ত্বন ও নিকট আবীর্যদের সেনাবাহিনীর অফিসার কোরে মোগদান নিয়ন্ত্র করেছিলেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধার মতো কর্মেল (অব.) শুরুতে আফিসার এবং আমার ছেলেও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা থেকে বর্ষিত হয়। পক্ষস্থানে একাত্তরে প্ররাজিত পাকবাহিনীর সেসারদের জন্ম সেনাবাহিনীর সুয়ার অবস্থিতি করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ যে, এরশাদ বাংলাদেশে আগমনের পর আর্মি তে কোর্টার্স-এর প্রথম কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধাদের সুই বছরের সিনিয়রিটিকে চালেছে করেছিলেন।

সিনিয়র অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রতিনিয়ত মড়য়জ আমাকে বাতিবাস্ত করে থাকে। এই অভিযন্ত্বে পরিবেশে জীবন সামরিক বাহিনীর চাকরিতে বীতপ্রক হয়ে উঠে থাকি আমি। এখন পরিচিতিতে পিচাত্তরে জুই মাসের কোনো একদিন সেনাপ্রধান টেলিফোনে আমাকে বস্বস্তুর সদে দেখা করতে বললেন। তিনি জানালেন, বস্বস্তু আমাকে তাঁর এম-এসপি করতে চান। সেনাপ্রধান আমারে বস্বস্তুর কথায় রাজি হয়ে যেতে বললেন। সে রাতেই বস্বস্তুর সদে দেখা করলাম। বস্বস্তু আমাকে এম-এসপি-র দায়িত্ব নিতে হবে বলে আশ্বাস দিলেন, অনতিবিলক্ষে তিনি আমাকে মেজর জেনারেল রাখে পদেন্মুক্তি দেবেন। বস্বস্তু আমি জানালেন, এম-এসপি-র রাজ্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উন্নীত করা হয়েছে। বস্বস্তু বোধহয় আবেগের বশেই এই প্রতিশ্রুতি সিনিয়রের মাধ্যমে আমাকে। কাবৰ কর্মেল যাকেও একজন অফিসারকে রাতারাতি মেজর জেনারেল হিসেবে পদেন্মুক্তি দেয়াটি বিবিধভাবে তাত্ত্বিক বাতিস্ত হিসেবে বস্বস্তু হাতো সামরিক নিয়মবিধুন সম্পর্কে তত্ত্বাত্মক কথা শুরু করে আলো এই স্পৰ্শকর্তা পদে যোগদান করতে অভ্যন্তরীণভাবে অপরাগতা প্রকাশ করি। মনে হলো বহুবচ্ছ এতে করে একটি যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে। তিনি আমাকে এই পদে যোগদানের অনুমতি করেন। কিন্তু আমি সম্পর্ক বিবেচনা নিয়ে আমার সিজাত্তেই অটল থাকলাম। এছাড়া আমার আর বিছুই করার ছিল না।

তিরকারের বদলে পুরকারের পরিষৎ

অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র কিছু অফিসার সরকার ও সেনাবাহিনী দু'জায়গাতেই একটা পরিশৰ্ম্ম চাঞ্জিলেন। বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন উক্সানিম্বলক

কথোবাৰ্তা ও কৰ্মকাও অসমুছি ও বিভাস্ত জুনিয়াৰ মুক্তিযোৱা অফিসারদেৱ প্ৰৱেচিত কৰতো। সৱকাৰেৱ বিভিন্ন ব্যৰ্থতা আৱ দুৰ্ভীতিৰ অভিযোগে সাধাৰণ মানুষেৰ মতো সেনাৰাহিলীতে বিছুটা কোটেৱ সফলৰ হয়েছিল। তবে সেনাৰাহিলীৰ নিয়ম-শুল্কতা ভাৰ কৰে জ্বন্ত একটি হত্যাকাণ্ডে মাধ্যমে ক্ষমতা দখলৰে জন্ম এগলো কেৱলো হত্যাত হতে পাৰে না। সেনাৰাহিলীদেৱ মধ্যে এৰকম একটি অৱোচনৰ ঘটনা এই প্ৰসঙ্গে উপলব্ধ কৰা যেতে পাৰে।

'৪৮ সালৰ শেষ দিবেৰ কথা। সেজৰ ভালিমেৰ সঙ্গে অভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা গাজী পোলাম মোকাবেল একটি পাৰিবাৰিৰ দ্বাৰা সুযোগে নিয়ে ঘটনাৰ পৰদিন তদনীতিমন কৰিল এৰশাম সোলা পানিতে মাছ পিকারেৱ মতলৰ আঠটেন। বিশুল্বতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে তিনি একদল তরল অভিযারেৰ নেতৃত্ব দিয়ে তৎকালীন সেনা উপগ্ৰহান সেজৰ জেনালে জিয়াৰ অভিযান যান এবং এই ঘটনায় সেনাৰাহিলীৰ স্বাস্থিৰ হস্তক্ষেপেৰ কৰণেন। অখণ্ড কৰণেন এৰাম তদন এভি (আড়জুটেন জেনালে), অৰ্ধাৎ সেনাৰাহিলীৰ সাৰ্বিক শৃঙ্খলাৰ কৰাৰ দায়িত্বে নিয়োজিত। আমি এইটনাৰ একজন প্ৰত্যক্ষকাৰী।

সেনা উপগ্ৰহান তৎক্ষেপিকভাৱে কৰিল এৰশামেৰ এই অৰ্যোক্তিক দাবি প্ৰত্যাখ্যান কৰি তাৰ দায়িত্বকাৰী সম্পর্কে সতৰ্ক কৰে দেন। বিশুল্বত্ব এই আচৰণেৰ জন্য কৰিল এৰশামক জিৱে ভাষাক তিক্ষ্ণকৰ কৰে বলেন, তাৰ এই অৰ্যোক্তি কোৰ্ট মাৰ্শাল হওয়াৰ যোগ। এই ঘটনাৰ জন্ম এইদিনই বিকলে বস্তৱক্তৃ তাৰ অভিযোগে জন্ম উপস্থিতি সহাইকে কঠোৱা আৰামক দাবি দাবি দায়িত্বন কৰেন। এৰশামেৰ পৰিবেক্ষণ সোলাম উপস্থিতি সহাইকে কঠোৱা ভাষায় ভৰ্তীনা কৰেন তিনি। এপগ্ৰহ সাৰ্বিক সেনাৰাহিলী শৈক্ষিকাই কৰিল এৰশামেৰ বিৰুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ তো কৰিলেই না, বৰং তাৰ প্ৰিয়ভাজন এই কৰিলকে কৰ্যকৰিন পৰই সিদ্ধীয় পাঠিলো দিলেন উচ্চতৰ প্ৰশিক্ষণেৰ জন্ম। অৱশ্য কৰ্যকৰিন পৰই নিয়ম-বিহীনতাৰে Supernumer Establishment-এ থাকে অবস্থায় তাৰ পদেন্দৰিতিৰ ব্যৱহাৰ কৰেন। কৰিল থেকে ত্ৰিপোজীয়াৰ হয়ে পেলোন এৰশাম।

আমাৰ ধাৰণা, এৰশাম ছিলেন পাৰিষিকানৰ প্ৰধান গোয়েন্দাৰা সংস্থা আই-এসআই-এ-এ (ইন্টেল সাৰ্ভিসেস ইলেক্ট্ৰনিক্স) আৰীৰাদগুটদেৱ অন্ততম প্ৰধান। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তিনি অস্তৰ চাৰিবৰ বিমানসোগে বিভিন্ন মূল্যবন সুৰক্ষাৰ্থী (?) পাৰিষিক থেকে বংশুৰে তাৰ বাজিতে পাঠাল। আটকে-পড়া বাঞ্ছি সাৰ্বিক অভিযানৰ তথ্য তো বিভিন্ন বিদ্বিশিবিৰে নামাকৰণ দুর্ভীতিৰ মধ্যে দিন কাটিলেন। তখন পাৰিষিক সালাদেশৰ মধ্যে কোনো নিয়মিত বিমান চলাচল হৈল না। অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে চালাকীৰী আইসআৰসি (আন্তৰ্জাতিক রেডজেস)-এৰ ভাড়া কৰা প্ৰেমে এৰশাম সাহেবেৰ সেস জিনিসপত্ৰ পাচাৰ কৰাৰ অপোৱেশন চলালো হয়। পাক বন্দিশিবিৰেৰ

তথ্যক্ষেত্ৰত বন্দি এৰশামেৰ পক্ষে ISI-এৰ প্ৰত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সাৰ্বিক সহযোগিতা ছাড়া অধৰনেৰ কাজ কৰা কোনোক্ষেত্ৰেই সহজ ছিল না। আমাৰ জন্ম মতে, আটকে-পড়া প্ৰায় বাবোশ' অভিযানৰ আৱ কাৰোৱই তাৰ মতো সুযোগ পাৰাভাৰ সোভাগ্য হয়ে নি। এৰশামেৰ পৰিসৰে অপারেেল তৎকালীন সেনাৰাহিলী জেনালে শৈক্ষিকাই পুৱো সহযোগিতা কৰেছেন। শৈক্ষিকাই সাহেবে তাৰ অভিযানৰ মাধ্যমে হেলিকপ্টাৰে কৰে সেই সৰ মালামাল বংশুৰ পাঠাতেন এবং আমাৰ সেপ্টেম্বৰৰ বাজিতে পৌছে দেয়াৰ জন্য গড়িৰ ব্যৱহাৰ কৰতে হচ্ছে। আমি তখন বংশুৰে ব্ৰিলেট কৰমাতৰ।

এৰশাম সপ্তাহৰ বলাব আৰোহণ হৈছে। অভিযোগ শোনা যায়, মুক্তিযুক্তিৰ সময় তিনি একাধিকবাৰ বালাদেশে আসেন এবং বুৰো মোগ সেৱাৰ সুযোগ থাকা সতৰ্কে পাৰিবাসে আৰামদেশ থাবীন হওয়াৰ পৰ সবকাৰৰ পাৰিবাস প্ৰত্যাগত অভিযানৰ আৰামদেশে সেনাৰাহিলীতে আত্মীয়তাৰে জন্ম যে নীতিমালা প্ৰণালী কৰেন, সে অনুযায়ী তাৰ চাৰুৰিচৰ্যতি হওয়াৰ কথা। একটি নিমিষি সময়ৰে মধ্যে যাৰা বালাদেশে এসে যুদ্ধে যোগদানৰে সুযোগ থাকা সতৰ্কে পাৰিবাসে কৰিল পেছো, তাৰেৰক এই নীতিমালা অনুযায়ী চাৰুৰি থেকে অব্যাহতি দেয়ো হয়। জন পৰামৰ্শক অভিযানৰক এ কাৰণে চাৰুৰি হাবীব হৈছে। অৱৰ অভিযানৰ অভিযুক্ত হওয়াৰ পৰও এৰশাম চাৰুৰিচৰ্যত তো হৈনই নি, বৰং প্ৰযোগনসহ এজি (অড়জুটেন জেনালে) পদে অধিবিত হন। এই পেছেনে তৎকালীন সেনাৰাহিলী ও আওয়ামী মুক্তিযোগীৰ একজন প্ৰত্যক্ষৰ বিশেষ ভূমিকা ছিল। একই বিবেচ এ দুইবোৰ নীতিতে সেনাৰাহিলীৰ অভিযানৰা বুৰো বিলিষ্ট ও কুকু হৈছিলোন তখন।

অনুভিযোগী সিনিয়াৰ অভিযানৰে অনেকেই নিৰৱৰ চৰাঙ্গ ও বিশ্বাসৰ লিপি ছিলোন। কিন্তু মুক্তিযোগী সিনিয়াৰ অভিযানৰাৰ তাৰেৰ দায়িত্ব এড়তে পাৰেন না। তাৰা তাৰেৰ স্বোৱেৰ যোগীয়া (অধীৰ মুক্তিযোগী) জুনিয়াৰ অভিযানৰে কৃত আসেক বিশুল্বতাৰ ঘণ্টাৰ অক্ষে সমাই আৰাম কৰে বৈৰেছেন, যাৰ ফলে উচ্চৰেলনা উত্থাপিত হয়েছে। এৰকমই একটি ঘটনাৰ কথা এখনে বলাই।

চূয়ানোৰ সালেৰ মধ্য এওিতে চাৰুৰি ব্ৰিলেট কৰমাতৰ পদে নিয়োগগ্রহণ হই আমি। তাৰ আগে আমি বংশুৰ ব্ৰিলেটেৰ দায়িত্ব পালন কৰাবলৈ। চাৰুৰি আৰাম বিচৰ্দন পৰাই অন অভিযানৰ মুভে তৰি, মেজাৰ ফাৰ্মক এৰ আগে অৰ্থাৎ ১৯৭৩ সালেৰ শেপোৱাকে একটি অভাস্থানেৰ চেষ্টা কৰে বাৰ্থ হৈ। তাৰ সহৰ্দিনেৰ বুৰোৱা থেকে সেনাৰ দল ঢাকাৰ আসাৰ কথা হৈল। বিশুল্ব সেই সেনাৰাহিলীৰ পৰ্যন্ত চাৰুৰি আৰাম বাবলকেৰ অভাস্থান পৰিকল্পনা বাস্তুলৈ হয়ে যায়। উপৰ্যুক্ত তখন বালাদেশ সেনাৰাহিলীতে ট্যাক ছিল মাত্ৰ তিনটি। সেই তিনিটি ট্যাকই কৰা কৰে অভাস্থানেৰ ফৰ্বি এঁটেছিল ফাৰ্মক। তাৰ এই পৰিকল্পনা ভেততে যাওয়াৰ পৰ সেনাৰাহিলীতে তা ফৰ্বস হয়ে যায়। উৰ্ধতন

এর ফলে আমার বিশেষজ্ঞের কোনো গোপনীয় তথ্য পাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধিত হই আমি।

সেনাবাহিনীর শীর্ষপদে উন্দৰণ

২৪ আগস্ট সন্ধ্যা সাটোর দিকে সেনা উপগ্রাহন জিয়া অবস্থাক তাঁর অফিসে ডেক পাঠালেন। আমাকে বিছুক্ষ বসিয়ে বাইকেন তিনি। তাঁর টেবিলে একটা রেডিও দেখতাব। একটু পর জিয়া সেটি অন করলেন। তখন ব্রহ্ম হচ্ছিল। ব্রহ্ম জানানো হলো, সেনাগ্রাহন শাফিউদ্দাহেকে পেশে পরাপ্ত মন্ত্রণালয়ে বনাই করয়েছে। সেনাগ্রাহন জিয়ার কাছে। তাঁর স্ক্রু উপগ্রাহন হয়েছেন তখন নিখিলে অবস্থানের প্রিপেজিভার হনেছিন মুহুম এবৰাম। এনিষ্টই রাতোকাতি মেজে জেনারেল পদে উন্মুক্ত করা হয় তাঁকে। নিতান্ত ব্রহ্ম সময়ের মধ্যে দেশের বাহ্যন্তরে অবস্থানের একশান্তের এই দু'দুটা বিশিষ্টতা পদান্তৃতি এবং উপগ্রাহনের পদ লভে সন্তোষ ১৫ আগস্টের হাতাকাতের কোনো যোগসূত্র আছে কি না, সেটা প্রশ্নসাক্ষে।

স্বর্গে, মেজের ডালিম ও গাজী পোলাম মেজকুর বিদেশে একশান্ত ডালিমের

পক্ষে শৃঙ্খলবিদ্যোধী জেনারেল ভূমিকা রেখেছিলেন। এছাড়া মেজকুর বাইদ ও

বিশেভিয়ার এরশান উচ্চতর অফিসের জন্য প্রায় একই সময় নিখিলে অবস্থান

এসবের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকাটা আই অসম্ভব লিঙ্গ নন।

পদের আগস্টে অবস্থানকারীদের সঙে এরশানের মন্তিষ্ঠাতা ও তাদের

প্রতি তার সহমরিতা লক্ষণী। পরবর্তী সময়ের দুটো ঘটনা এ পদের উচ্চের

করা যেতে পারে। অথমতি, খুব সম্ভবত, মেজের জেনারেশন জিয়ার

সেনাগ্রাহনের দায়িত্ব নেয়ার পর বর্তী নিখিলের ঘটনা। আরি সেনাগ্রাহনের

অফিসে তাঁর উচ্চতাপিতে বসে আছি। হঠাৎ করেই রামে চুক্তিলেন সদা

পদান্তৃতিপ্রাপ্ত পেশটি চিক মেজের জেনারেল এরশান। এরশানের তখন

প্রশিক্ষণের জন্য নিখিলে থাকার কথা। তাঁকে সেবামুক্ত সেনাগ্রাহন জিয়া

বেশ জচ্ছাবে জিশেস করলেন, তিনি বিনা অনুমতিতে কেন দেশে ফিরে

এসেছেন। জবাবে এরশান বললেন, তিনি নিখিলে অবস্থানের তার সীর জন্য

একজন গৃহচৃত নিতে এসেছেন। এই জবাব তখন জিয়া অত্যাক্ত রেখে গিয়ে

বললেন, আগন্তুন যাতে সিনিয়র অফিসারদের এই ধরনের লাগামাহাড়া

আচারের জন্যাই জুনিয়র অফিসারেরা বাস্তুগ্রাহনকে হত্যা করে দেশের ঘৃষ্টা

দখলের মতো কাজ করতে পেরেছে। জিয়া তাঁর পেশটি এরশানের পরবর্তী

চুক্তিটৈই নিপত্তি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বস্তুভূমে যেতেও নিম্নে

করলেন। এরশানদের ব্রহ্ম কেবল সুযোগ না দিয়ে জিয়া তাঁকে একবরক্ম

তাড়িয়েই দিলেন। পরদিন ভোরে এরশান তাঁর প্রশিক্ষণগ্রহণ নিখিলে চলে

গেলেন ঠিকই, কিন্তু সেনাগ্রাহন জিয়ার নির্দেশ অনুমতি করে রাতে তিনি

বস্তুভূমে যান। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থানরত অভ্যর্থনকারীদের সঙে দৈর্ঘ্যে করেন। এর ঘোষণা হয় এরশান আসলে তাদের সঙে সেলাপার্মার্ফ করার জন্যাই ঢাকায় এসেছিলেন।

নিখিল ঘটনাটি আরো প্রেরণ। জিয়ার শাসনামলের স্বৈরাজ্যের কথা। ত্রি সময় বিদেশে অভিষ্ঠত বাহাদুরদের বিভিন্ন দৃতাবাসে কর্মরত ১৫ আগস্টের অভ্যর্থনকারী অফিসারের পোতাতে হয়ে জিয়া সরকারকে উৎবাহ করার ক্ষয়ক্ষতি করে। এক পর্যায়ে ওই ঘৃত্যজ্ঞ হাস হয়ে গেলে তাদের সবাইকে ঢাকায় তলব করা হয়। সদাচার বিপদ আঁা করতে পেরে চাকাত্তকারী অফিসারের যার যার বাহাদুর তাঁগ করে লভ্যন্তর বিভিন্ন জায়ায়ার রাজনৈতিক আপুনি। এদিকে বাহাদুরদেশে সেনাবাহিনীতে কর্মরত সদস্য একই অপরাধে অভিষ্ঠত হয়ে বিচারের সম্মুখীন হন। আরো অনেকের সঙে থে, কর্মের দীনাদের দশ বছর এবং লে, কর্মের সুবন্দুরী বানেন এর বছর মেয়াদের কারাদণ হয়। প্রধান আসামির বাহাদুরদেশের সরকার ও আইনকে বৃক্ষালয়ে বিদেশে নির্বাচনেই অবস্থান করাছিল। এই বিচার তাই একবরক্ম অহসনেই পরিষ্কৃত হয়।

প্রবর্তীবাল, জেনারেল এরশানের প্রত্নকর্তার আমার পর অভ্যর্থনকারীদের মধ্যে যারা চাকরি করতে চেয়েছিলেন, এরশান তাদেরকে পরবর্তী মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে পুরুষের মতো পুরুষাসী হলে ১৫ আগস্টের অভ্যর্থনকারীদের পোস্টিং নিয়ে তাদের অনেকে বিভিন্ন দৃতাবাসে যোগ দেন।

ধূধু পুনর্বাসনই নয়। এরশান আগস্ট অভ্যর্থনকারীর সঙে জড়িত উত্তীর্ণে অফিসারদের কর্মসূলে বিনামূলতে অনুগ্রহিতকালের প্রায় তিনি বছরের পুরো বেতন ও তাতার ব্যবহারও করে দেন। আর একই সময়ে বিচারে হাতে থেকে পালিয়ে থাকা ফেরারী প্রধান আসামির বিদেশী দৃতাবাসে সম্মানজনক চাকরিতে নিযুক্ত হলেও একই অপরাধে দোরী সাবস্ত তাদের সহযোগীরা বাহাদুরদেশে কারাবাদি থাকে। কী অভিনব ও পক্ষপাত্তুলক বিচার! এশু করতে ইহেও হয়, অভ্যর্থনকারীদের প্রতি কি দায়বজ্জতা দিল প্রেসিডেন্ট এরশানের যে, কর্মসূল ছেলে তিনি বর আইনের হাত থেকে পালিয়ে থাকার পরও ১৫ আগস্টের অভ্যর্থনকারীদের বিচার অভ্যন্তর এভিয়ে শিয়ে তাদেরকে আবার চাকরিতে পুরুষের হাতানেক করালো তিনি? ১৫ আগস্টের অভ্যর্থনের মাধ্যমে প্রত্নকর্তারে উপ্রস্তুত ইওয়াতোই অভ্যর্থনকারীদের খণ্ড শেখ করতে এরশান এ কাজ করেছিলেন কি না, এ ধৰ্ম জাগী বাধাবিক। ঘটনাপ্রবাহ থেকে একথা মনে করা মোটেই অভৌতিক নয় যে, ১৫ আগস্টের অভ্যর্থন ও হয়তাকালেও পেছনে এরশানের একটি পরোপকৃত কিন্তু জোরালো ভূমিকা ছিল। আবার করার মতো ঘটনা মে এরশানের উত্তরসূরি জিয়ার সর্বাধিক শাসনামলে ঐতু সেবারী আসামির তাঁর চাকরিগৃহে নিখিলে পেয়েছিলেন।

২৪ আগস্টের ঘটনায় হিরে আসি। আমি যখন সদ্য সেনাপ্রধান হিসেবে পদবোধিত পাওয়া জেনারেল জিয়ার অফিসে বসে আছি, চিফ অফ চিমেন্ট স্ট্যাফ মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) তখন পাঠানো হয় আমার বিপ্রে হেচ কোয়ার্টারে। তিনি সেখানে গিয়ে বিপ্রে মেজর হাফিজকে সঙ্গ দেন। এর উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে। তা হলো, আমাদের দু'জনকে সর্বোচ্চ পাহাড়ের মধ্যে রাখা। জিয়া আমাদের তাঁর অফিসে বিসিয়ে নেতৃত্বের ব্যব অনিয়ে নিলেন হয়তো এজনাই, যাতে কিছু আর বলতে না হয়। কিছুক্ষণ পর নতুন সেনাপ্রধান জিয়ার অফিস থেকে বাসায় হিরে এসে আসে। একটু পরেই ফেন বেজে উঠলো। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কণ্ঠস্বর :

— নেতৃত্বের ব্যব অনিয়ে, শাফিয়াত?

— হ্যা স্যার, শুনলাম। ...স্যার, আপনি এই অবৈধ সরকারের অবৈধ আদেশ মানতে বাধ্য নন। আপনি এটা মানবেন না।

— তা কি হয়? আমার কথা কি কেউ উন্মোক্ত করতে পারতেন?

সেনাপ্রধান বি অবৈধ মোশতাক সরকারের বদলির নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না? খুনিদের সঙ্গ ত্যাগ করাই তো উচিত ছিল তাঁর! সেনাপ্রধান সেদিন যদি এটা করতেন তাহলে হয়তো পরবর্তী ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হতো। সাধিকানিক বৈধতার প্রশ্ন তুলেই তিনি মোশতাককে ক্ষমতা দেতে দিয়ে বাধ্য করতে পারতেন। একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারতেন তিনি। এবং এই মুহূর্তে জাতি সেরকম একটো কিছুই আশা করাইল। সেটা করা হলে দেশ ও জাতির ওপর দীর্ঘ অবৈধ সামরিক শাসনের জোয়াল ঢেপে বসতো না।

অঙ্গুঘানের খেকাপট : খনিদের হাতে জাতি জিঞ্চি
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত এক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে
সংবিধান-বিহুকৃতভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়ে বাংলাদেশে। রাষ্ট্র ও
সরকারপ্রধানসহ নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা
করে দেশি-বিদেশি চক্রস্তকীয়দের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী
লীগের একটি অংশ। এই বর্ধিত গোষ্ঠীকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমরা উত্থাত
করি একই বছরের ৩ নভেম্বর।

বিগত একুশ বছর যাবৎ ৩ নভেম্বরের অঙ্গুঘানের ওপর অনেক কালীমা
লেপন করা হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে 'ক্ষম-ভারতের চক্রদের' অঙ্গুঘান
হিসেবে চিহ্নিত করা অগচ্ছা করেছেন। ১৯৭১ সালে আমরা অনেকেই
জীবনবাজি রেখে অসম মুক্ত অবজীর্ণ হওয়া দেশকে শক্তিশূক্ত করেছিলাম।
সম্ভুক্ত সময়ে ও বর্তরভাবে আহত হয়েছি কেউ কেউ, আমরা এসবই
করেছিলাম ফাসির রশি গলায় পড়ুবার ঝুঁকি নিয়ে। সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে
মহান মুক্তিযুক্ত আমদের অংশগ্রহণ শুরু হয় প্রকাশ্য বিদ্রোহ যৌথনার ঘোর,
চুপিসারে পক্ষভাগের মাধ্যমে নয়। তাই আমদেরকে অনা কোনো দেশের
দলাল বা চর আবায়িত করলে আভাবিকভাবে তিনি বেদন অনুভব করি।
আমদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার যোগসূতা আর কারো আছে কি এই
বাংলাদেশে?

বেরো পরিবেশে, আঞ্চলিক সমর্থনের সুযোগের অনুপস্থিতিতে আগে কখনো
কিছু বলি নি। এখন সুযোগ এসেছে জাতির কাছে, বিবেকবান মানুষের কাছে
ও নভেম্বর অঙ্গুঘানের খেকাপট ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার।

সেই অঙ্গুঘানে জড়িত, নিহত ও চাকরিচ্ছত সাহসী অফিসারদের
আঘাতাদের প্রতি আমরা নায়বন্ধু থেকে উৎসারিত বর্তমান ধর্মাস।
মুক্তিযুক্ত কিবোবাতির সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ এবং থীর সেনানি কর্মৈন
হস্ত চক্রাতের শিকার হয়ে ৭ নভেম্বর নির্মতাবে নিহত হন। অর্থ এসের
আঘাতাদের জাতি একদল শুনির হাতে জিঞ্চি হয়ে থাকা অস্থা থেকে মুক্তি
পায়। এদিকে বিশিষ্ট মুক্তিযোজ্ঞ লে. কর্ণেল হায়দার ও আরো ১০ থেকে ১২
পার। এদিকে বিশিষ্ট মুক্তিযোজ্ঞ লে. কর্ণেল হায়দার (একজন মহিলা ডাক্তারসহ) এবং একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোজ্ঞ
জন অফিসার (একজন মহিলা ডাক্তারসহ) এবং একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোজ্ঞ

ঢাঁ নিহত হন ৭ নভেম্বর এবং তার পরবর্তী কয়েকদিনে। এদের কেউই ৩ নভেম্বরের অভ্যর্থনের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। তাঁরা সবাই নিহত হন জাসদ-এর সেই তথাকথিত 'বিপুরী সেনিক সংগ্রহ'। উন্নাবিত আঘাতাচী এক মোগাদিশ প্রভাবিত এবং শ্রেণীর উচ্চজ্ঞল সেনাসদস্যদের হাতে। পরবর্তীকালে জিয়ার সামনামধ্যে এদের অনেকেই বিচারের সম্মুখীন হয়। কঠোর হাতে তাদের দমন করা হয়। দুর্বলের অত্যাচার যে কতো ভাঙ্গর!—এ সত্ত্বটি জটি হাতে হাতে টোর পেটো ওপরে দমন করা না পেলে।

- ওর্তেই বলে নিষি ৩ নভেম্বরের অভ্যর্থনে মূল লক্ষ্যগুলো কি ছিল :
- ক. সেনাবাহিনী ছেনাই অফ কমান্ড পুনৰ্গঠিত করা;
 - খ. ১৫ আগস্টের বিদ্রোহ এবং হত্যাকারের সুষ্ঠু দন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করা;
 - গ. সামরিক-বহির্ভূত অবৈধ সরকারের অপসারণ, এবং
 - ঘ. একজন নিরপেক্ষ বক্তির অধীনে গঠিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে ৬ মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে রাখ্যীয় ক্ষমতা জনসাধারে নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।

১৫ আগস্টের হত্যাকারের পেছনে যে বিদেশি শক্তির মদন ছিল সে কথা আর বলা অবশ্যে রাখে না। আন্তর্বেশ বিধায়, দেশের সামরিক-বেসামরিক পোয়েন্ট দণ্ডের বা বহুভাবাপন্ন দেশগুরুর হানীয় মিশনগুলো এই বহুবর্ষের কোনো আগ্রাম অভাস দিয়ে ব্যর্থ হয়। এর পেছে খোর করা যায়, এই চৰ্জান্তি চিন্দি পোয়েন্ট দণ্ডের ও বিদেশি শিশনগুলো সময়ে আড়াল করে রাখে।

১৫ আগস্টের হত্যাকারের পেছনে যে বিদেশি শক্তির মদন ছিল সে কথা আর বলা অবশ্যে রাখে না। আন্তর্বেশ বিধায়, দেশের সামরিক-বেসামরিক পোয়েন্ট দণ্ডের বা বহুভাবাপন্ন দেশগুরুর হানীয় মিশনগুলো এই বহুবর্ষের কোনো আগ্রাম অভাস দিয়ে ব্যর্থ হয়। এর পেছে খোর করা যায়, এই চৰ্জান্তি চিন্দি পোয়েন্ট দণ্ডের ও বিদেশি শিশনগুলো সময়ে আড়াল করে রাখে।

১৫ আগস্টের হত্যাকার-প্রচ্ছদ্য শুরু হওয়ার পর তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেলে শহিদুল্লাহ সেটা জানতে পারেন। তারও অনেক পরে ঢাকাত্ত ৪৬ ক্রিপ্টো কামাত হিসেবে আমি বিষয়টি অব্যাক্ত হয়। যদিও প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমার ছিল না, তবু যখন বিষয়টি আমার পোকারে আসে ততেক্ষণে সবাই শেখ। বস্তুর শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের মৃশ্বস হত্যাকাণ্ড এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে ততোক্ষণে সম্পন্ন। অভ্যর্থন-প্রচ্ছদ্য চলাকালে এই খবর জানতে পুরণে কোনো লিঙ্ক করার কীণ সন্ধাবনা ছিল। সময় ও অবস্থানের বিচারে সেনাপ্রধান ও আমি অভ্যানকারীদের পেছে কতো অভিত দুই ঘণ্টা পেছনে ছিলাম।

যে-কোনো অভ্যর্থন-প্রচ্ছদ্য নয়াৎ করতে হলে Pre-emptive strike করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন আগাম পোয়েন্ট খোরাখবর। আমার অধীনে কোনো পোয়েন্ট ইউনিট ছিল না। ঢাকায় নিযুক্ত সরকারি ইউনিট ছিল সেনা হেড কোর্টীর বহুবর্ষের বাপাগানে যেহেতু কোনো আগাম পূর্বাভাস কোনো দিন দেয়া হয় নি, সেহেতু ধারণা করি যে, বাংলাদেশের সর. পোয়েন্ট সংস্থা ১৫ আগস্টের অভ্যর্থন সম্পর্কে হয়

একেবারেই বেবর্বর ছিলেন অথবা সবাই অতি যত্নে সাফল্যের সঙ্গে এটিকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। অভ্যর্থন একবার তুর হয়ে পেলে করার আর বিশেষ কিছুই থাকে না। কারণ অনুগত ইউনিটগুলো লিঙ্গোহীদের চাইতে কাপড়কে দুই ঘণ্টা পেছনে থাকে সময় ও অবস্থান এবং যুদ্ধ প্রযুক্তি এবংগুলো বিচারে।

ঘাতকদের হাতে বস্তুর শুনি সরকারের প্রধান বন্দুকের পোশাকাদের প্রতি আন্তর্যা প্রকাশ প্রদান আবেধ শুনি সরকারের প্রধান বন্দুককার মোশাতাদের প্রতি আন্তর্যা প্রকাশ প্রদান আবেধ বিদ্রোহের সেকল কর্মকর্তা ও সদস্য শাস্তিগুলো বজায় রাখে তখন সম্পর্ক গৃহীত এড়ানোর কাষাখ এবংবৰক থাকেন।

অভ্যর্থনাকারীদের ক্ষতি দখলের দুই দিনের মধ্যে নিপত্তিতে বাংলাদেশ দ্রুতাবাসে কর্মসূচি কর্মেল মঞ্জুর (পরে মেজর জেনারেল ও নিহত) অহতাপিতাতে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। এর কয়েকদিন পর বস্তুর শুনিদের দ্বারা নিয়োগপ্রযুক্ত ও সে সময়ে সম্ম পদেমন্তাপণ তেপুটি চিক অফ স্টাফ মেজর জেনারেল এবং সামান্য এবং অ্যাক্টিভিটির বিন্দিতে বাংলাদেশ এসে উপস্থিত হন। জেনারেল এরশাদ তখন নিপত্তিতে একটি সামরিক কোর্সে অশ নিজিলেন। জিয়া তখন এরশাদকে অনাবশ্যক ও অন্তর্ভুক্ত করে দেশে আসার জন্য তিরকার্শ এবং বস্তুর মেতে নিষেধ করেছিলেন। সেখানে মোশাতাদের অভ্যর্থনাকারী বিস্তৃতী মেজর অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু এরশাদ বাগে সহেও বস্তুর মেতে আবেধ হয়ে পড়েন।

বস্তুর হত্যাকাণ্ড ও অভ্যর্থনের অন্যতম হোতা রশিদও ১৫ আগস্টের মাঝ দুয়োক পূর্বে নিপত্তিতে অবস্থান করেছিলেন। একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিধি লজ্জান করে এরশাদকে কোর্সে অশ্বেত্বগ্রহণের অবস্থায় পদেমন্তাপণ সহকারে পদেমন্তাপণ দেয়া হয়। তবু তাই নয়, তার চেয়েও সিনিয়র তিভাজন অবিসারকে তিভায়ে প্রিয়েজিয়ার মাশহুরল হক, প্রিয়েজিয়ার সি. আর. দস্ত এবং প্রিয়েজিয়ার কিট, জি. দস্তপুরী শুনিরা এরশাদের সেনাবাহিনীর তেপুটি চিক অফ স্টাফ পদে নিযুক্ত দেয়।

২৪ আগস্ট জেনারেলে জিয়া চিক অফ স্টাফের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। চিক অফ স্টাফ হলেও দৃশ্যত তাঁর হাতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। তাঁর ওপরে বসানো হলো তিনি চিক ডিফেন্স স্টাফ ও প্রেসিডেন্টের ডিফেন্স এক্টিভিটির ক্ষেত্রে। এ দুটা পদে ছিলেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান ও জেনারেল আভাউল গনি গোমানী। সর্বোপরি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। আগে চিক অফ স্টাফের ওপরে থাকতেন দু'জন। এখন হলেন চারজন। তদুপরি ছিল অভ্যর্থনাকারী মেজর সাহেবরা। তারা প্রয়োকেই ছিল চিক অফ স্টাফেরও বস। তারা ইচ্ছেমতো পোস্ট দিচ্ছে, ট্রাপ্স মুভমেন্ট করাচ্ছে,

মোতাবেন করা হয়েছিল। একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন মেজর ইকবাল (পুরো অব. এবং মর্টেই)। করিডোরে ইকবাল ও 'শ' বাণিক সৈনানও ছিল। মেজর ইকবাল মোশতাকের ফরার জন্মে তত্ত্বাধিক উদ্বেগিত হয়ে বললো, 'You have seen the Generals of Pakistan Army. Now you see the Majors of Bangladesh Army.' এর মধ্যে সৈনিকরা গুলি চালানোর প্রস্তুতি নিতে ওক্ত করেছিল। ওসমানী সহিত বিপুল আঁচ করতে পেরে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'Shafat save the situation. Don't repeat Burma!' আমি সিলে ইকবাল ও মোশতাকের মধ্য দাঁড়ালাম। ইকবালকে বললাম, 'তুমি সারে যাও,' আর মোশতাককে বললাম কেবিনেতে কক্ষে ঢুকতে। কেবিনেটে কক্ষে আমিন ঢুকলাম। সেখি এক থাণ্ডে সেজার জেনারেল থলিমুর রহমান বসা। তাকে দেখেই আমি তুললাম হতাকারে কথা। তাকে লক্ষ্য করে বললাম, 'আপনি চিক অফ ডিমেল টাইক, আম ৪০ ঘণ্টা হয়ে গেছে ভেলাবায় জাতীয় নেতাদের হত্তা করা হয়েছে, তারও ঘণ্টা কুড়ি পর দেশ ভ্যাগ করেছে খুনিবা, আপনি এসেই জানেন নিকু আমাদের বলেন নি কিছুই। এই ডিস্ট্রেসসূল আচরণের জন্য আমি আপনাকে আয়ারেষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।' আমি বলে কেবল কেবল কথা বললেন না। আমি বখন এনিতে বাঁচ, কেবিনেটে কক্ষে তবন খালে মোশাররকের এভিসি ক্যাটেনেন রহমান কবির ও কেবল মালেক (পুরো অব. এবং চাকর মেয়র) ভাষণ দিল্লিলেন। যাই হোক, এরপর আমি মোশতাককে ধরলাম। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার আন্দুলিক মর্যাদা বজা করেছি।

আমি মিটিং কক্ষে ঢোকার আগে কেবিনেটে জেল হত্যাকাও সম্পর্কে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সেতবে লোক দেখানো তদন্ত করিষ্ট গবেষণা করেছিল। আমি বললাম, 'ঠি কমিটিতে কাজ হবে না। হাইকোর্টের বিচারকের নিমপদের কেউ এতে থাকতে পারবে না। এ কথা বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

কর্মসূল মালেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির দায়িত্ব নিলেন। মোশতাকের পদভ্যাগপত্র, প্রিসেপ্টিয়ার খালেদ মোশাররকের প্রযোগসহ টিক অফ স্টাফ করা এবং জেনারেল তদন্ত কমিশন পঠনসহ বিভিন্ন কাগজপত্র তৈরি হলো। প্রেসিডেন্ট মোশতাক তাতে সহি করলেন।

এদিকে, খালেদের পিএস সে. কেবল আমিনুল হক জেলহতুর ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের পিএস সে. কেবলের মেকর্জ করলেন। ৬ নভেম্বর টেপটা আমি পাই। প্রিসেপ্ট হেড কোয়ার্টারে আমার অফিসের চেষ্ট অফ ড্রেবারে সেটা রাখি। পরে আর কখনো হেড কোয়ার্টারে যেতে পারি নি আমি। ৭ নভেম্বরে অভ্যর্থনার দায়িত্বে পান আমিনুল হক। তিনিই এই টেপটা কথা বলতে পারবেন।

মোশতাকক পুরুষের করা রাখা হলো প্রেসিডেপিয়াল সুইচে। তার মুকুদের মধ্যে ১৫ আগস্টের ও জেল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিতার অভিযোগে শাহ মোহামেড হোসেন, ওবায়দুর রহমান, তাহেরউল্লিন ঠাকুর ও মুরলী ইসলাম মৃগুরকে পালিয়ানো হলো সেন্ট্রাল জেলে। এসব ব্যক্তিগুলোর পর রাত বারোটার দিনের পঞ্চভন্দে পেকে পারায় ছিল এলাম আমি।

অভ্যর্থনের তৃতীয় দিন : ক্ষমতা দখল করতে চান নি খালেদ মোশাররক ৫ নভেম্বর সকালে বিডিআর-এর ডিজি মেজর জেনারেল দশগীর আমার প্রিগেট হেড কোয়ার্টারে আসেন। ধীরে ও আহতাজন মেজর জেনারেল দশগীরকে আমি অচলাবস্থার কথা উল্লেখ করে জানাই, সেনা হেড কোয়ার্টার কোনো কিছুতেই উদ্বেগ নিষ্ঠে না। তড়িৎপরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য খালেদ মোশাররকের ওপর প্রত্ব প্রত্ব আমি তাকে অনুরোধ করলাম। দু'শিন ধরে রেডিও-চিটি বৰ্ক। মেশিন উৎকৃষ্টা, নানা আশঙ্কা। ইতিমধ্যে আমি এবং আরও অনেকে খালেদ মোশাররকের বাববাৰ অনুরোধ কৰিব। রেডিও-চিটিতে জাতিক স্বৰক্ষিত অবস্থিত করে একটা ভাষণ দেয়াৰ জন। খালেদের এক কথা, নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাঙ্গাই কেবল ভাষণ দেবেন।

খালেদ মোশাররক সম্পর্কে অনেক মিথ্যাবাদ হয়েছে এদেশে। ৩ নভেম্বরের অভ্যর্থনের মাধ্যমে তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করতে চান নি এবং করেনও নি। বাববাৰ অনুরোধ সহ্যেও তিনি নায়িত্ব নিয়ে রেডিও-চিটিতে ভাষণ দিতে চান নি। ক্ষমতা দখলের লোক থাকলে তিনি সেটা অন্যান্যেই করতে

